সঙ্গীত-সুধাকর

(আধ্যাত্মিক গীতাবলী)

দ্বিতীয় খণ্ড

দেহ-তত্ত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মুখনিঃসৃতম্

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মল্লিক

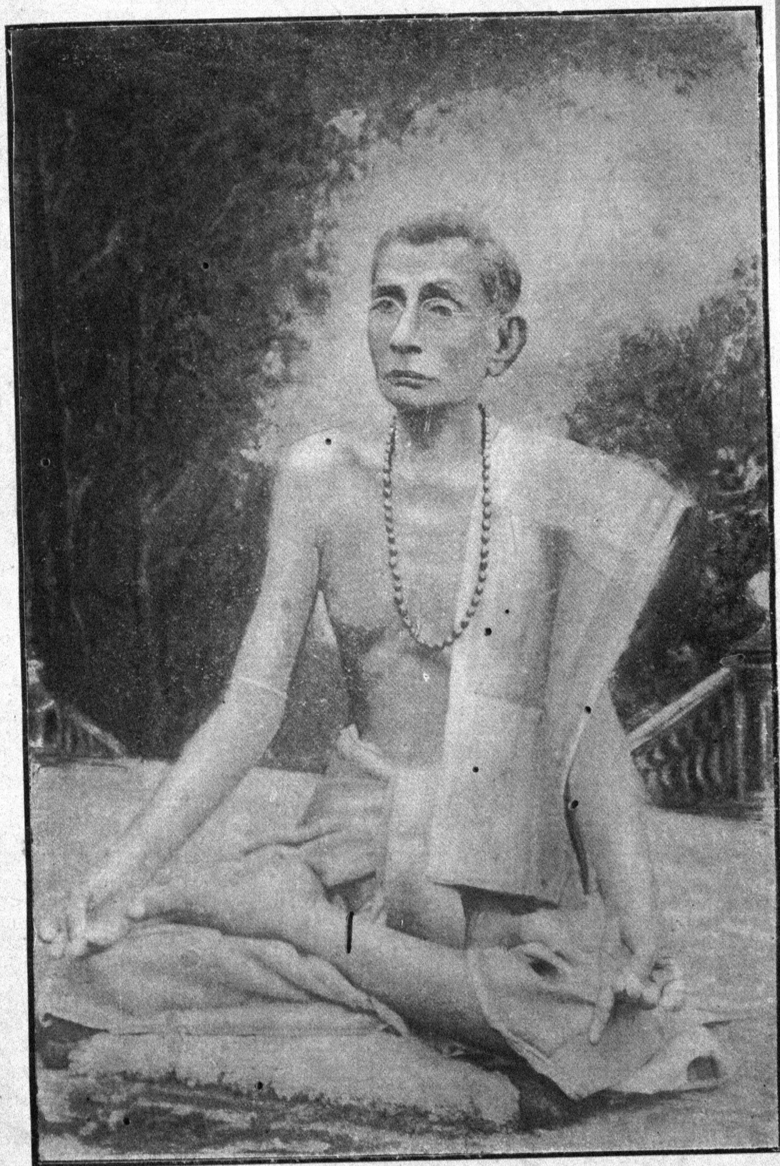
(ভূতপূর্ব্ব আলিপুর জজ্ আদালতের উকীল)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।



মূল্য আট ৷৷০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—৩১ নং পদ্মপুকুর ষ্ট্রীট, খিদিরপুর—গ্রন্থকারের নিকট।



শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মল্লিক।

Emerald Ptg. Works.

৩১ নং পদ্মপুকুর ষ্ট্রীট, খিদিরপুর হইতে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মল্লিক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রকাশকাল : জানুয়ারী, ১৯০৬

কলিকাতা, ১২নং সিমলা ষ্ট্রীট,
এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীবিহারীলাল নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা।

এই খণ্ডে দেহতত্ত্ব মুদ্রাঙ্কিত হইল। এ দেহ সম্বন্ধে ও দেহের আবশ্যকতা ও মানব জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার বড়ই ইচ্ছা, কিন্তু এরূপ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা মাদৃশ ব্যক্তির উচিত নহে, বিশেষ আমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই। যে সময়ে শাস্ত্র অধ্যয়নের অবকাশ পাইলাম, তাহার পূর্ব্ব হইতেই চক্ষে ছানি পড়ায় পুস্তক পড়িতে পারিলাম না। ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাহায় অন্ধপ্রায় ও উদরাময়ে প্রপীড়িত হইয়া কার্য্যত্যাগ করিয়া শয্যাগত রহিলাম। তৎপূর্ব্বে সাত্বিক ভাবের উদয় হয় নাই ও শাস্ত্র চর্চ্চা কখন করি নাই। উপরোক্ত বিষয়ের অর্থাৎ মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার তীব্র বাসনা, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অক্ষম, আধপাগলা মন চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। আর অতৃপ্ত বাসনা লইয়া মৃত্যুও দোষাবহ, সে কারণ দুইচার কথা বলিতে প্রয়াস করিতেছি, কিন্তু তাহাতে উপহাসাস্পদ হইলেও পাগল গ্রাহ্য করে না পাঠক হাসিবেন না, মানব জীবনের চরম লক্ষ্য মুক্তি। 'মুচ্' ধাতু অর্থাৎ মোচন 'ক্তি'প্রত্যয়ে মুক্তি হয়, সকলেই স্বাধীন হইবার বাসনা করিয়া থাকে। একটি পশু বা পক্ষীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিলে সে যেমন সর্ব্বদা স্বাধীন হইবার ইচ্ছা করে, মানবও মুক্তি পাইবার সেইরূপ চেষ্টা করিয়া থাকে, এক্ষণে মুক্তি বলিলে বন্ধ বুঝায়।

কে বদ্ধ, আত্মা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, তাহা হইলে কাহার মুক্তি লক্ষ্য করা হইতেছে। এবং মুক্তির উপায়ই বা কি? এইটি গুরুতর বিষয় খঞ্জের গিরিলঙ্ঘন, ও সামান্য নৌকায় সাগর পার হইবার ইচ্ছার ন্যায়। আমার পক্ষে প্রস্তাবিত বিষয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটন করার ন্যায় হইতেছে, তাহাতে চক্ষের দৃষ্টি নাই, লিখিতে বা পড়িতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কিন্তু মনে তীব্র বেগ আসিলে বাধা বিঘ্ন মানে না অপরের দ্বারা কিঞ্চিৎ লেখাইয়া লইয়া ভূমিকাতে দিলাম। সাধন মুক্তির সোপান। সাধনা সম্বন্ধে ক্রমশঃ এই খণ্ডে ও পর পর খণ্ডে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল; ভগবান কতদূর পর্য্যন্ত বাসনা পূর্ণ করিবেন বলিতে পারি না! সাধনা করিতে হইলে দেহ থাকা আবশ্যক, দেহ না থাকিলে কিরূপে সাধনা হইতে পারে, সেইজন্য হঠযোগের লক্ষ্য দীর্ঘ জীবন ও দেহকে রোগমুক্ত করা, কারণ শারীরিক পীড়ায় সাধনার বিঘ্ন ঘটে। এক্ষণে দেহ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। দেহের আবশ্যকতা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে দেহ কিরূপে সৃজিত ও উহার অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিবার প্রয়াস করিয়াছি, শরীরে হ্রাস বৃদ্ধি আছে বলিয়া শরীরকে দেহ বলা যায়। সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের বিশ্ব সৃজন পোষণ ও সংহার করিবার কৌশল মনুষ্যের দুর্ব্বোধ্য। তিনি একটি নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন যে তদ্দ্বারায় এই বিশ্ব চালিত হইতেছে। কিন্তু তাঁহার কর্ত্তৃত্ব পদে পদে ও সর্ব্ব সময় রহিয়াছে। এ দেহের উৎপত্তি নানা প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জীব চারিভাগে বিভক্ত যথা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ। যে সকল জীব চর্ব্বণ করিয়া আহার করে তাহারাই জরায়ুজ হইয়া থাকে যাহারা গিলিয়া আহার করে তাহারাই অণ্ডজ। স্বেদজ জল মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জ বৃক্ষাদি বীজ হইতে উৎপন্ন। জরায়ুজের মধ্যে মানবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মানব দেহ ধারণ করিয়া সাধনা দ্বারা মুক্তি

পাইতে হয়। কথিত আছে যে, দেবগণও তাঁহাদিগের পুণ্যক্ষয়ে মুক্তির ইচ্ছায় মানব শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। দেহ যৌগিক পদার্থ, পঞ্চভূতে মিলিত হইয়া এই দেহের সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ পুরুষের রেতঃপাত হইয়া স্ত্রীলোকের জীবরক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া জীবের উৎপত্তি হয়। এই জীবরক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়া মাংস অস্থি ও অবয়ব হয়, ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া মানবাকার প্রাপ্ত হয়। কিরূপে ক্রমশঃ সন্তান আকারবিশিষ্ট হয় তাহা বৈদ্যশাস্ত্রে বিশেষ-রূপে বর্ণিত আছে, ভূমিকায় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, এ দেহ যে সপ্তকলায় নির্ম্মিত, যথা অস্থি মাংস রক্ত মেদ শ্লেষ্মা মল ও পিত্ত। এই দেহে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দৃষ্ট হয়, যথা বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু, এ দেহ প্রথমতঃ বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহা বলা হইয়াছে যে, পিতার রেতঃ মাতৃ জীবরক্তে মিশ্রিত হইলে জীব ক্রমশঃ আকারপ্রাপ্ত হয়, এবং দশমাসে গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে যেরূপে আকারবিশিষ্ট হয় তাহা বৈদ্যশাস্ত্রে বিশেষ বর্ণিত আছে, শরীরের অস্থি, বেদবাদীর মতে ৩৬০। বেদবাদীরা দন্ত ও নখ অস্থির সহিত গণনা করেন, কিন্তু শল্য শাস্ত্রের মতে ৩০০ তিনশত করিয়াছে, দেহে ১৪টি সন্ধিস্থল অর্থাৎ জয়েণ্ট্ আছে। দেহের সমগ্র শিরা কোন্ কোন্ স্থলে আছে, তাহা ভূমিকায় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বিধাতার কৌশল দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, তিন প্রকার দেহের উল্লেখ দেখা যায়, স্থূল, সূক্ষ্ম, লিঙ্গ কারণ বা ভূতদেহ, স্থূলদেহ রক্তে মাংসে গঠিত। আহারীয় সারাংশ হইতে রস, রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এই শুক্র হইতে গর্ভ হয়। এইরূপ স্থূল দেহই আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, লিঙ্গ দেহে বুদ্ধি, অহঙ্কার মহত্তত্ত্ব পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় মন এবং পঞ্চতন্মাত্রা এই

সকলের সমষ্টির নাম সূক্ষ্ম শরীর, মৃত্যুকালীন এই লিঙ্গদেহ, সংস্কার লইয়া বহির্গত হয়। আপন পূর্ব্ব কর্ম্মফল লইয়া সেইমত জন্মগ্রহণ ও ভোগ করে, লিঙ্গদেহ মহাপ্রলয়কাল অবধি পুনঃ পুনঃ চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে, তবে কর্ম্মক্ষয় হইলে আর জন্মায় না, কারণ বা ভূত দেহ তাহা অন্তিমে পঞ্চমহাভূতে অর্থাৎ শরীরের প্রধান প্রধান উপাদান ভূতে লীন হয়, স্থূল শরীরে স্নায়ুর সংখ্যা ৯০০ নয়শত, পেশীর সংখ্যা ৫০০ পাঁচশত, প্রধান শিরা ৭০০ সাতশত নাভি হইতে উত্থিত, ২৪ চব্বিশটি ধমনি, সমস্ত শরীরের শিরাজাল অগণ্য, কেহ কেহ বলেন তেত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজারের উপর হইবে, চুল তিনলক্ষ ও লোম ৫৪ চুয়ান্ন কোটি ৬৭ সাতষট্টি হাজারের উপর হইবে। হৃদয়ের মধ্যভাগে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণে শূন্যস্থান আছে, ঐ স্থানের বামভাগে পীলা ও ফুসফুসাদি ও দক্ষিণ ভাগে যকৃতাদি যন্ত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে, স্থূল শরীর মল, মূত্র, মেদ, বসা, রক্তাদিতে পরিপূর্ণ, এই শরীরের ছয়টি বিকার আছে, জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, অপক্ষয়, বিনাশ, ও পরিণাম, এবং শরীরের অবস্থা পাঁচটি যথা বাল্য, কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্য ও পরিণাম, আর স্থূলদেহের সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে দেহের আভ্যন্তরিক বিষয় সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে প্রয়াস করিয়াছি, কিন্তু চক্ষের দৃষ্টির অভাবে লিখিতে ও পড়িতে না পারায় কেবল স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বলিতে হইতেছে, প্রকৃতি অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ, তম গুণ ইহাতেই জাগতিক সৃষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সমস্তই যৌগিক ও নশ্বর। পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম সংযোগে দেহ গঠিত রহিয়াছে। ঐ গুণের বৈষম্য হইয়া সৃষ্টি কার্য্য প্রবাহিত হইয়াছে, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে বুদ্ধি ও মনাদি জন্মিয়াছে, তাহার পশ্চাতে চৈতন্যও রহিয়াছে, তিনি গুণাতীত যৌগিক পদার্থ নহেন, তিনি পরমআত্মা চিত্তে অধ্যাস হইয়া জীবাত্মার

আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঐ জীবাত্মাই সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে, এই পুস্তকের পরখণ্ডে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। শরীরে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় যথা পাদ, পায়ু, উপস্থ, বাক্ হস্তাদি ও পঞ্চ তন্মাত্রা, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, মহত্তত্ত্ব ইত্যাদি ১৭ সতেরটি তত্ত্বপ্রসঙ্গ দেখা যায়, এই শরীরে পঞ্চ প্রধান বায়ু যথা প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান ও তদধীন পঞ্চ বায়ু নাগ কূর্ম্ম কৃকট দেবদত্ত ধনঞ্জয় রহিয়াছে। ও তাহাদের কর্ত্তাস্বরূপ চৈতন্য কার্য্য করিতেছে, ইন্দ্রিয় বাহ্য জগতের সহিত মিলিত হইয়া তাহার সংস্কার মনকে আনিয়া দেয়, ও মন বুদ্ধির দ্বারায় তাহা স্থির করে, এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিলে ভূমিকা বড়ই দীর্ঘ হয়। এক্ষণে আর দুই চারিটি কথা বলিবার আছে, নাস্তিকেরা বলিয়া থাকেন যে পিতৃরেতঃ মাতৃজীব-রক্তেতে মিশ্রিত হইয়া একটি রসায়ন ক্রিয়ার দ্বারা জীবনী শক্তি জন্মায়, এবং এই দেহই আত্মা, দেহনাশের সহিত আত্মারও নাশ হইয়া থাকে, এই মত আস্তিকেরা খণ্ডন করেন; তাঁহারা কহেন যে রেতঃ রক্ত ও পঞ্চভূত সমস্তই জড়, ইহার অন্তর্নিহিত চৈতন্য নাই, অসৎ হইতে সতের আবির্ভাব হইতে পারে না। আত্মার সম্বন্ধে লোকায়তন বলেন যে, এ দেহই আত্মা। জৈনগণ বলেন আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। বৌদ্ধগণ বলেন আত্মা ক্ষণিক ও বিজ্ঞান, দেহ পরিমিত বস্তুই আত্মা মাধ্যমিক বলিয়া থাকেন, নিত্য বিজ্ঞান বিভুই আত্মা। তার্কিকগণ বলিয়া থাকেন আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র। নববিশেষ গুণের আশ্রয় ও অজ্ঞেয় রাজস গুণের পৃথক গুণে পৃথক আত্মা বুঝায়। গর্ভমধ্যে জীবের প্রবেশ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন শুক্র-শোণিত যোগ হইলে বায়ু সংযোগে জীব গর্ভমধ্যে প্রবেশ করে। অন্য মতে বলে যে জীব মৃত্যুর পর তাহার কর্ম্ম অনুসারে জন্ম পরিভ্রমণ করিয়া মেঘ সহ বৃষ্টি সঙ্গে ক্ষেত্রে পতিত হইয়া শস্য

উৎপাদন করে। পিতা মাতা সেই শস্য আহার করিয়া রেতঃ ও রক্ত জন্মায় তাহার দ্বারায় গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে।

ভূমিকা বড় হইয়া পড়িয়াছে, এ বিষয়ের আলোচনা পর খণ্ডে দিবার ইচ্ছা রহিল ভগবান্ বাসনা পূর্ণ করেন, দিব। জীব এই মলমূত্রপূর্ণ দেহকে আত্মা জ্ঞান ভ্রমে পতিত হন। ভাগ্যবানগণ দেহকে ক্ষণধ্বংসি বুঝিয়া আত্মা সাক্ষাৎকারের যত্ন করিয়া থাকেন। আস্তিকেরা কহেন যে শোণিত শুক্র মিশ্রণে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে জীব জন্মাইতে পারে না। এবং ঐ শুক্রশোণিত অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় মলমূত্রের সহিত বাহির হইয়া যাইত, এবং স্ত্রী পুরুষ সংযোগ হইলেই সন্তান হইয়া থাকিত। দেহে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ও দেহের অঙ্গ অভ্যন্তরে যে সব কার্য্য চলিতেছে, তাহা বুদ্ধির অগম্য, ও সীমাবদ্ধ জীব। বিশ্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের অনির্ব্বচনীয় কৌশল কি বুঝিতে পারিবে। দেহতত্ত্বের কতকগুলি গীত কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়াছে, ভাব তরঙ্গের কতক ছাড়িয়া দিয়া লিখিত হইলেও দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষু না থাকায় ঠিক সাজাইয়া ও সংশোধন করিয়া দিতে পারিলাম না। যাঁহার হস্তে পুস্তকাকারে গীতগুলি যাইবে তিনি যেন কষ্ট স্বীকারে মর্ম্ম ও ভাবগ্রহণ করেন, আর ভুল থাকিলে অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন। দোষগুণ বিচারের ক্ষমতা আমার নাই। আর একটি প্রার্থনা যে আমার মুখনিঃসৃত গীতগুলি ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে, পাঠক সমস্ত খণ্ডগুলি পাঠ করিয়া দেখেন, সে কারণ পুস্তকের মূল্য অল্প করা হইল। যে সকল গীত গাহিবার সুবিধা হইবে না তাহাও পাঠ করিয়া মর্ম্ম অবগত হইবেন। আমার সুর তাল বোধ না থাকাতে ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাইচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুর তাল নির্ব্বাচন করিয়া দিয়া আমাকে চির বাধিত করিয়াছেন। ইতি।

সূচীপত্র।

সঙ্গীত-সুধাকর

[আধ্যাত্মিক গীতাবলী]

সঙ্গীত-সুধাকর

দ্বিতীয় খণ্ড



(দেহ-তত্ত্ব)

কালাংড়া—কাওয়ালী।

সংসার নাট্যশালে এসেছ জীব, করিতে খেলা।
খেলিয়ে যাইবে চ'লে, সাঙ্গ হ'লে তোমার পালা॥
কত সাজ সাজিতেছ, রঙ্গ ভঙ্গ করিতেছ।
কত রঙ মাখিতেছ, করিতেছ ভূতের মেলা॥
কত সাধ ক'রে মনে, সাজ সং অনুক্ষণে।
বেড়াও এ ভবাঙ্গনে, মেটে সব শেষের বেলা॥
ক'রে মনে কল্পনা, কভু হাসি, কভু কান্না।
কর নানা বাসনা, তত্ত্বে করি' অবহেলা॥
যবনিকা প'ড়ে যাবে, তুমি আর না রহিবে।
অনন্তে গিয়ে মিশাইবে, পূর্ণ হ'লে ষোল কলা॥

খাম্বাজ—ঢিমা।

সুখের আশে ঊর্দ্ধশ্বাসে কোথায় চলেছ মন।
সেথা নাহি সুখের লেশ, জ্বলে দুঃখেরই আগুন॥
মনে কর সুখ পাবে, সলিলে গা জুড়াইবে।
সেখানে বাড়বানল, জ্বলিছে যে রাত্রিদিন॥
সংসার হুতাশন, দেখিতে বটে মনোরম।
কিন্তু হ'য়ে দৃষ্টিভ্রম, জ্বলে তাহে পতঙ্গ যেমন॥
সংসারে থাকিবে সুখে, ভাবিয়া সবে যায় ছুটে।
লইয়ে দারা সুতে, করিবে সুখ ভুঞ্জন॥
কিন্তু তাহা না ঘটে কখন, দুঃখানলে হয় দহন।
শেষে হ'য়ে ভগ্নমন, করিতে চায় পলায়ন॥
কিন্তু মায়া মোহ এসে শেষে, বদ্ধ করে নিজ পাশে।
ফ্যালে অশেষ ক্লেশে, ছাড়িতে না দেয় স্থান॥
মনে জেন ইহা সার, দুঃখময় এ সংসার।
ভাব সেই সারাৎসার, সুখ পাবে চিরন্তন॥

পরজ—ঝাঁপতাল।

ভবের হাটে, এসে হেঁটে কি কিনিবে করেছ মন।
কেনবার তরে, হ'তে ঘরে এনেছ কি সঞ্চিত ধন॥
এ হাটে সতর্ক হবে, আসল নকল চিনে লবে।
না হ'লে ঠকিয়া যাবে, পাবে কাচ চাহিলে রতন॥
হাটে আছে দশজন মহাজন, আরও আছে রিপুগণ।
গদিয়ান হয় মন, সবে মিলে করিবে বঞ্চন॥

সাবধান না হ'লে পরে, বেহুঁস ক'রে ফেল্‌বে তোরে।
ছয় জনে মন্ত্রণা ক'রে হ'রে লবে মূলধন॥
হাট কত্তে যারা আসে, কেহ কাঁদে কেহ হাসে।
কেহ জিতে, কেহ নিরাশে, খোয়াইয়ে ফেলে জীবন॥
জ্ঞানেরে যাও সঙ্গে নিয়ে, সে দিবে পথ দেখাইয়ে।
কেহ দিবে না ঠকাইয়ে, পাইবে প্রকৃত রতন॥

গৌরী—ঝাঁপতাল।

আর ঘুমাওনা মন, দিবা অবসান হ'ল ডুবিল তপন।
ঘোর তিমির রাশি, ঘেরিল ভুবন॥
ঘোর মোহ অন্ধকার, ঘেরেছে মম অন্তর।
না উঠে জ্ঞান মিহির, না হয় তম নিবারণ॥
এ সংসার দুঃখময়, জেনেও কি জান না তায়।
করিয়া সুখ আশয়, দেখ জাগ্রতে স্বপন॥
হ'য়ে মায়া ঘুমে অভিভূত, দেখিছ স্বপন কত।
না হইলে সুষুপ্ত, বিশ্রাম নাহি কখন॥
অতএব শুন মন, হয়োনা ঘুমে অচেতন।
চেষ্টা করি প্রাণপণ, সতত থাক জাগরণ॥

পরজ—একতালা।

ভেসেছ একাকী জীব, অকূল ভব সাগরে।
না পেলে চরণতরি, পার হবে কি ক'রে॥
উঠেছে বাসনা পবন, চঞ্চল ক'রেছে জীবন।
কি ক'রে পাবে পরিত্রাণ, এ ভীষণ পারাবারে॥

ইন্দ্রিয় কুম্ভীর এসে, জলেতে বেড়ায় ভেসে।
অসাবধান পেলে অবশেষে, অতলে ল'য়ে যাবে ধ'রে॥
আশা আসক্তি মকরগণ, করে জীবে আকর্ষণ।
করিছে কেবল সন্ধান, পাবামাত্রে গ্রাস করে॥
তৃষ্ণা তিমি ঘোরে সাগরে, যাহা পায় পোরে উদরে।
সে উদর কে পূরাতে পারে, সে চায় ব্রহ্মাণ্ড গিলিবারে
প্রবৃত্তি আদি জন্তুগণ, নিয়ত করে অন্বেষণ।
পেলে জীবে অসাবধান, ঘেরিয়া রাখে তাহারে॥
বিবেক বৈরাগ্য ভেলা করি', বাঁধ দিয়ে জ্ঞান দড়ি।
করে ল'য়ে ভক্তি ডুরি দাও পাড়ি পারাবারে।
একান্তে সঁপ মন প্রাণ, তাহ'লে পাবে সে চরণ।
করিয়া তাহে আরোহণ, পার হবে ভব সাগরে॥

বেহাগ—ধামার।

এখন মন তোমার, না হইল জ্ঞান।
চারিদিকে মরিতেছে, ভাব তোমার নাহি মরণ॥
মদ মোহে মত্ত মন, বিস্তারিছ রাজ্যধন।
করিয়া দুর্গ বন্ধন, রাখ সৈন্য অগণন॥
কিন্তু ইহা জেন মনে, দুর্গে বা সৈন্যগণে।
রাখিতে না পারিবে জীবনে, সময়েতে করিবে গমন॥
দ্বারে থাকে দ্বারপাল যত, অশ্ব গজ আছে অবিরত।
অহঙ্কারে হও মত্ত, নাম যশেরই কারণ॥
কাল যবে পূর্ণ হবে, সব ত্যজি' যেতে হবে।
রাজ্য ধন কোথায় রবে, একবার না কর চিন্তন॥

ভাব সেই নিরঞ্জন, তাঁরে কর মন অর্পণ।
হবে আত্ম দরশন, আত্মাতেই হইবে লীন॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

দেখনা দেখনা জীব, খুলিয়া নয়ন।
থাকেন তব অন্তরেতে, আছেন হইয়া আসীন॥
সপ্ত প্রাচীরেতে ঘেরে, রয়েছেন তব ভিতরে।
যদি ভেদ করিবারে, পার হবে দরশন॥
অভ্যন্তরে ব'সে তিনি, ডাকিয়া কহেন বাণী।
যদি লহ তাহে জানি, তাপে হবে না দহন॥
যবনিকা ফেলে দিয়ে, তাঁহারে রাখ ঢাকিয়ে।
তবু তোমায় ডাকিয়ে, দিতেছেন তত্ত্বজ্ঞান॥
জীব তাহা না শুনিয়া, ইন্দ্রিয়ে রহে মাতিয়া;
দুঃখেতে দহিছে হিয়া, দুখে সুখ করে জ্ঞান॥
অসম্পূর্ণ জীব সব, হয় না পূর্ণে অনুভব।
জ্ঞানের হয় অভাব, করিতে তাঁরে ধারণ॥
যে বা হয় ভাগ্যবান, থাকে যার তীব্র সাধন।
দেখে তাঁরে সর্ব্বক্ষণ, থাকেন হৃদে বর্ত্তমান॥

মিশ্র রামকেলী—কাওয়ালী।

ওরে জীব যদি করিবে রে সংসার।
তত্ত্বজ্ঞানে লহ লহ, সম্বল তোমার॥
মনে কল্পনা করিবে না, রাখিবে না হৃদে বাসনা
করিবে না ভোগ কামনা, মনেরে প্রবুদ্ধ কর॥

সংসারেরই রূপ রসে, মজ না মজ না শেষে।
দেখিবে না নাম যশে, সব কর পরিহার॥
মজ না কামিনী কাঞ্চনে, দি'ওনা স্থান তাহারে মনে
কামিনী কটাক্ষ বাণে, লক্ষ্য হয়োনা তার॥
মোহ মদ না রাখিবে, ক্রোধ লোভে ফেলে দিবে।
মাৎসর্য্য মনে না আনিবে, রুদ্ধ কর মনের দ্বার॥
কাম দুর্জ্জয় রিপু, ঘেরে যে জীবের বপু।
বুঝিতে না দেয় কভু, হিতাহিত তার॥
মনে স্থান নাহি দিবে, মুলে তায় নাশ করিবে।
কামনায় অহিত হবে, নিষ্কামে কর্ম্ম কর॥
কর তুমি বিচরণ, ধরিয়া তাঁহারই ধ্যান।
হবে না পদস্খলন, ভ্রম তুমি চরাচর॥
কর্ম্ম কর এ সংসারে, ঈর্ষা দ্বেষ ফেলে দূরে।
আপন ক'রে সবারে, থাক তুমি হ'য়ে স্থির॥

বাহার—ধামার।

রাখিতে জীবন, কেন কর এত যতন।
চলিয়া যাইতে হবে, ডাকিলে শমন॥
সেথা দিন স্থির ক'রে, এসেছিলে এ সংসারে।
কাল পূর্ণ হ'লে পরে, নিশ্চয় করিবে গমন॥
বিলম্ব নাহিক সবে, বাধা বিঘ্ন না মানিবে।
রাখিতে কেহ না পারিবে, দারা সুত পরিজন॥
ক্ষণপ্রভা সমান, অস্থির হয় জীবন।
হ'য়ে বারেক ভাসমান, লুপ্ত হয় পরক্ষণ॥

পদ্মপত্রে যথা জল, জীবন সদা চঞ্চল।
জলে মিশাইবে জল, কে করে বারণ॥
এই জীবনেরই তরে, বেড়াও নাকি কার্য্য ক'রে।
অমর হইবার তরে, করিতেছ ঔষধ সেবন॥
কিন্তু ইহা মনে জেন, পূর্ণ হ'লে তোমার দিন।
ত্যজিয়ে সম্পদ ধন, করিবে অনন্তে গমন॥
যত হও না সাবধান, রাখিতে না পারিবে প্রাণ।
ফেলিয়ে মায়া আবরণ, দেখ সেই পরমাত্মন॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ভবব্যাধি নিরবধি, করিছে পীড়ন।
জানিনে কি ঔষধে, হবে নিবারণ॥
বাসনা বায়ু প্রবল, তৃষ্ণাপিত্ত তায় জুটিল।
প্রবৃত্তি কফে তাহে ঘেরিল, সংশয় হ'ল জীবন॥
কল্পনা কম্পন হয়, দহে আশা পিপাসায়।
হিংসা ঈর্ষা জড়দ্বয়, ওষ্ঠাগত করে প্রাণ॥
ধৈর্য্য বারি সিঞ্চনে, রক্ষা করিতেছি প্রাণে।
জ্ঞানামৃত রস পানে, রেখেছি জীবন এখন॥
প্রজ্ঞা বিজ্ঞান, আগুনে নাশ অবিদ্যা অজ্ঞানে।
শরণ লও সে চরণে, পাবে রোগে পরিত্রাণ॥

পিলু—আড়খেমটা।

সংসার ভোজের বাজি, সং সাজি' বেড়াও ঘুরে
অনিত্যে নিত্যজ্ঞানে, ধেয়ে যাও ধরিবারে॥

এই এল, এই গেল, মেঘের আড়ে লুকাইল।
চক্ষেতে ধাঁধা লাগিল, থেকে আলো অন্ধকারে॥
ভানুমতি খেলা খেল, মিথ্যাকে সত্য বল।
অন্ধকারে ছাখ আলো, মস্তিষ্ক যায় রে ঘুরে॥
কাচে ধর মণিজ্ঞানে, কাচ কাঞ্চন নাহি চিনে।
দুঃখেরে সুখ করি' মনে, যাইছ ধরিবারে॥
সুখের আসে যাও ভেসে, পড় গিয়ে দুঃখের পাশে
স্বপ্ন ভঙ্গ হয় শেষে, পড় দুঃখেরই সাগরে॥
আর ভেল্কি কর্‌বে কত, মোহনিদ্রায় অভিভূত।
হ'য়ে তুমি জাগ্রত, ফ্যাল বাজি ভোর ক'রে॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পাপ অজাগর, রেখেছে তোরে গ্রাস ক'রে।
ক'রেছে আবাস স্থান, তোমারি শরীরে॥
শতফণা বিস্তারিয়ে, রেখেছে তোমায় ঘেরিয়ে।
ত্রাণ পাবে কি উপায়ে, কিবা করিয়াছ তার—
তৃষ্ণা আর কল্পনা, আসক্তি আর বাসনা।
এই চারি ফণা প্রধানা, রেখেছে মস্তকোপরে॥
ষড়রিপু আর ইন্দ্রিয়গণ, ফণা আরও অগণন।
ক'রে বিষ উদ্গীরণ, তোমারে বিষেতে জারে॥
হিংসা দ্বেষ হলাহল, হইয়ে তারা প্রবল।
প্রবৃত্তি ঢালে গরল, তোমারে নাশিবার তরে॥
নিবৃত্তি ঈশের মূলে, তাহারই সম্মুখে ধরিলে।
তত্ত্বজ্ঞান জপ করিলে, ফেলিবে তারে খণ্ড ক'রে॥

জ্বালরে প্রজ্ঞা আগুন, পালাবে সে ল'য়ে প্রাণ।
বাঁচিবে তব জীবন, থাকিবেনা আর ভয় তারে।

বাহার—একতালা।

ওরে মন ভৃঙ্গ, কব্‌তে রঙ্গ, প্রবেশিলে সংসার কানন।
সতত ব্যস্ত তুমি করিতে ফুল অন্বেষণ॥
রূপেতে পতঙ্গ মরে, রূপে জীবে বদ্ধ করে।
এড়াইতে নাহি পারে, খোয়ায় পরাণ॥
পলাশ কুসুম পাশে, এস তুমি হেসে হেসে।
বুঝি তুমি মধুর আশে করিছ গমন॥
কিন্তু তাহে মধু নাই, পাবেনা তাহারই ঠাঁই।
মনে কভু ভাব নাই, মধু করিবারে পান॥
কামিনী সৌরভ পেয়ে, যাইতেছ তথা ধেয়ে।
তথায় বুঝি মধু খেয়ে, হও তুমি জ্ঞানহীন॥
গোলাপে আলাপ ক'রে, ফেল যে রে পাখা ছিঁড়ে।
কণ্টক তাহারই পরে, দেখনা কখন॥
মল্লিকা মালতি যাঁতি, দেখিছ ফুল নানা জাতি।
স্থির নাহি থাকে মতি, ক'রে তাহা দরশন॥
দেখিয়া সে সব ফুল, যাতে হইছ আকুল।
হবেনা কভু অনুকূল, করিতে সুখ বিধান॥
ভেট্‌ ফুলে অবিরত, মধুলোভে হও রত।
ঘুরিতেছ নিয়ত, করিতে মধু আস্বাদন॥
নিরাশ হইয়া শেষে, কণ্টকিতে থাক ব'সে।
বদ্ধ হ'য়ে তারই পাশে, হারাবে জীবন॥

মধু কভু নাহি পাবে, সংগ্রহতে প্রাণ যাবে।
চির আপ্‌শোষ রবে, পাবেনা কভু আস্বাদন॥
চরণ পঙ্কজপরে, বসিবে রে গিয়ে উড়ে।
কখন দিবেনা ছেড়ে, যায় যাবে তাহে প্রাণ॥
সেথা যে মধু পাবে, তাহে তোমার প্রাণ জুড়াবে।
নিরাশ কভু না হইবে, প্রফুল্ল হইবে মন॥

বাহার—একতালা।

এ দেহ মন হয় সদা ধাবমান, পড়িতে অনন্ত সাগরে।
সর্ব্বক্ষণ পরিবর্ত্তন, হয় কাল সহকারে॥
অনন্ত আকাশ হ'তে, এ স্রোত এসেছে ভেসে।
প্রবেশি' অবশেষে, অনন্তের ভিতরে॥
প্রবল বেগেতে স্রোত, বহিতেছে অবিরত।
বাধা দিতে সে স্রোত, কভু কেহ নাহি পারে॥
সৃষ্টি সব এ জগতে, আবদ্ধ আছে নিয়মেতে।
হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে, লঙ্ঘিতে কে পারে বিধিরে॥
আছে এক সত্তা বিদ্যমান, যাঁর নাহি পরিবর্ত্তন।
তিনি হন পরমাত্মন, আছেন বিশ্বেরই পারে।

তোড়ি—তেওরা।

সংসার মঞ্চোপরি, কত সাজে আসিতেছ।
কর্ম্মবশে কত খেলা, সেথা তুমি খেলিতেছ॥
কেহ রাম বেশ ধরে, কেহ দশরথাকারে।
পুত্রশোকে মূর্চ্ছা হ'য়ে, মঞ্চপরি পড়িতেছ॥

কেহ সেজে দশানন, করে সীতা হরণ।
করি ঘোরতর রণ, রঙ্গভূমে পড়িতেছ॥
কভু অভিমন্যু হ'য়ে, সপ্তরথীতে ঘেরিয়ে।
রণেতে পড়িয়া গিয়ে, পিতায় শোকে ভাসাইছ॥
কেহ সেজে দুর্য্যোধন, ভোগ করে রাজ্য ধন।
হ'য়ে কভু পাণ্ডবগণ, বনে বনে ফিরিতেছ॥
কভু বা ভিখারী হ'য়ে, বেড়াও প্রেম বিলাইয়ে।
দিতেছ জীবে মাতাইয়ে, হরিনাম করিতেছ॥
কভু বৌদ্ধ রূপ ধ'রে, নির্ব্বাণ দিয়ে জীবেরে।
পর উপকার ক'রে, জগতে শিক্ষা দিতেছ॥
যবে যবনিকা প'ড়ে যাবে, সকলেতে চ'লে যাবে।
কেবা কোথায় রহিবে, তাহা নাহি ভাবিতেছ॥

বেহাগ—সুরফাঁকতাল।

সংসার আবর্ত্তে প'ড়ে, ঘুরিতেছ নিরন্তর।
জাননা জাননা জীব, কোথা গিয়ে হবে স্থির॥
দূর হ'তে সংসার, দেখিতে সুখের আকার।
যাইলে তাহারি ভিতর, রহিতে হয় দুঃখেরই ভার॥
সংসারে সুখ যত, জেন হয় সব অনিত্য।
হয় তারা ক্ষণস্থিত, ধরে ক্ষণপ্রভা আকার॥
সংসারে থাকিবে সুখে, ভেবে গিয়ে পড় কূপে।
সেখানে দুঃখেরই তাপে, হও তুমি অস্থির॥
সুখ মকরন্দ পেয়ে, যাও তুমি অন্ধ হ'য়ে।
থাক তুমি প্রবেশিয়ে, শেষে দেখ কারাগার॥

এ সংসারে সুখ দেখা, সে যে রয়েছে দুঃখেতে মাখা
বিশুদ্ধ সুখেরই আশা, ভাগ্যেতে না ঘটে কার॥
যদি বিশুদ্ধ সুখ চাও, তাঁহারি শরণ লও।
বাসনারে কর ক্ষয়, বিষয়েরে ভাব বিষধর॥
তাঁহারে জানিলে পরে, সুখ পাবে এ সংসারে।
রাখিবে মনে স্থির ক'রে, আলো হবে তব অন্তর॥
তখন জ্ঞান নয়ন, কর্‌বে তাঁরে দরশন।
পবিত্র হবে মন প্রাণ, প্রকাশিবে তাঁহারি কর॥

পরজ—ঝাঁপতাল।

কৈ খুলিল না বুঝি, আমার নয়ন।
পাতায় পাতায় জুড়ে, রয়েছে চিরদিন॥
জ্ঞানাঞ্জন ধ'রে হাতে, রাখিলাম দিতে তাতে।
পারিলাম না খুলিতে, ব্যাকুল হইল মন॥
মায়া চিটে বসে গেল, টানিলেও না খুলিল।
ভাবিয়া হই আকুল, বল কি করি এখন॥
গুরুরে পাইলে পরে, বলিতাম যোড় করে।
সলাকা লইয়া করে, খুলিয়া দিতে নয়ন॥
আমি অতি ভাগ্যহীন, হ'ল না, গুরু দরশন।
নিরাশ হতেছে মন, বিষাদে হই মগন॥
সাহসে করিয়া ভর, দেখিলাম নিজ অন্তর।
দেখি যে গুরু আমার, আছেন ক'রে আসন॥
তাঁর কৃপা দৃষ্টি হ'লে, দিলেন আমায় শক্তি ঢেলে।
এখন আমি সেই বলে, করি' আঁখি উন্মীলন॥

খুলে আমি জ্ঞান-আঁখি, হৃদয়নাথে হৃদে দেখি
হ'য়ে আমি সর্ব্ব সুখী, প্রেম বারি করি বর্ষণ।

ভৈরব—কাওয়ালী।

আর ঘুমাওনা মন, উঠ দেখ বহে প্রভাত সমীরণ।
চিরদিন ঘুমাইছ, দেখিছ স্বপন॥
দিন দিন ক্ষয় হয়, তোমারই জীবন।
দেখ না দাঁড়ায়ে পাশে, রয়েছে শমন॥
প্রভাতে উঠিয়া তাঁরে কররে স্মরণ।
মায়া মোহ অন্ধকারে, ঘেরেছে নয়ন॥
পাইবে স্মরিলে তাঁরে, সে রাঙা চরণ।
অমৃত সাগরে ডুব, লহরে রতন॥

মিশ্র কালেংড়া—কাওয়ালী।

এ দেহ নাট্য গৃহ, বিধাতার নির্ম্মাণ।
মনোহর কারুকার্য্য, মুগ্ধ করে যে নয়ন॥
রাখে গৃহ বস্ত্রে ঘেরে, মায়া রঙে রঞ্জিত ক'রে।
রাখে বেড়ায় ঘেরে, থাকে ঘরে সর্ব্বক্ষণ॥
মহত্তত্ত্ব হ'তে আসে, মালিক অহঙ্কার বসে।
চিত্তে সচিব লয় পাশে, বসে পেতে সিংহাসন॥
মনে দ্বারপাল ক'রে, রেখে দেয় তারে দ্বারে।
ইন্দ্রিয়ে বাদ্যকার ক'রে, দেয় তারা তাল মান॥
বুদ্ধি নর্ত্তকী সেজে, নাচে এসে সভার মাঝে।
রং বিরঙে বিরাজে, ভুলাইয়ে দেয় মন॥

বিবিধ তার বিকার, ধরে সে কত আকার।
কে জানে রঙ্গ তার, সাজ তার অগণন ॥
সভার সভ্য বিষয়, মালিক তায় টেনে লয়।
কত ভঙ্গী সে দেখায়, কি বুঝে দর্শকগণ ॥
চৈতন্য দীপ করে ল'য়ে, আলো দেয় সে সবারে।
জগত যায় আলোয় ভ'রে, না হ'লে অন্ধকার ঘন ॥
নৃত্যেতে যে ভুলে থাকে, বুদ্ধির দোষ নাহি দেখে।
পড়ে গিয়ে ঘোর বিপাকে, পায় না কভু পরিত্রাণ ॥

পিলু— আড় খেমটা।

সংসার ভোজের বাজি, কত বাজি খেলিতেছ।
ডিক্‌বাজি খেয়ে খেয়ে, হেথা এসে পড়িয়াছ ॥
হৃদয় অঙ্গনপরে, লইয়াছ স্থান ক'রে।
দুই দল মল্ল সবারে, আহ্বান ক'রে আনিয়াছ ॥
কস্‌লথ উভয়ে করে, ঠেলাঠেলি পরস্পরে।
ফেলে যে পারে জোরে, কত রঙ্গ দেখিতেছ ॥
মাটি ধ'রে উপুড় হ'য়ে কোন মল্ল থাকে প'ড়ে।
চিৎ ক'রে ফেল্লে পরে, হার তার গণিতেছ ॥
আতশি বাজি কখন, ছাইয়া ফেল গগন।
তাহাতে দিয়ে আগুন, ব'সে রঙ্গ করিতেছ ॥
কভু নীল, কভু লাল, দিতেছে তাহারা আলো।
ভুলে যে জীব সকল, চক্ষে ধাঁধা না ভাবিতেছ ॥
বাজি করা ঘুচে যাবে, বাজিকরে যবে পাবে।
ধাঁধা আর না রহিবে, তাহা তুমি না বুঝিছ ॥

জলে স্থলে, কভু শূন্যে, আছ তুমি কত রঙ্গে।
কিন্তু তোমার নিদ্রা ভঙ্গে, বাজি আর না দেখিছ

বেহাগ—কাওয়ালী।

ভেবেছ কি ভবারণ্য, নন্দন কানন।
পাইবে কুসুম তাহে, পারিজাত সম॥
শচীরে পত্নী পাইবে, উর্ব্বশী মেনকা নাচিবে।
অমৃত পান করিবে, থাকবে তুমি চিরদিন॥
তোমার যে আলয়, সম হবে ইন্দ্রালয়।
সুখ ভোগ করিবে তায়, বসিবে লয়ে সিংহাসন।
কিন্তু ইহা জেন সার, দুঃখপূর্ণ এ সংসার।
জ্বলিতেছে মাঝে তার, হুতাশন রাত্রি দিন॥
সংসার মহাশ্মশান, পোড়ে তাহে জীবগণ।
আবার চক্রে করে ভ্রমণ, বিধাতার হয় নিয়ম॥
বার্দ্ধক্য জরা আসিবে, ক্রমে জীর্ণ দেহ ধরিবে।
তখন সুখ কোথা রবে, যাবে চ'লে হ'লে কালপূর্ণ॥
যদি এড়াইতে চাও, তাঁহার স্মরণ লও।
ক্ষণিক সুখ ফেলে দাও, করিবে তাঁর সাধন॥

ভৈরব—একতালা।

দেহ সমরক্ষেত্রে, চলিতেছে রণ ভীষণ।
অনাহত দুন্দুভি ধ্বনি, ছাইল গগন॥
ঘটোৎকচ আকারেতে, ভূত পঞ্চ লাগে মিশিতে
প্রবেশিল অঙ্গনেতে, শুক্র রক্তে হয় মিলন॥

কাল বশে বল আসে, কর্ম্মইন্দ্রিয় প্রকাশে।
শেষে পঞ্চ প্রাণ আসে, আকার করে ধারণ ॥
মহত্তত্ত্ব অহংকার, আসিল দিয়ে হুঙ্কার।
চিত্ত বুদ্ধি মন আর, এসে অস্ত্র করে ধারণ ॥
যবে এল রণস্থলে, মোহ মায়া ঘেরে নিলে।
চলিতে আর নাহি দিলে, কারাগারে করে বন্ধন ॥
লৌহ শৃঙ্খল আনে, অস্থির তার বেষ্টনে।
জ্ঞানেন্দ্রিয় তন্মাত্রা সনে, বাঁধিল যাবজ্জীবন ॥
তবে বীর হতাশ হ'য়ে, দ্রুত যায় পলাইয়ে।
আবার তারে ধরে গিয়ে, চক্রে করায় ভ্রমণ ॥
যবে করে রিপুক্ষয়, যুদ্ধেতে পাইয়া জয়।
পাইয়া বাণী অভয়, চলে বীর নিজধাম ॥

খট্—ঝাঁপতাল।

চল চল জীব, কেন কর আর বিলম্ব।
হয়েছে তোমারই খেলা, এখন কররে সাঙ্গ ॥
যে খেলা খেলিবার তরে, এসেছিলে এ সংসারে।
সে খেলার শেষ ক'রে, খেলা কর ভঙ্গ ॥
যে খেলা খেলিতে এলে, তাহে কেবল ভুল করিলে
পাঁচের স্থলে ছয় বসালে, করিলে কত রঙ্গ ॥
এখন খেলা শেষ হ'ল, অন্তরে ভয় আসিল।
সময় যে ফুরাইল, হইল আতঙ্ক ॥
এখন খেলা সাঙ্গ কর, কিস্তি দিয়ে রাজা ধর।
নৌকা দিয়ে হও পার, ছাড় বড়েরই সঙ্গ ॥

বাগেশ্রী—আড়া।

সংসার অতল কূপে, রহিলে হ'য়ে মগন।
কে তোমায় আনিল হেথা, ভাব না যে কদাচন॥
জন্মিলে মায়া ঘেরিল, লাল রংয়ের গোলা দিল।
তাহে তোমায় ভুলাইল, করিল রে হতজ্ঞান॥
কূপের বারি নয় শীতল, ভাসিছে তায় গরল।
জর্জ্জরিত কলেবর, অসহ্য হয় জ্বলন॥
অবিবেকী সুখ বুঝে, সে কূপের জলে মজে।
দিবানিশি তাহে জুজে, দেয় কূপে সন্তরণ॥
শেষেতে সে ডুবে যায়, গায়ে পাঁক মেখে রয়।
ছাড়াতে না পারে তায়, বিষাদে খোয়ায় প্রাণ॥
যদি তুমি মুক্তি চাও, কূপ হ'তে উঠে পলাও।
যদি হয় ভাগ্যোদয়, জানিবে স্বরূপ আপন॥
জন্মিলে রে আত্মজ্ঞান, পড়িবে না কূপে কখন।
হবে তোমার পরিত্রাণ, সুখের হবে জীবন॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

ভূত নির্ম্মিত রাজ্যে, মনরাজ হন আসীন।
হৃদয় লইয়া পেতে, রাখে সে যে সিংহাসন॥
রাজার যে পরিচয়, শুনেছি সবাই কয়।
সে যে বংশ পরম্পরায়, রাজা হইল এখন॥
আদিতে ছিল এক শক্তি, তাহে জন্মায় প্রকৃতি।
সত্ত্ব রজ প্রভৃতি, আসিল তিনগুণ॥

মহত্তত্ত্বের সন্তান, তা হ'তে হয় অহংজ্ঞান।
বংশে চিত্ত বুদ্ধি মন, ক্রমে লইল জনম ॥
রাজ্য চালাবার তরে, প্রাণে লয় সচিব ক'রে।
দশ ইন্দ্রিয়ে কার্য্য করিবারে, রাখেন ক'রে নিজ অধীন ॥
আপন আয়াস কারণ, আছে সব রিপুগণ।
রাজ পার্শ্বে করে গমন, যথন যার প্রয়োজন।
রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি', বেড়ায় সবে কর্ম্ম করি'।
রাজা নিয়মিত করি', রাজ্য করেন শাসন ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

দেহ রাজভবন, কে করিল নির্ম্মাণ।
ধন্য সেই শিল্পী, শিল্পে কি নিপুণ ॥
অস্থি রক্ত মেধ নিয়ে, মাংস শিরা তায় দিয়ে।
রেখেছে হর্ম্ম্য গড়িয়ে, রাজার বাস কারণ ॥
আছে তায় নবদ্বার, আসা যাওয়া হয় তায়।
যবে বন্ধ হ'য়ে যায়, শূন্য হ'য়ে পড়ে ভবন ॥
এ দেহ যাহারই তরে, কেহ দেখ্‌তে না পায় তাঁরে
কিন্তু থাকেন অভ্যন্তরে, করেন সবে চেতন।
রাজা আছে অন্তঃপুরে, সভাসদ আছে ঘেরে।
কেহ কিছু না কর্ত্তে পারে, বিনা তাঁহারই হুকুম।
কর্ম্মচারী ল'য়ে গিয়ে, নিশ্চিন্ত হয় তাঁরে দিয়ে।
তাদের অনুমতি দিয়ে, কার্য্যের যে দেন জ্ঞান ॥

সীমাবদ্ধ ক'রে দিয়ে, সবে দেন পাঠাইয়ে।
পায়না যেতে গণ্ডির বাহিরে, গেলে করেন শাস্তিবিধান ॥
রাজার ইচ্ছায় সব হয়, কর্ম্মচারী কিছু নয়।
যে জান্তে তাঁরে পায়, স্বয়ং করে নিবেদন ॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

জীবন সংগ্রাম জেন, অতীব ভীষণ।
নির্গম কৌশল না জানিলে, নিশ্চয় পতন ॥
সংসার সমরাঙ্গণে, রণ করে প্রাণপণে।
কেহ ব্যর্থ হ'য়ে উদ্যমে, ক্ষেত্রেতে করে শয়ন ॥
বিপক্ষ ল'য়ে সাপক্ষ, জীবেরে করে যে লক্ষ্য।
বৃত্তি শর লক্ষ লক্ষ, মারে যে ক'রে সন্ধান।
যদি জীব সতর্ক হ'য়ে, বিজ্ঞান বর্ম্ম লয় ঢাকিয়ে।
তখন আর তার হৃদয়ে, করে না বাণ বর্ষণ ॥
পঞ্চ ইন্দ্রিয় যড়রিপু, ঘেরিয়া ফেলে যে বপু।
জীবে ক'রে ফেলে কাবু, ক'রে তারে হতজ্ঞান।
অন্তরে ঐশ্বরিক বল, জীবের হয় যে সম্বল।
করিয়া কর্ম্ম কৌশল, ব্রহ্মাস্ত্র করে সাধন ॥
রিপু সব জয় করে, বিজয় ধ্বজা দেয় উড়ায়ে।
অক্ষুণ্ন আত্মারে ল'য়ে, ব্রহ্মপুরে করে গমন ॥

বেহাগ খাম্বাজ—ঢিমা।

অরণ্যে কিসের জন্যে, বসিয়া আছ এখন।
বাহিরে যাবার তরে, কর পথ অন্বেষণ॥
গভীর বিজন বন, ঘেরিয়া রেখেছে তম।
পদে পদে হবে ভ্রম, না পেলে পথ সন্ধান॥
একাকী এসেছি বনে, কেহ নাহি আসে সনে।
কেহ না যাইবে সঙ্গে, একাকী কর্‌বে গমন॥
নানা বর্ণের ফল দেখিবে, মন মুগ্ধ তায় হইবে।
আস্বাদন যদি করিবে, ভুগিতে হবে পুনঃ পুনঃ॥
বিটপী যে অজগরে, দেখ রহিয়াছে ঘেরে।
গরল উদ্গার করে, জ্বর জ্বর কর্‌বে প্রাণ॥
সতত সতর্ক রবে, কণ্টক পায়ে বিঁধে যাবে।
বিষম কষ্ট পাইবে, অন্তর হবে দহন॥
যদি থাকে তোমার জ্ঞান, পথের কর সন্ধান।
বিষময় জেন অরণ্য, কর শীঘ্র পলায়ন॥

খাম্বাজ—একতালা।

মদমত্ত কুঞ্জরে, এ সংসার পিঞ্জরে রেখেছে যে ঘেরে।
দেহ শৃঙ্খলেতে, বাঁধিয়ে পায়েতে, রেখেছে বদ্ধ ক'রে।
হস্তিদল বদ্ধ হ'য়ে, পরিজন সঙ্গে ল'য়ে।
ভবারণ্যে বেড়ায় ঘুরে, আহার সন্ধান করে॥
দিক্‌বিদিক্ নাহি জ্ঞান, করে কেবল পর্য্যটন।
করতে ধন উপার্জ্জন, না জানে কাহার তরে॥

কামিনীর কণ্ঠস্বরে, বিদ্ধ হ'য়ে পঞ্চশরে।
আবর্ত্তে আসিয়া পড়ে, শেষেতে হারায় জ্ঞান॥
এ হেন অরণ্য হ'তে, চাই আমি পলাইতে।
স্থির করেছি মনেতে, চ'লে যাব যাত্রা ক'রে॥

ভৈরব—ঢিমা।

দাও হে আমারে শক্তি, করিবারে রণ।
সসাজে সম্মুখে, দেখ দাঁড়ায়ে শমন॥
রথ যে আমার ছিল, কালবশে জীর্ণ হ'ল।
চক্র আর না চলিল, নেমি যে হইল ভগ্ন॥
শমনের দূতগণ, করিয়া অগ্রে আগমন।
করিতেছে আক্রমণ, ছাড়ে না কর্ত্তে পীড়ন
এখন করেছি মনে, ব্রহ্মকবচ পরিধানে।
অন্তরে পূরে তত্ত্বজ্ঞানে, রক্ষা করিব জীবন॥
এবার ভেবেছি সার, কর্‌ব আমি আত্মসার
ডাক্‌ব আমি পরাৎপর, ভয়ে পালাবে শমন

হাম্বির—কাওয়ালী।

জগতে মানব আসে, জ'য়ে ভাব ভিন্ন ভিন্ন।
আকৃতি প্রকৃতি, ভেদ কে করে তার গণন।
সত্ত্ব রজ তম গুণে, সৃষ্টি হয় তার বৈষম্যে।
গুণেরই তারতম্যে, স্বভাব হয় গঠন॥
সত্ত্বাধিক যদি হয়, দৈবীভাব তাতে রয়।
প্রবৃত্তি তাতে পায়, ধর্ম্মে সদা রহে মন॥

রজঃ গুণ অধিক হ'য়ে, আসুরিক ভাব ল'য়ে।
জন্মে বিশ্বে আসিয়ে, দম্ভ দর্প হয় প্রধান ॥
আসক্তি বিষয়ে হয়, পরপীড়নে সদা রয়।
আপনারে শ্রেষ্ঠ কয়, হয় না পবিত্র জ্ঞান ॥
তমঃ হ'লে প্রধান, হয় রাক্ষস ভাবাপন্ন।
পরানুষ্ঠে সদা মন, হিংসায় রত সর্ব্বক্ষণ ॥
কর্ম্মফলে জন্ম হয়, আপনায় গ'ড়ে লয়।
সেই মত কার্য্য হয়, হয় না তার বৈলক্ষণ্য ॥
উত্তম সংসর্গ হ'লে, ভাল সে শিক্ষা পাইলে।
পবিত্র কর্ম্ম করিলে, ভাবের হয় পরিবর্ত্তন ॥

ভৈরবী—একতালা।

ত্যাজ ত্যাজ ওরে জীব ত্যাজরে অভিমান।
হৃদয়ে তাহারে কভু, দিবেনারে স্থান ॥
সত্ত্ব রজ তম গুণে, মহত্তত্ত্ব অহংকার আনে।
চিত্ত বুদ্ধি আর মনে, আত্মবিম্ব হয় পতন ॥
অধ্যাসে আনে জীব জ্ঞান, ভাব আসে পর আপন
দেহে করে আত্ম জ্ঞান, হয় যে বিষম ভ্রম ॥
আমিত্ব কালিমা পড়ে, আমার·আমার করে।
চায় সব ধরিবারে, ভুলে সে পরমাত্মন ॥
দেহ যে ক্ষণভঙ্গুর, না রহিবে চিরকাল।
অবিনাশি আত্মা হ'ল, করেনা কভু শরণ ॥
অভিভূত অভিমানে, কর্ত্তৃত্ব দেয় আপনে।
যন্ত্র মাত্র নাহি জানে, বাজে বাজান যেমন ॥

যাঁর ইচ্ছায় কর্ম্ম কর, মনে নাহি তাঁরে কর।
মনে অহঙ্কার কর, কর তুমি সর্ব্বক্ষণ ॥
থাকিতে যে অভিমান, মুক্তি পাবেনা কখন।
আত্মায়,কর শরণ, সকলই তাঁহার জান ॥
দম্ভ অভিমান ত্যাজ, তাঁহারে সতত ভজ।
তিনি করেন বিরাজ, দিয়াছেন দেহ প্রাণ ॥

টোড়ি—তেওরা।

সংসার ঘোর অন্ধকার মাঝে, করিতেছ ভ্রমণ।
আসিতেছ যাইতেছ, না জান তোমার চরম ॥
কত সাজ সাজিতেছ, রাজা হ'য়ে বসিতেছ।
নাম যশ লভিতেছ, করিয়ে রাজ্যশাসন।
কভু ফকিরেরই বেশে, ঘুরিতেছ দেশ-বিদেশে।
ভিক্ষা করি অবশেষে, করিছ উদর পূরণ ॥
কভু কামিনী কাঞ্চনে, রক্ষা কর প্রাণপণে।
ক্রোড়ে রাখ অতি যতনে, কভু না কর বর্জ্জন ॥
সংসার কর্ম্মের স্থান, কর্ম্ম কর ক'রে যতন।
স্বার্থে না রাখিয়া মন, কর ক'রে নিঃস্বার্থ মন ॥
কভু রাজা কভু ফকির হ'য়ে, বেড়াও সংসারে আসিয়ে।
কখন তির্য্যগ হ'য়ে, কর তুমি বিচরণ ॥
কর্ম্ম করিবে যেমন, ফল পাইবে তেমন।
তেমতি হইবে জনম, নিশ্চয় ক'রে মনে জান ॥
শুন শুন ওরে মন, কামনা করিয়া বর্জ্জন।
সঞ্চয় যাতে হয় পুণ্য, কর্ম্ম করিবে তেমন ॥

কর্ম্মেতে জন্মায় জ্ঞান, জ্ঞানেতে হয় ভক্তি উপার্জ্জন।
একাধারে হ'লে ভক্তি জ্ঞান, হ'লে হয় সার্থক জীবন॥

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা।

ওরে মন, আর ভুগিবি কতদিন বুঝিতে না পারি।
যমদূত ব্যাধি জরা, ঘেরেছে বপু তোমারি॥
এত দর্প দম্ভ ছিল, সে সব এখন কোথায় গেল।
দেহ হীনবল হ'ল, মনের বল নিল হরি'॥
এখন দণ্ড হ'ল সার, দাঁড়াও তাহে দিয়ে ভর:
তাতেও নাহিক পার, তুলিছে তোমারে ধরি'॥
চক্ষে দেখ অন্ধকার, জ্যোতিহীন হ'লো তার।
দেখিতে না পাও আকার, অশ্রু বহে আঁখি পরি॥
জ্বরেতে হও জ্বর জ্বর, পীড়িত হয় উদর।
পদে দিতে না পার ভর, কাঁপ দিবস শর্ব্বরী॥
চলিতে নাহিক শক্তি, শয্যায় কেবল অনুরক্তি।
বসিবার নাহি শক্তি, থাক সদা শয়ন করি॥
এখন শোনরে মন, ভাব সদা নারায়ণ।
তাঁহার কররে ধ্যান, রেখনা রতি সংসার পরি॥
যাঁর জন্যে এ সংসারে, বেড়াইতেছ কর্ম্ম ক'রে।
এখন ছাড়িতে তাহারে, হইবে তোমায় শীঘ্র করি'
কেন কর হায় হায়, সবই কর্ম্মফলে হয়।
এখন কর্ম্ম করি' লয়, যাও তুমি ব্রহ্মপুরী॥

বেহাগ—ধামার।

দেহেরি উপরে কভু, ক'র না বিশ্বাস।
চিরদিন রক্ষা হবে, না পাবে আশ্বাস॥
যতই করনা যতন, যতই হও না সাবধান।
কালের করাল বদন, নিশ্চয় করিবে গ্রাস॥
এই কান্তি পুষ্টি কলেবর, যার এত অহঙ্কার।
বিকৃতি হইবে আকার, বন্ধ হইলে নিশ্বাস॥
সত্ব রজ তম গুণ, ক'রে পঞ্চভূত আকর্ষণ।
করেছে গৃহনির্ম্মাণ, প'ড়ে যাবে ঝড় বাতাস॥
অস্থি রক্ত মাংস চর্ম্ম, করেছে ঘরের আচ্ছাদন।
বহিলে প্রবল পবন, উড়ে যাবে এক নিশ্বাস॥
শ্মশানে ল'য়ে যাবে, অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিবে।
এ দেহ অঙ্গার হবে, থাকিবে ভস্মাবশেষ॥
অতএব বলি শুন, ত্যাজ দম্ভ অভিমান।
পরমাত্ম কর চিন্তন, আত্মার না হবে নাশ॥

কালেংড়া– কাওয়ালী।

কি কঠিন মায়াজাল, না হয় ছেদন।
করিতেছি কত চেষ্টা, না খোলে তার বন্ধন॥
কি সূত্রে গেঁথেছে জাল, বুঝিতে না পারি ভাল।
নাহি তার কালাকাল, সতত দিতেছে টান॥
জাল শক্ত করিবারে, কাঁটি পরায়েছ তারে।
ছিন্ন করি কি প্রকারে, পাইনা তার সন্ধান॥

কূলে বসি' স্বেদ ধ'রে, টান দিতেছ আমারে।
না জানি আমি কি প্রকারে, স্থির রাখিব মন ॥
ছট্‌ফট্‌ করিতেছি, ছিঁড়িতে না পারিতেছি।
নির্জীব হ'য়ে প'ড়ে আছি, রেখেছে করি' বন্ধন ॥
জালে রঙ রঞ্জিত ক'রে, রেখেছ আমায় ধরিবারে।
রঙ দেখে তাহে প'ড়ে, খোয়াইলাম জীবন ॥
সোলা কাষ্ঠ বেঁধে জালে, ভাসাইয়া রেখেছ জলে।
জীব প'ড়ে কর্ম্মফলে, হারাইয়া ফেলে জ্ঞান ॥
দারা সুত পরিজন, হয় সে জালেরই সম।
বিষয় কাঁটি আছে, বন্ধন ধরিবারে জীবগণ ॥
মোহময় এ সংসারে, মায়াজালে আছে প'ড়ে।
অজ্ঞানী জীবেরে ধ'রে, জ্ঞান তার করে হরণ ॥
অতএব বলি শুন, তাঁরে সদা কর ধ্যান।
থাক্‌বে না মায়াবন্ধন, পাইবে রে তত্ত্বজ্ঞান।

কেদারা—ঢিমা।

আর থাকে না যে এ প্রাণ।
শমন দূত আসি করিছে পীড়ন ॥
জরা নারী বেশ ধ'রে, আমায় আলিঙ্গন ক'রে।
বল বুদ্ধি সব হরে, ক্রমে হরিতেছে জ্ঞান।
কাল যবন সৈন্য ল'য়ে, প্রবেশিল মম গেহে।
বাঁচাব তায় কি উপায়ে, না পাই করি চিন্তন ॥
যে দশ জন ভৃত্য ছিল, তারাও ক্রমে পলাইল।
দেখি সবে ছেড়ে দিল, আমার ভবন ॥

নবদ্বার যে হর্ম্ম্য ছিল, তাও ক্রমে জীর্ণ হ'ল।
দ্বার ক্রমে বুজে গেল, নাহি প্রবেশের স্থান ॥
গৃহের পরিখা যত, হইল ক্রমে সঙ্কুচিত।
কালবশে হয় পতিত, কেহ না করে রক্ষণ ॥
কালান্তক বহে পবন, অট্টালিকা হয় কম্পন।
নাশিল সব উপবন, হইল সবে পতন ॥
পঞ্চফণা বিস্তারে, নবদ্বার রক্ষা করে।
নাগ কূর্ম্ম আদি ক'রে, করে এখন প্রস্থান ॥
প্রাণ আর অপান, একত্রে হয় মিলন।
করে বেগ ধারণ, ফেলিয়া দিবে ভবন ॥
গৃহকর্ত্রী বুদ্ধি ছিল, সময় পেয়ে পলাইল।
আমারে আর না দেখিল, না ফিরালে নয়ন ॥
গৃহের যে ছিল স্বামী, যে করিত আমি আঁমি।
তিনি ছিলেন অন্তর্যামী, করিলেন এবে পলায়ন ॥
শূন্য গৃহ প'ড়ে রয়, কেহ নাহি দেখে তায়।
যে মমতা যেবা স্নেহ, কালবশে হ'ল হীন ॥

বেহাগ—ধামার।

কেন কর এ দেহের এত অহঙ্কার।
দিন দিন হয় ক্ষীণ, শেষে হইবে সংহার ॥
এই যে কান্তি পুষ্টি ছিল, সে দেখ কোথায় গেল।
সকলই কালে হরিল, কালে হরে কলেবর ॥
যবে মাতৃগর্ভে ছিলে, ভাব কি কষ্ট পাইলে।
শিশুতে বিষ্ঠা মাখিলে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কর চীৎকার ॥

পরে যৌবন আসিলে, কাম কাঞ্চনে মাতিলে।
ধরাকে সরা দেখিলে, গর্ব্বে পদক্ষেপ কর॥
ক্রমে বার্দ্ধক্য আসিল, ইন্দ্রিয় বিকল হ'ল।
হীন হ'ল মনের বল, জরা ধরিল ক'রে জোর॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

কেন ভবে আসিয়াছ, করিতে ভ্রমণ।
আছে মহা কালকূট, করিবে দংশন॥
বাসনা আশীবিষ, ঢালিবে তোমায় বিষ।
যন্ত্রণা পাবে অশেষ, শেষে যাইবে জীবন॥
আসক্তি বিছা কামড়, হইবে তুমি অস্থির।
বিষয় মদেতে তায়, হইবেরে অবসন্ন॥
ঈর্ষা দ্বেষ হ'য়ে ভূত, করিবে তোমায় অভিভূত।
হবে তুমি সংজ্ঞাহত, হারাইবে তত্ত্বজ্ঞান॥
মনে তৃষ্ণা দাবানল, জ্বলে পেয়ে আশানিল।
নাহি মনে কালাকাল, দিবানিশি করে দহন॥
অতএব বলি শুন, শীঘ্র কর পলায়ন।
বাঁচাও আপন প্রাণ, করি' ব্রহ্মজ্ঞান বারি সিঞ্চন॥

সুরটমল্লার—কাওয়ালী।

দেখ দেখ ওরে জীব খুলিয়া নয়ন।
এ সংসার যে হয়, মহান শ্মশান॥
বদন ব্যাদান ক'রে, কাল সব গ্রাস করে।
কেহ না এড়াতে পারে, তার ভীষণ দশন॥

ধ'রে ক্ষুরধার অসি, স্থাবর জঙ্গম নাশি'।
ফেলিছে জীবেরে গ্রাসি', করিছে তায় চর্ব্বণ॥
কিবা অণু, কি মহত, কিবা সূক্ষ্ম, কি বৃহৎ।
সকলই ক্যালে হয় হত, পূর্ণ হ'লে তারই দিন॥
কি বালক, কিবা বৃদ্ধ, অপবিত্র কিবা শুদ্ধ।
সকলই নিয়মে বদ্ধ, প্রবেশে কাল বদন॥
কালেতে সৃজিত হয়, কালেতে পুষ্টি পায়।
কালেতে যে হয় লয়, জগতেরই হয় নিয়ম॥
কাল চূর্ণ বিচূর্ণ করে, ভূপৃষ্ঠেতে গিরিবরে।
ক্ষুদ্র বৃহৎ মহীরুহে, করিতেছে ছেদন॥
কালচক্র সুদর্শন, ঘুরিতেছে রাত্রদিন।
করিতেছে সবে ছেদন, সব হতেছে সংজ্ঞাহীন॥
মনেতে দেখ ভাবিয়ে, কঙ্কাল রয়েছে পড়িয়ে।
সৃজন পঞ্চে মিশিয়ে লয় যবে হয় ভিন্ন॥
অতএব বলি শুন, মনে ক'রো না অভিমান।
কালবশে জীবগণ হারাইবে জীবন॥
কালের যে নয় অধীন, তাঁহারে কর রে ধ্যান।
সংসার হবেনা শ্মশান, দেখিবে পরমাত্মন॥

সুরটমল্লার—কাওয়ালী।

ঘোর জীবন সংগ্রামে, কি ক'রে পাব পরিত্রাণ।
মাতৃশক্তি না পাইলে, নিশ্চয় যাইবে প্রাণ॥
ষড়রিপু ইন্দ্রিয়গণ নিচয়ে, এসেছে রণে সাজিয়ে।
অজ্ঞান তিমির পেয়ে, করিছে স্বেচ্ছায় ভ্রমণ॥

বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার, করিছে ভীষণ হুঙ্কার।
পেয়ে অবিদ্যার অন্ধকার করিতেছে রে আক্রমণ॥
প্রবৃত্তি আসক্তিদ্বয়, ঘেরেছে আমারই দেহ।
বাসনা হইয়ে প্রবল, নাশিবে আমার প্রাণ॥
ঘোর মায়া ইন্দ্রজাল, মনাকাশ আচ্ছাদিল।
জ্ঞান-চক্ষের জ্যোতি গেল, মোহ করিল আচ্ছন্ন॥
কল্পনা ক'রে কল্পনা, করেছে ব্যূহ রচনা।
আশারে ক'রে প্রধানা, সেনা ল'য়ে করে রণ॥
আত্মরক্ষা করিবার তরে, শমদমে সঙ্গে ক'রে।
নিবৃত্তিরে করে ধ'রে, জ্বালাইব জ্ঞানাগুন॥
বিবেক বৈরাগ্য লব টেনে, মিশাইয়ে যম নিয়মে।
ডেকে লব তত্ত্বজ্ঞানে, থাকিব হ'য়ে আত্মারাম॥

বেহাগ—একতালা।

উঠ উঠ রে জীব, ফুরাইল তোমার দিন।
দেখ না তোমারই দ্বারে, দাঁড়ায়ে শমন॥
এখন রে একবার, নাম লও মায়ের।
দয়াময়ী নাম তাঁর, দয়া করিবেন বরিষণ॥
মায়া মোহেতে ঘেরে, রহিলে রে এ সংসারে।
না জানি আত্ম পরে, রহিলে ল'য়ে পরিজন॥
তাদের সন্তোষ করিবারে, প্রাণ ওষ্ঠাগত ক'রে।
আজীবন খেটে ম'রে, কি হইল বল এখন॥
কষ্ট যাদের কারণ, মায়াবশে ভাব আপন।
করিবেনা তারা যতন, জরায় হ'লে অক্ষম॥

এই যে সব পরিজন, যে অবধি আছে প্রাণ।
সম্বন্ধ রাখে ততদিন, ম'লে করিবে না স্মরণ॥
অতএব সাবধান, চিনে লও যে আপন।
তাঁরে দাও,মনপ্রাণ, করিবে না দুঃখ বহন॥
করিলে মায়ে দরশন, ফিরে হবে না জনম।
পাইবে মুক্তি নির্ব্বাণ, স্পর্শিয়ে রাঙাচরণ॥

খাম্বাজ— কাওয়ালী।

ডুব না মজ না মন, কামিনী কাঞ্চনে।
হও না কখন বদ্ধ, রূপেরই লাবণ্যে॥
কামিনীরই দেহ পুষ্ট হেরিয়া মন হয় তুষ্ট।
শেষেতে হইবে নষ্ট, মনেতে রাখিও জেনে॥
দেখ যে সোণার বরণ, সেটা কেবল চক্ষের ভ্রম।
রূপেরই স্থান হয় নয়ন, বস্তুতে নাহিক কদাচনে॥
দেখ যে সুন্দরী নারী, ভুলিছ রূপেতে তারি।
রাখে মন মুগ্ধ করি, রাখ মরীচিকা জেনে॥
লও তুলে চর্ম্ম তার, তখন দেখিবে যে আকার।
দেখিতে না চাহিবে আর, বীভৎস হবে দরশনে॥
রাখ তার মাংস লয়ে, শিরা কেশ চক্ষুদ্বয়ে।
অস্থি মাত্র থাকবে র'য়ে, ভয় হবে হেরিতে নয়নে॥
যদি দেখিবারে চাও, শ্মশানেতে চ'লে যাও।
তখন দেখিবে চিতায়, নাহিক সে রূপ যৌবনে॥
নাহি তার কেশপাশ, আর নাহি মৃদুহাস।
ধ'রে নাই মায়ার পাশ, ফেলিতে রূপেরই বন্ধনে॥

অতএব যেন মনে, ভুলিবেনা কামিনী কাঞ্চনে।
ভ্রম কেবল দরশনে, ত্যজিবে তায় অনিত্য জ্ঞানে

মিশ্রপিলু—আড়খেমটা।

ওরে জীব উড়াও বিজয়-ধ্বজা, আপনারে ক'রে জয়।
নাশিয়ে রিপুগণে, দাও বীরত্বের পরিচয়॥
মনে মন্থ দণ্ড ক'রে, মন্থ হৃদি সরোবরে।
উঠাও অমৃত তায়ে, যাতে অমর হয়॥
অহং ঘূর্ণী আছে জলে, জীবে লয় সে অতলে।
বাসনা বাতাস পেলে, আবর্ত্তে সে ঘুরায়॥
অবিদ্যা মলাকারে, দূষিত করে সরোবরে।
বৈরাগ্য নির্ম্মাল্য তারে, দিয়ে স্বচ্ছ ক'রে লও॥
আসক্তি ক'রে বিসর্জ্জন, কর সংসারে ভ্রমণ।
ক'রে স্বরূপ দরশন, পরমেতে মিশাও॥
না দিবে স্বার্থেরে স্থান, জগতেরে এক জেন।
পরদুঃখে মুগ্ধ মন, কাঁদিতে শিখাও॥
আত্মার যিনি আত্মন, ক'রে তাঁরে দরশন।
ক'রে তুমি আত্মা দরশন, জীবন-মুক্ত হ'য়ে রও॥
কামনা রহিত হ'য়ে, বেড়াও কর্ম্ম করিয়ে।
বদ্ধ তাহে না হইয়ে, ফল পাইবেরে তায়॥
মনে কর তাঁর ধ্যান, হবে আত্ম দরশন।
আসিতে হবে না পুনঃ, মুক্তি তবে পেয়ে যাও॥

বেহাগ—একতালা।

মায়া আর ঘের না, আমারে।
আজীবন রেখেছ তুমি, আমায় অন্ধকারে॥
আছে আমার জ্ঞান নয়ন, ফুটিল না তাহা কখন।
দিয়ে মোহ অঞ্জন, রাখিলে রে অন্ধকারে॥
দারাসুত পরিজন, কেহ নয় রে আপন।
করেছ এমন বন্ধন, নাহি পারি ত্যজিবারে॥
চক্ষে দিয়ে আবরণ, ঘুরাইছ রাত্রদিন।
তুষিবারে পরিজন, ডুবিছে অতল সাগরে॥
সুখ পাইবার আশে, সংসার সমুদ্রে ভাসে।
নিরাশে তাহারে গ্রাসে, ধরে আসি কুম্ভীরে॥
ওরে মায়া তোরে করি এই মিনতি, করযোড়ে করি স্তুতি।
দাও আমায় অব্যাহতি, অন্তর ছেড়ে যাঁওরে অন্তরে॥

খাম্বাজ—একতালা।

আর যাতনা সহেনা, মরিরে প্রাণে।
না জেনে, না শুনে, মনের আকিঞ্চনে, জ্বেলেছি আগুনে॥
সংসার-দাবানলে, সদা মনপ্রাণ জ্বলে।
কিন্তু সে মায়ারই জালে, রেখেছ করি' বন্ধন॥
ত্রিতাপে হতেছি দহন, ওষ্ঠাগত হ'ল প্রাণ।
সংশয় হয় জীবন, সহিতে না পারি জ্বলন॥
যদি জ্বালা এড়াইতে চাও, তাঁহারি শরণ লও।
যদি তাঁহার কৃপা পাও, ভবে আর না হবে জনম॥

গৌরী—ঝাঁপতাল।

ভবারণ্য মাঝে জীব, এসেছ করিতে ভ্রমণ।
পথ জ্ঞান না থাকিলে, পদে পদে হইবে পতন॥
পদক্ষেপে সাবধান, কণ্টকে আবৃত বন।
ঘোরে হিংস্র জন্তুগণ, করিতে তোমায় আক্রমণ॥
কামরূপী অজগরে, রাখিবে তোমারে ঘেরে।
দংশিলে বিষেরই জ্বরে, করিতে চিত্তেরে আচ্ছন্ন॥
ক্রোধ ব্যাঘ্র এসে প'ড়ে, ল'য়ে যাবে তোরে ধ'রে।
তোমায় রেখে অন্ধ ক'রে, বধিবে তব পরাণ॥
লোভ মর্কট এসে শেষে, তোমারে ফেলিবে পিসে।
নিরাশ আসি অবশেষে, করিবে তোমায় সংজ্ঞাহীন॥
মোহ ভল্লুক এসে পরে, হৃদয় ফেলিবে চিরে।
ল'য়ে গিয়ে অন্ধকারে রুধির করিবে শোষণ॥
মদ মত্ত করী আসিবে, তোমায় শুণ্ডে জড়াইবে।
ভূমিতে ফেলিয়া দিবে, পদাঘাতে হারাইবে প্রাণ॥
মাৎসর্য্য বৃষ শেষে আসি, শৃঙ্গেতে ফেলিবে পিসি'।
ছিন্ন ক'রবে তোমার পৈশী, নিশ্চয় নাশিবে প্রাণ॥
যদি বাঁচাতে চাও প্রাণ, শীঘ্র কর পলায়ন।
জ্বাল জ্ঞান হুতাশন, তাতে পাবে পরিত্রাণ॥
মন সংযম ক'রে, প্রজ্ঞা বর্ম্মে দেহ ঘেরে।
তত্ত্ব জ্ঞান অসি ধ'রে, পশুচয়ে করিবে বলিদান॥
থাকিবে না আর ভয়, হইবেরে সর্ব্বজয়।
পাইবেরে বাণী অভয়, অরণ্য হইবে মোক্ষধাম॥

খাম্বাজ—ধামার।

ওরে জীব কি স্বভাব, তোমার করি দরশন।
ধাইছ কেবল তুমি ভোগেরই কারণ॥
ভোগের নাহিক শেষ, কেবল খোঁজ ভোগ বিলাস।
তৃপ্তি না হয় শেষ, মনে নাহি কর ধারণ॥
যত তুমি ভোগ করিবে, ভোগ তৃষ্ণা তত বাড়িবে।
শান্তি কভু না পাইবে, মনেতে নিশ্চয় জেন॥
ছাড় ছাড় ভোগ ছাড়, নিবৃত্তি আশ্রয় কর।
পাবে সুখেরই আকর, লহ করিয়া খনন॥
প্রবৃত্তিতে নাহি সুখ, অন্তিমে নিশ্চয় দুঃখ।
পেতে চাও যদি সুখ, ভোগ তৃষ্ণায় রেখ না মন॥
স্বার্থেতে মুগ্ধ হ'য়ে, সংসারে বেড়াও ঘুরিয়ে।
স্বার্থে বিসর্জ্জন দিয়ে, শান্তিসুখ কর ভুঞ্জন॥
বিষয়ে অমৃত জ্ঞানে, অবসন্ন হ'য়োনা মনে।
আনন্দ পাবে না প্রাণে, ভোগে যদি দাও স্থান॥
অতএব বলি শুন, ভোগেতে দিও না মন।
পাইবে সেই পরম ধাম, যদি ভাব সে চরণ॥

বেহাগ—চৌতাল।

স্থির মনে ভাব জীব, তোমার অন্তিম।
কালচক্রে ঘুরিতেছে, তোমার জীবন॥
অনাদিকাল হইতে, আছ তুমি বীজরূপে।
হইবে আসিতে যাইতে, না পেলে মুক্তি নির্ব্বাণ॥

অন্ধকারে মাতৃগর্ভে, ঊর্দ্ধ হ'য়ে নাড়ী মুখে।
শেষে এসে অধোমুখে, দেখিলে এ ভুবন॥
যখনি আলো দেখিলে, মহামায়ায় ঘেরে নিলে।
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্ম ভুলিলে, যখনি করিলে ক্রন্দন॥
শিশুতে বিষ্ঠা মাখিলে, ক্ষুধাতে রোদন করিলে।
তৃষ্ণায় চীৎকার করিলে, জ্ঞান না হইল তখন॥
পরে যৌবন আসিলে, মত্ত হ'লে অহঙ্কারে।
কামিনী কাঞ্চনে ক্রোড়ে ক'রে, হইলে অজ্ঞান॥
ক্রমে বার্দ্ধক্য আসিল, ইন্দ্রিয় সব বিকল হ'ল।
ক্রমে গেল মনের বল, ক্রমে এল মরণ॥
সকলই ত্যজিয়ে যাবে, এ জীবন কোথায় রবে।
ছাড়িয়ে বন্ধু বান্ধবে, করিতে হবে গমন॥
অতএব কর সাঁর, ভাব সেই পরাৎপর।
হ'য়ে তুমি নির্ব্বিকার, ত্যজরে এ জীবন॥

ভীমপলশ্রী—খৎ।

যদি চাও দুঃখ করিতে নিবারণ।
বিবেক বৈরাগ্য ল'য়ে, কর জ্ঞান উপার্জ্জন॥
পাইতে হইলে জ্ঞান, কর যোগ সাধন।
সমর্পিয়ে মন প্রাণ, কর নিয়ম যেমন॥
যম নিয়ম আসন, প্রত্যাহার আর প্রাণায়াম।
ধারণা আর কর ধ্যান, সমাধি হইবে তখন॥
সমাধি হইলে পরে, পাবে আত্মা দেখিবারে।
সংসার আসক্তি যাবে দূরে, জ্বলিবে না আর হুতাশন॥

আত্মা হয় জ্ঞানময়, যদি তোমার জ্ঞান হয়।
নিশ্চয় পাইবে তাঁয়, হেরিবে তাঁরে জ্ঞান নয়ন ॥
নির্ব্বাণ হইয়া যাবে, সুখ দুঃখ না থাকিবে।
জনম আর নাহি হবে, রবে হ'য়ে আত্মারাম ॥

পরজবাহার—একতালা।

অধৈর্য্য হতেছে মন, প্রবোধ আর নাহি মানে।
না জানি কবে পাব, সে অমূল্য ধনে ॥
করিতেছি সদা জপ, করিতে ক্ষয় মম পাপ।
যাতে আর না পাই তাপ, চেষ্টা করি প্রাণপণে ॥
কিন্তু যে আমারই মন, হ'য়ে আছে এত মলিন।
করিতে স্বচ্ছ দর্পণ, পারিনা যে রাত্রদিনে ॥
মন স্বচ্ছ না হইবে, কিরূপে তাঁহারে পাবে।
সব চেষ্টা মিথ্যা হবে, পবিত্র না হ'লে মনে ॥
মনেরে বিশুদ্ধ ক'রে, রাখ তাঁরে ধ্যানে ধ'রে।
তবে সে অমূল্য ধনেরে, পাইবে রাখিলে যতনে ॥
অতএব ধৈর্য্য ধর, সে ধনে সন্ধান কর।
খোঁজ গিয়ে সাগর, মিলিবে তথা সে রতনে ॥

ললিত—একতালা।

জাননা জাননা জীব, তোমার কি চরম।
সকলই ত্যজিতে হবে, আসিলে শমন ॥
দারাসুত পরিজন, যার জন্য প্রাণপণ।
ক'রে কর উপার্জ্জন, সে তোমায় দিবে বিসর্জ্জন ॥

নাম যশেরই তরে, যাইছ সাগর পারে।
কভু উঠ গিরি-শিখরে, না ভাব নিজ জীবন॥
যবে কাল পূর্ণ হবে, কোথায় তুমি চ'লে যাবে।
কেহ আর না আসিবে, যারে বলরে আপন॥
কখন বা ব্যোমযানে, উঠিতেছ রে গগনে।
না মানিয়া পবনে, করিতেছ ভ্রমণ॥
কখন বা জলযানে, প্রবৃত্ত হইছ রণে।
মারিতেছ শত্রুগণে, না দেখ নিজের প্রাণ॥
কখন প্রকাশি' বিক্রম, করিতেছ ঘোর রণ।
মদগর্ব্বে না দেখ প্রাণ, কি হবে তোর অন্তিমে॥
অনিত্য নামেরই তরে, ধর গিয়ে অজগরে।
জাননা তারই গরলে, হারাইবে প্রাণ॥
অতএব তত্ত্ব ধর, প্রজ্ঞারে আশ্রয় কর।
স্বপ্রকাশে ধ্যান ধর, তাতেই হইবেরে লীন।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ভেবনা ভেবনা জীবি রবে তুমি চিরদিন।
এ দেহ হতেছে ক্ষয়, দেখনা রে সর্ব্বক্ষণ॥
আসিতেছে রবিসুত, পাঠায়েছে নিজদূত।
ব্যাধি জরা অবিরত, করিতেছে পীড়ন॥
কাল চক্রেরই বশে, কোথায় যাইবে ভেসে।
অনন্ত সাগরে শেষে, হইয়া যাইবে লীন॥
তব সত্তা না থাকিবে, পঞ্চভূতে মিলে যাবে।
পঞ্চে পঞ্চ মিশাইবে, রবে না আর সন্ধান॥

যতই যতন কর, প্রাণপণে যতই ধর।
কালেরই করাল কর, করিবে দৃঢ় বন্ধন॥
দারাসুত পরিজন, যার জন্য দাও প্রাণ।
আসিবেনা তারা তখন, করিবে না আর স্মরণ॥
দেহেরই হইবে নাশ, আত্মা রবে অবশেষ।
ছিন্ন করি' মায়াপাশ, কর তাঁরে পরিত্রাণ।

মিশ্র ভৈরব—একতালা।

যাও যাও জীব, যথায় তোমারই স্থান।
কি করিছ হেথায়, বসিয়া তুমি এখন॥
অনাহত শব্দ শোন, অজপা নিশ্বাস ঘন।
প্রাণ রাখিয়াছে পবন, হইয়া সদা কম্পন॥
তোমার এ দেহ মন, চিত্ত আর অহংজ্ঞান।
সদা হয় পরিবর্ত্তন, অস্থির হয় অনুক্ষণ॥
ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়, সুষুম্নায় রেখে মাঝায়।
মূলাধারে যুক্ত হয়, মুক্ত হয় ব্রহ্ম স্থান॥
পঞ্চবায়ু পঞ্চকোষ, এসেছে হ'তে আকাশ।
দেহ করিয়া প্রকাশ, দিয়াছে তাহে জীবন॥
পঞ্চভূত হ'য়ে মিল, তব দেহ মন গড়িল।
উপস্থিত হ'লে কাল, সবে করিবে প্রস্থান॥
ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড দেহ হয়, ঘটাকাশে প্রাণ রয়।
সময়েতে মিশে যায়, মহাকাশে হয় লীন॥

জন্ম মৃত্যু নাই তোমার, এসেছ দেখিতে সংসার
দেখেছ দুঃখ পারাবার, যাও নিজ নিকেতন॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

ডুবিল ডুবিল হাথ, জীবন তপন।
ঘোর তিমির আসি, ঘেরিল নয়ন॥
জ্ঞানসূর্য্য অস্ত গেল, ইন্দ্রিয় কিরণ জাল।
পাইয়া তাহারা কাল, হইল নির্ব্বাণ॥
যে পঞ্চ বায়ু ছিল, একত্রে সবে মিলিল।
প্রাণ অপান সমান হ'ল, সবই হইল তেজহীন॥
জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় যত, কার্য্য করিতে হ'ল বিরত।
ব্যাধি জরা অবিরত, করিতেছে ক্ষীণ অনুক্ষণ॥
রুধির শিরায় হতেছে অচল, বায়ুযন্ত্রে নাহিক বল।
অঙ্গ সব হয় বিকল, ক্রমে অস্তমিত হয় জ্ঞান॥
মন চিত্ত অহঙ্কার, হ'ল সব অন্ধকার।
এক সূত্তা হাথে কেবল অন্তর, তিনি হন পরমাত্মন॥
মুখে বাণী নাহি সরে, অভেদ হয় আপন পরে।
দাঁড়ায়ে অনন্ত সাগরে, জীবন ব্রত হ'ল উদ্‌যাপন॥
মায়া মোহ নাহি ছাড়ে, দিলেও তাদের তাড়ায়ে।
লুকায়ে থাকে অন্তরে, সহজে না করে গমন
অতএব ধ্যান ধর, ভাব সেই পরাৎপর।
করিবেন তিনি উদ্ধার, না হইবে আর জনম॥

বাহার—একতালা।

ওরে মানস বিহঙ্গ, দেখে রঙ্গ প্রবেশিলে ভবারণ্য।
না বুঝে না ভেবে, কর ফল আস্বাদন॥
যে ফল খাইয়াছিলে, সে ফলে বনেতে এলে।
এখন সে ফল যে ভুঞ্জিলে, ভাল মন্দ নাই জ্ঞান॥
সংসার মহীরুহ পরে, দুইটি শাখা তায় বিস্তারে।
এক যায় উর্দ্ধাকারে, অপর করে নিম্নে গমন॥
যে শাখা উর্দ্ধেতে যায়, চারি ফল তাহে হয়।
সে ফলেরে যে বা পায়, হয় না তার জনম॥
নিম্নে যে শাখা আছে, রং বেরং ফল ফলেছে।
জীব মুগ্ধ তায় হয়েছে, যায় করিতে ভক্ষণ॥
সে ফল যেবা খায়, শান্তি কভু নাহি পায়।
আনন্দ কভু নাহি হয়, তৃষ্ণা তায় করে পীড়ন॥
আশা আসক্তি বাসনা, স্থির হ'তে কভু দেয় না।
তায় আবার কল্পনা, এসে দেয় যোগদান॥
সে ফল দিওনা মুখে, যদিরে থাকিবে সুখে।
মুক্তি রাখিয়া লক্ষ্যে, বৃক্ষে কর আরোহণ॥
সতত সতর্ক হবে, বুঝিয়া ফল খাইবে।
মায়াপাশে না পড়িবে, হারাবে না নিজ জ্ঞান॥

বাহার—একতালা।

সংসার সাগর, অতীব দুস্তর,
ভাব কি ক'রে যাইবে কূলে॥

বাসনা বাতাসে, লইয়ে তোমাকে,
ফেলিবে লয়ে, অকূলে॥
সে জলে, বহু ঘূর্ণ আছে,
ভয় হয়, পড় পাছে,
ঘুরাইয়ে ফেলিবে পিছে, পড়িবে তুমি অতলে॥
জলস্তম্ভ তাহে খেলে, শূন্যেতে লইয়া ফেলে,
সাবধান না হইলে, কখন না যাইবে কূলে॥
কুজ্ঝটিকা ঝড়ের মত, ডুবাইয়ে দেয় কতশত,
যদি না বুঝ নিজ হিত, হারাইবে প্রাণ অতলে ফেলে॥
থাক তুমি চরণ ধ'রে যেতে পারিবে পাল ভরে,
ভয় না থাকিবে সাগরে, অনন্তে যাইবে চ'লে॥

বসন্ত বাহার—একতালা।

ওরে মন কি কারণ এখন ভাবিছ ব'সে সাগরেরি কূলে,
আগে না দেখিলে ভাবিলে, কি ক'রে পাবে কূল অকূলে॥
যে একখানি তরি ছিল, কালবশে ভগ্ন হ'ল,
কল সব হ'ল বিকল, কি ক'রে বল ভাসিবে জলে॥
দাঁড় আর কর্ণ সব, করেনা তারা কোন রব,
কি ক'রে পার হব ভব, মনে বল কি ভাবিলে॥
যে নঙ্গরে বাঁধা তরি, সে নঙ্গর বিষম ভারী,
সে নঙ্গর ছিন্ন করি, কি ক'রে বল যাইবে কূলে॥
যে রজ্জুতে বেঁধে দিলে, সাধ ক'রে আপনে বাঁধিলে,
দিতে পারিবে না ফেলে, কি ক'রে পার হবে অকূলে॥

কি ক'রে হইবে পার, সংসার বিষম সাগর,
না চিন্তিলে পরাৎপর, ডুবিয়া যাইবে জলে ॥
হিংসা, দ্বেষ, জলচর, ঘুরিতেছে অনিবার,
কি ক'রে হইবে পার, চরণ-তরি না পাইলে

বাহার—ধামার।

কি ক'রে করি বুঝিতে না পারি আমারই মন সংযম,
স্থির না থাকে কখন, আমার মূঢ় মন ॥
সতত বাসনা করি, তোমারে অন্তরে হেরি,
কিন্তু মনে করে চুরি, আসে অন্য চিন্তন ॥
তোমার ও পদপঙ্কজে, থাকে যেন মন মজে।
মনভৃঙ্গ সদা বিরাজে, করে সতত মধুপান ॥
আমারই যে ভাগ্যদোষে, বাসনা বাতাস এসে,
থাক্‌তে দেয় না অলিরে বসে, করিয়ে মৃণাল কম্পন ॥
নিবেদন যোড়করে, দাও চরণ বাড়াইয়ে,
রাখিব ভৃঙ্গে বসাইয়ে, কর্‌বে চরণ-সুধা-পান ॥
ক'রে সেই সুধাপান, স্থির হবে মন প্রাণ,
করিবে তোমারে ধ্যান, যাবে না আর অন্য স্থান ॥

শ্রী—কাওয়ালী।

কি ভালবাসা মায়ার বাসা, এ দেহ আমারি,
এত যাতনা সহি, তবু ত্যজিতে নাহি পারি ॥
মুখে বলি ম'লে ভাল, ঘুচিবে সব জঞ্জাল,
সে কথা বলে না অন্তর, ছাড়িতে ইচ্ছা নাহি করি ॥

যত করি কল্পনা, তবু না ছাড়ে বাসনা,
মায়ারই হয় গুণপনা, কষ্টে সুখ মনে করি ॥
মায়াতে রেখেছে ঘেরি, এড়াইতে নাহি পারি,
প্রাণপণে চেষ্টা করি, তবু দেয় না আমারে ছাড়ি ॥
মায়ামোহে হ'য়ে অন্ধ, আপনায় করেছি বন্ধ।
জ্ঞান হ'য়ে থাকে মন্দ, মমতা ছাড়িতে না পারি ॥
বিষয় উপার্জ্জিত ধন, মনেরে দিতেছে টান,
করিতে তারে বিসর্জ্জন, চেষ্টা করিয়াও নাহি পারি ॥
দারাসুত পরিজন, হলে পরে সম্মুখীন,
হেরিয়ে তাদের বদন মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে পড়ি ॥
পাইতেছি এত যাতনা, তবু বাঁচিবারি বাসনা,
মন হ'তে কভু যায় না, কেন বুঝিতে না পারি ॥
এ মায়া কিসে কাটাইব, নিত্যধনে কিসে পাব ॥
কি ক'রে জ্বালা এড়াইব, স্থির না করিতে পারি ॥
যদি তিনি কৃপা ক'রে, তাড়াইয়া দেন মায়ারে।
তবে ছেড়ে কলেবরে, আত্মাতেই মিশিতে পারি ॥

পরজ—ধামার।

ভুলনা ভুলনা রে মন, কামিনী কাঞ্চনে।
প'ড়না প'ড়না যেন, কামিনী-কটাক্ষ-বাণে ॥
রূপই অনিষ্টের মূল, পদে পদে ঘটায় জঞ্জাল।
জীবেরে করে ব্যাকুল, কলুষিত করে জ্ঞানে ॥
রূপই আগুন সম, দেখিবারে মনোরম।
জীব হ'য়ে দৃষ্টিভ্রম, প'ড়ে সে মরে প্রাণে ॥

বিষয় বিষম ফাঁদে, দিও না পা মনসাধে।
ফেলনা আপনায় বেঁধে, পড়না গিয়ে আগুনে ॥
বিষয়ে বিষময় যেন, করনা সে বিষপান।
তাতে হারাইবে প্রাণ, যাইবে প্রাণ আস্বাদনে ॥
সংসার করিলে মন্থন, উঠিবে কালকূট বিষম।
অমৃত না পাবে কখন, রাখ ইহা জেনে মনে ॥
কামিনী বিষম ফণী, পাবেনা তাহাতে মণি।
তাহার দংশনে প্রাণী, জ্বর জ্বর হয় প্রাণে ॥
সে যে রাক্ষসীর বেশে, ধরিবে তোমারে এসে।
রুধির লইবে শুষে, মারিবে তোমায় জীবনে ॥
দেখে কামিনী কাঞ্চনে, হারাও না তত্ত্বজ্ঞানে।
তাঁরে ভাব সদা মনে মনে, ঘেরিবে না তোমায় অজ্ঞানে ॥

ললিত—একতালা।

ওরে নয়ন কর কেন বারি বরিষণ।
কি হবে এখন বল, করিলে ক্রন্দন ॥
যখন ভবে এসেছিলে, তখন তুমি না ভাবিলে।
ভুগিতে হবে কর্ম্মফলে, করিলে না তুমি স্মরণ ॥
যত যাইতেছে দিন, হতেছে আঁখি দীপ্তিহীন।
জ্যোতি না আর করে দান, প্রকৃতির তপন ॥
হৃদয় রেখেছে ঘেরে, মায়া মোহ অন্ধকারে।
বাহ্য জ্যোতি নিলেন হ'রে, দণ্ড করেন বিধান ॥
তবু নাহি জ্ঞান হয়, পুণ্য না হয় সঞ্চয়।
সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয়, নাহি আমি করিলাম ॥

পুনঃ যে আসিতে হবে, কর্ম্মফল সঙ্গে যাবে।
আবার আমায় ভোগাইবে, ছাড়াইবে না কখন।
শুন শুন রে নয়ন, ক'র না আর রোদন।
যে হয় হৃদয়ের ধন, কর তাঁরে দরশন॥

রামপ্রসাদী।

এবার আমার ঘুম ভেঙ্গেছে।
মায়া-আবরণ, চোখ থেকে প'ড়ে গেছে॥
দেখিয়াছি দিব্য আলো, জানিয়াছি তিনি সকল।
হ'য়ে তিনি অনুকূল, মনের তিমির নাশ করেছে॥
দেখিতেছি সেই জ্যোতি, যাহে নাহি কোন মূর্ত্তি।
সে জ্যোতির অনন্ত শক্তি, জীবেরে মুক্তি দিতেছে॥
সে যে অপূর্ব্ব কিরণ, দেখিতে না পারে নয়ন।
অন্তরে করিয়ে ধ্যান, তাঁর সত্তা পেয়ে গেছে॥
মঙ্গল বা অমঙ্গল, অনল বা অনিল।
আকাশ ক্ষিতি বা জল, তার পারে চ'লে গেছে॥
সত্ব রজ তম গুণ, মায়া মোহ আর অজ্ঞান।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মান অপমান, সব নষ্ট হ'য়ে গেছে॥
আত্মা অনুভূতি করে, ডুবি সুখ সাগরে।
তাঁহারে অন্তরে হেরে, আত্মারাম হ'য়ে গেছে॥

মিশ্রভৈরব—কাওয়ালী।

আপন আপন কর, কেহ নয়রে আপন।
বন্ধুবান্ধব দারাসুত পরিজন॥
কর্ম্মবশে এসেছিলে, সে কর্ম্ম হেথা ভোগ করিলে।
আর সঞ্চিত কর্ম্ম সঙ্গে নিলে, আবার করিতে আগমন॥
কালেতে উৎপত্তি হয়, কালেতেই হয় লয়।
কালেতে হয় প্রলয়, কর গমনাগমন॥
যখন সময় হবে, কর্ম্ম ল'য়ে চ'লে যাবে।
কেহ সঙ্গে না যাইবে, যখন যাবে জীবন॥
না হইলে কর্ম্মক্ষয়, কেহ মুক্তি নাহি পায়।
কর্ম্ম ভাগ কেহ নাহি লয়, ভুগিবে যাহা করিবে অর্জ্জন॥
যে অবধি আছ সংসারে, মরিছ আপন আপন ক'রে।
জীবনান্ত হ'লে পরে, কেহ না করিবে স্মরণ॥
যে হয় তোমার আপন, তাঁরে সতত কর ধারণ।
তাঁরে করিলে দরশন, বুঝিবে কে হয় আপন॥

মিশ্রকানাড়া—কাওয়ালী।

কেন কর আপনায় বঞ্চনা, তত্ত্ব তো বোঝ না
নিত্য কে ছাড়িয়ে, কেন কর অনিত্যে ভাবনা॥
এই যে বিশ্ব প্রপঞ্চ, হ'য়েছে হইতে পঞ্চ।
শেষে হয় ভূত পঞ্চ, শেষে তারা থাকিবে না॥
এক বই নাই দ্বিতীয়, একেই বহুত্ব হয়।
ভেদাভেদ জ্ঞানদ্বয়, সেটা মনের কল্পনা॥

রজ্জুতে হয় সর্পভ্রম, জগত জানিবে তেমন।
খুলিলে জ্ঞাননয়ন, দুই দুই আর থাকে না॥
একেরে কর সন্ধান, মন প্রাণ কর অর্পণ।
থাক হ'য়ে আত্মারাম, সংসার তাপ আর পাবে না

বেহাগ—একতালা।

যদি চাওরে নিত্য ধন।
ছাড় ছাড় মন কামিনী কাঞ্চন॥
যবে মাতৃগর্ভে ছিলে, বল কি ভাবিয়াছিলে।
যবে ভবেতে আসিলে, করিলে না আর স্মরণ॥
মহামায়া ইন্দ্রজাল, তোমারে ঘেরে ফেলিল।
পূর্ব্ব কর্ম্ম ভুলাইল, হ'রে নিল তত্ত্বজ্ঞান॥
অনাদি মায়ারই সৃষ্টি, অন্ধ ক'রে জীবের দৃষ্টি।
না হ'লে জ্ঞানবৃষ্টি, থাকে মন হ'য়ে মলিন॥
মায়ারই অনন্ত শক্তি, পেতে না দেয় যে মুক্তি।
যদি থাকে তোমারই শক্তি, তাহারে কর নিবারণ
চক্ষু জিহ্বা রূপ রস, ক'রেছে তোমায় বশ।
পাইতে নাম যশ, অবিরত কর ভ্রমণ॥
কামিনীর কটাক্ষ বাণে, জর্জ্জরিত করে প্রাণে।
হ'রে লয় তত্ত্বজ্ঞানে, ক'রে রাখে জ্ঞানহীন॥
অনিত্যে ক'রে বর্জ্জন, নিত্যে কর সদা ধ্যান।
আন মনে তত্ত্বজ্ঞান, পাইবে পরমাত্মন॥

——

রামপ্রসাদী।

মন এখন কি কর ভাবনা।
পুড়িতেছ দিবানিশি, তবু ছাড় না বাসনা॥
নিজে তুমি হও স্থির, ভাব সেই পরাৎপর।
শরণাগত হও তাঁর, থাকিবে না আর যাতনা॥
বাসনা ঘুচিয়ে যাবে, সে আগুন আর না জ্বলিবে।
মনেতে শান্তি পাইবে, প্রবৃত্তি আর দিবে না যন্ত্রণা॥
তুমি তাহা না বুঝিলে, অনিত্যে আসক্ত হ'লে।
ভোগ সুখে ভুলে গেলে, নিত্যেরে না কর উপাসনা॥
অতএব বলি শুন, নিত্যে সদা কর ধ্যান।
তিনি যে হন তোর আপন, করিবেন না তোরে বঞ্চনা॥
অন্তরে আর বাহিরে, দেখিতে পাইবে তাঁরে।
তিনি থাকিবেন না ছেড়ে, থাকিবেন, না করিলেও প্রার্থনা॥
এমন আপন জনে, ভোল পেয়ে পরিজনে।
তারা ক'র্‌বে না তোমায় মনে, আপন ব'লে ক'রে গণনা॥

———

কালাংড়া—কাওয়ালী।

এখন কেন মন, ছাড়নারে এ সংসার।
জ্বলিতেছে হুতাশন, দিবানিশি অনিবার॥
বেঁধেছে তোরে নাগপাশে, জর জর হবে বিষে।
উঠে বিষ প্রতি নিঃশ্বাসে, গরলে হবে সংহার॥
হিংসা দ্বেষ আশীবিষ, উদ্গার করিবে বিষ।
অবসন্ন হবে শেষ, ত্যজিতে হবে কলেবর॥

তৃষ্ণা আসক্তি বিছার কামড়ে, ফেলিবে তোমায় জেরে
উঠ্‌বে বিষ শিরে শিরে, দেখ্‌বে তুমি অন্ধকার॥
বিষয়-মদে নেশা হবে, জ্ঞান তুমি হারাইবে।
নিত্যানিত্য না চিনিবে, চক্ষেতে থাকিবে মায়াঘোর॥
সংসার হয় কূপে পূর্ণ, কণ্টকে হয় আছন্ন।
পদে পদে হইবে ভ্রম, প'ড়ে যাবে তার ভিতর॥
অতএব সাবধান, নিজ ইষ্ট কর সাধন।
দেখ যেন না হয় পতন, চিন্তা রাখ সেই পরাৎপর॥

মিশ্র রামকেলী—ঢিমা।

এবার জীবন ব্রত কর্‌ব উদ্‌যাপন।
পূর্ণাহুতি দিব আমি, আমার এ প্রাণ।
হোমকুণ্ড করি হৃদয়ে, জ্ঞানাগ্নি দিব জ্বালাইয়ে।
গুরু-উপদেশ পেয়ে, মস্তক কর্‌ব মুণ্ডন॥
মজ্জা মাংসে হবি ক'রে, দিব কুণ্ডের মাঝারে।
পাপদেহ যাবে পুড়িয়ে, শুদ্ধ দেহ ক'রে রক্ষণ॥
ন্যাসেতে দেহ বাঁধিয়ে, চারিদিকে অগ্নি জ্বালিয়ে
দিব এ দেহ রাখিয়ে, হবে না পাপ পরশন॥
জাতি কুল শীল মান, উপাধি আর পূর্ব্বনাম।
ফেলে গাত্র আভরণ, আচ্ছাদিব দিয়ে কৌপীন॥
দণ্ড কমণ্ডলু ধ'রে, ভ্রমিব তীর্থেতে ঘুরে।
দেখিব না কভু ফিরে, কামিনী আর কাঞ্চন॥
দারা পুত্র পরিজনে, ত্যজিয়ে আপন ধাম।

যাইব যথা নির্জ্জন, সতত করিব ধ্যান ॥
নিঃসঙ্গ হইয়া রব, বৃক্ষমূলে আশ্রয় করিব।
ধরণীপৃষ্ঠে ঘুমাইব, আকাশ হবে আচ্ছাদন॥
ভিক্ষান্ন ফলনিচয়, হবে আমার ভোজনীয়।
নির্ঝরিণী হবে পেয়, পান করি রাখ্‌বো প্রাণ ॥
বাসনা কল্পনা আর, ভেদিবে না মম অন্তর।
ভাবিয়া সে নিরাকার, নির্ব্বিকল্পে ত্যজিব প্রাণ॥
হবে না আর জনম, ঘুর্‌ব না আর পুনঃ পুনঃ।
পরাৎপরে ক'রে ধারণ, হ'য়ে যাব নির্ব্বাণ।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

মন তুমি হও স্থির, আমি তোমার পায়ে ধরি।
তুমি স্থির না হইলে, সাধনা কি করিতে পারি॥
সতত চঞ্চল মতি, মুহূর্ত্ত না হও স্থিতি।
এ তোমার কিবা রীতি, বুঝিতে না পারি॥
বিদ্যুৎ হয় দ্রুতগতি, বেগবতী বায়ু অতি।
নাহি হয় খরস্রোতি, থাকে তারা পশ্চাতে পড়ি'॥
ক্ষণেকে ত্রিভুবন, ক'রে এস তুমি ভ্রমণ।
সতত হও ধাবমান, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভূমিপরি॥
কেহ না পায় দেখিবারে, ভ্রম দিক্ দিকান্তরে।
আরও দেশ দেশান্তরে, নির্ণয় না হয় তাহারি॥
চেষ্টা ক'রে যদি আনি, পালাও আবার তখনি।
নাহি কর কোন ধ্বনি জানিতে নাহিক পারি॥

যোগিগণ যোগাসনে, প্রবৃত্ত হয় প্রাণায়ামে।
রুদ্ধ তারা করে প্রাণে, রাখিতে তোমারে ধরি' ॥
সতত ভাবিতেছি তাই, কিরূপে তোমারে পাই।
স্থির করিবারে চাই, স্থির হও দয়া করি' ॥
যদি থাক আমার দেহে, রাখিব তোমারে স্নেহে।
তোমারে হৃদয়ে পেয়ে, ইষ্টের সাধনা করি ॥

সাহানা—যৎ।

ছটা চোরে ঢুকে ঘরে, হরে অমূল্য ধন।
মনে করি তারে ধরি, ভাঙলো না আমারই ঘুম ॥
যদি হই জাগরণ, ক'রে ফেলে আচ্ছন্ন।
খুল্‌তে দেয় না নয়ন, রাখে ক'রে অচেতন ॥
ল'য়ে গুরু-উপদেশ, যদি ভরি পঞ্চকোষ।
দেখি কিন্তু অবশেষ, লয়েছে ক'রে অপহরণ ॥
বিজ্ঞান যুক্তি আপ্তবাক্য, সকলে করিয়া ঐক্য।
চোরে ক'রে তারে লক্ষ্য, শেষেতে করে হরণ ॥
সতত ভাবি যে মনে, কি করে রাখিব জ্ঞানে।
আত্মতত্ত্ব বেষ্টনে, রাখিব হ'য়ে সাবধান ॥
ভক্তিরে প্রহরী রেখে, পুরে ঘুমাইব সুখে।
চোরে, প্রেমভক্তি দেখে, কর্‌বে সবে পলায়ন ॥

গৌরী—ঝাঁপতাল।

এস এস জীব, সাজ করিবারে রণ।
সম্মুখে রয়েছে প'ড়ে, ভীষণ সমরাঙ্গণ॥
দেহরথে আরোহিয়ে, শীঘ্র যাও রণে চলিয়ে।
থাকিবে সতর্ক হ'য়ে, নতুবা যাইবে পরাণ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এসে মদ মাৎসর্য্য সহ।
ঘেরিবে রিপু-নিচয়, হরিবে তব জীবন॥
অবিদ্যা আর অহঙ্কার, করিবে সব অন্ধকার।
করিয়ে ভীষণ চীৎকার, তুলিয়ে রণ-ভীষণ॥
প্রবৃত্তি আসিয়া পরে, মনেরে লইবে হ'রে।
তখন তুমি শূন্যঘরে, পড়িবে হ'য়ে অচেতন॥
আসক্তি কল্পনা শেষে, ফেলিবে তোমারে ফাঁসে।
রূপরস অবশেষে, মুগ্ধ করিবে মন॥
জ্ঞানখড়্গ করে ধ'রে, রিপুরে ফেল নাশ ক'রে।
মনেরে সংযত ক'রে, জ্বেলে দাও তত্ত্ব-আগুন॥

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

এবার আমার ভেল্কি খেলা শেষ হ'ল।
খেলার সব জিনিস ল'য়ে, ঝুলির ভিতর পূর্‌তে হ'ল॥
আত্মারাম সরকার বলে, বেড়ালাম কত খেলে।
অবশেষে সবে মিলে, আমারে যে ঠকাইল॥
ইন্দ্রজাল বিস্তারে, রাখে আমারে অন্ধকারে।
অন্ধকারে আলো করে, কত আমার খেলা হ'ল॥

এখন খেলা ফুরাইল, তবু ঘুম না ভাঙিল।
চেতন যে না হইল, চোখের ধাঁধা র'য়ে গেল॥
মায়িক প্রধান যিনি, কত খেলা খেলেন তিনি।
তার মর্ম্ম নাহি জানি, অন্ধকার র'য়ে গেল॥
যদি আমায় কৃপা ক'রে, লন ধ'রে মায়ার পারে।
তবে খেলা শেষ ক'রে, পাইব জ্ঞানেরই আলো॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

দেখনা দেখনা জীব, খুলিয়া জ্ঞান-নয়ন।
অন্তরে দেখিবে তুমি, আছেন পরম ধন॥
জগত হন যে তিনি, হন জগতের স্বামী।
লওরে তাঁহারে চিনি', কর তাঁরে দরশন॥
জগৎ না হয় ভিন্ন, কেবল মায়া আবরণ।
ঘেরিয়া রাখে নয়ন, করায় ভেদাভেদ জ্ঞান॥
যখন মায়া কেটে যাবে, সর্ব্বত্র তাঁরে দেখিবে।
ভিতরে বাহিরে দেখিবে, হবেন না কভু অন্তর্ধান॥
দেখিবে তুমি আত্মন, তাঁহার সহিত নহেরে ভিন্ন।
কেবল মায়া আবরণ, করিতেছে ভিন্ন ভিন্ন॥
তত্ত্বমসি বুঝে লবে, হৃদয়ে তাঁরে ধরিবে।
তখন জ্ঞানোদয় হবে, বলিবে হও সোঽহং॥
ভাবাভাব না থাকিবে, দাস্য সেব্য উড়ে যাবে॥
মধুরভাব কোথা পাবে, তুমি হও যে পরমাত্মন॥

নিত্য শুদ্ধ মুক্ত তুমি, হও যে জগত স্বামী
আপন স্বরূপ জানি, থাক হ'য়ে আত্মারাম।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

সাজ সাজ জীব, করিতে পুনঃ আগমন।
ভেবনা তোমার আর, হবে না জনম॥
ভবেতে আসিয়াছিলে, কত কর্ম্ম হেথা করিলে।
ফল তার গুটাইয়া নিলে, করিলে সঞ্চিত ধন॥
সঞ্চিত মূলধন ক'রে, কর্ম্ম করিবে এ সংসারে।
সুখ দুঃখ ভোগ ক'রে, পুনঃ করিবে প্রস্থান॥
এইরূপে পুনঃ পুনঃ, করিবে গমনাগমন।
কর্ম্ম করিবে যেমন, ফল পাইবে তেমন॥
আপন উপরে যেন, নির্ভর করে জীবন।
লভিয়ে রে তত্ত্বজ্ঞান, কুকর্ম্মে দিওনা মন॥
সতত করিবে মনন, তাঁহারে করিবে ধ্যান।
পুণ্য করি' উপার্জ্জন, কাটাও তোমার জীবন॥

খাম্বাজ—ঢিমা।

এখন বুঝিলে না রে মন।
নিকট হতেছে যে, তোমার মরণ॥
বিষয় বিষয় কর, সতত হও অস্থির।
কোথায় রবে বিষয় তোর, হবে করিতে বর্জ্জন

দেখনা তোমারই দ্বারে, রয়েছে শমন দাঁড়াইয়ে।
ধরিতে তোমারে করে, কর করিতেছে প্রসারণ ॥
এখনও কর যতন, রাখিবারে ধন রতন।
ত্যজিতে হইবে পুনঃ, নাহি ভাব কদাচন ॥
থেকে মৃত্যুশয্যায় প'ড়ে, থাক বিষন্ন আঁকাড়িয়ে।
পার না তারে দিতে ছাড়িয়ে, মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে মন ॥
সকলই ছাড়িতে হবে, কিছু নাহি সঙ্গে যাবে।
কেবলই একাকী যাবে, মনে ইহা ঠিক যেন ॥
অতএব বলি শুন, পাবে যাতে পরম ধন।
লওরে তাঁরি শরণ, কর্‌বে সেই তত্ত্ব সন্ধান ॥

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী।

জনম মরণ কেবল, মনেরই ভ্রম।
অবিনাশি নিত্য হয়, আত্মারই ধরম ॥
অজ অক্ষয় অব্যয়, পরিবর্ত্তন নাহি হয়।
বিকার নাহি তায়, ছিন্ন নয় কদাচন ॥
আত্মা যেন চিরদিন, আছেন বিশ্ব বিগুমান।
অখণ্ড যে তিনি হন, সমভাব সর্ব্বক্ষণ ॥
মায়া আসি চিদাভাসে, জীবরূপে প্রকাশে।
মায়া কাটিলে শেষে, উভয়ে একত্রে মিলন ॥
দুই পক্ষী এক বৃক্ষে, বসিয়া থাকে যে সুখে।
ফলভোগী হয় যে একে, অপরে করিছে ঈক্ষণ

জীব আর পরমাত্মন, দুই ব'লে হয় যে ভ্রম।
তারা দুই নহে রে কখন, একই আছে চিরন্তন॥
বীজরূপে সর্ব্বকাল, জীব রহে যবে প্রলয়।
প্রলয়ান্তে পুনরায়, জীবরূপে হয় সৃজন॥
কর্ম্মফল নাহি যায়, জীবের সঙ্গে সদা ধায়।
প্রলয়ান্তে প্রকাশ হয়, ভুঞ্জে কর্ম্ম যেমন॥
মায়া থাকিলে পরে, জীব আবর্ত্তে ঘোরে।
মায়া অন্ত হ'লে পরে, জীব হয় নির্ব্বাণ॥
চিদাভাস নাহি হয়, জীব জ্ঞান পুনরায়।
আর জন্ম নাহি হয়, জীব হয় পরমাত্মন॥
অতএব বলি শুন, ল'ভে তুমি আত্মজ্ঞান।
কাটিয়ে মায়া আবরণ, হ'য়ে থাক আত্মারাম॥

খাম্বাজ—চৌতাল।

মন এখন, কষ্ট ভাবিলে আর কি হবে।
কর্ম্মফল বল কি ক'রে এড়াইবে॥
যখন কর্ম্ম করেছিলে, মদদর্পে না ভাবিলে।
হিতাহিত না চিন্তিলে, কর্ম্মফল ভুগিতেই হবে॥
নিজেরে কর্ম্মে সৃষ্টি করিয়াছ, নিজেই ফল ভুগিতেছ
আবার সঞ্চয় করিতেছ, সঙ্গে ক'রে ল'য়ে যাবে॥
এখন ধররে জ্ঞান, করিও না আর মন্দ কর্ম্ম।
সঞ্চয় করহ পুণ্য, জন্মান্তরে সুখী হবে॥

তাঁরে সদা কর ধ্যান, হৃদয়ে কর তাঁর আসন।
সতত কর তাঁরে মনন, কষ্ট নিবারণ হবে॥
আপনাকে ভুলে যাবে, দেহ বোধ আর না থাকিবে।
আত্মায় আত্মা মিশে যাবে, কষ্টেতে শান্তি পাইবে॥

খাম্বাজ—ঢিমা।

ওরে বাসনা আর এসনা আমার অন্তরে।
আমারি হৃদয়ে থেকে, দিওনা যন্ত্রণা মোরে॥
আশা জাল বিস্তারিয়ে, রেখেছ তাহে বাঁধিয়ে।
ইচ্ছা হয় তাহে কাটিয়ে, পলাইয়া যাইব দূরে॥
কিন্তু ক'রেছ এমন কঠিন, কিছুতেই তাহা না হয় ছিন্ন।
চেষ্টা ক'রে প্রাণপণ, পথ না পাই পলাইবারে।

মিশ্র খাম্বাজ—আড়খেমটা।

জাননা কি জীব, ভাসিয়াছ দুস্তর দুঃখ সাগরে।
যখন জন্মিয়াছ, আসিয়াছ এ সংসারে॥
কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ ক'রে, আসিতেছ ফিরে ফিরে।
আবর্ত্তে বেড়াও ঘুরে ঘুরে, কে বল এড়াইতে পারে
কর্ম্ম না হইলে শেষ, পেতে হবে অশেষ ক্লেশ।
তাহারে কর রে ভস্ম, জ্ঞানাগ্নি জ্বেলে অন্তরে॥
বাসনা রেখে অন্তরে, কে বল মুক্তি পেতে পারে।
বিষয়েরে বিষ ক'রে, ফেলে দাও তারে দূরে॥

পাইতে মুক্তি নির্ব্বাণ, কর সদা ব্রহ্ম ধ্যান।
না হবে আর জনম, উতরিবে ভব পারাবারে

মিশ্রসিন্ধু—ঢিমা তেতালা।

আমার সাধ নাই, আর বাঁচিবারে।
এ যন্ত্রণা স'য়ে থাকি, বল কি ক'রে॥
ত্রিতাপ করে দহন, জ্বলিতেছে রাত্রদিন।
নাহি হয় নিবারণ, সান্ত্বনা বা কে করে॥
বাসনা বাতাস পেয়ে, উঠিতেছে সদা জ্বলিয়ে।
পোড়াইছে মম হিয়ে, নিবারণ কেহ নাহি করে॥
ব্যাধি জরা দেহ ঘেরিল, অস্থি মজ্জা জেরে ফেলিল।
অশেষ ক্লেশ দিল, কি ফল বল এই কষ্ট ক'রে॥
ইচ্ছা সদা করি মনে, রাখিব না আর এ পরাণে।
ত্যজিয়ে ফেলিব প্রাণে, হলাহল পান ক'রে॥
এই ভাবিয়াছি সার, সেবিব সেই পরাৎপর।
ভবেতে হইব পার, কে বাধা আর দিতে পারে॥

ভৈরবী—একতালা।

আমার কি হবে কখন এমন দিন।
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে, ত্যজিব পরাণ॥
আত্মা সাক্ষাৎ হবে, অহং জ্ঞান উড়ে যাবে।
মায়া আবরণ খসিবে, দেখিবে বিমল কিরণ॥

পঞ্চকোষ ধ্বংস হবে, পঞ্চ একে মিলিবে।
ইন্দ্রিয় ছাড়িয়া যাবে, পাইলে পরমাত্মন॥
আত্মাতে বিশ্রাম হবে, আত্মারাম হ'য়ে রবে।
আত্মায় আত্মা মিশে যাবে, না হইবে আর জনম
তুমিই ত আত্মা ছিলে, মায়াবশে ভুলে গেলে।
আপনাকে না চিনিলে, এখনও না হইল জ্ঞান॥

রামপ্রসাদী।

মন তোমায় বুঝাব কি ক'রে।
আমার দেহেতে থেকে, বেড়াও তুমি ঘুরে ঘুরে॥
যখন আমি করি ধ্যান, কর তুমি পলায়ন।
কর ধরায় ভ্রমণ, যাও তুমি স্থানান্তরে॥
যদি আনি তোমায় সাধিয়ে, পুনঃ যাও পলাইয়ে।
না জানি তোমায় কি উপায়ে, রাখ্‌ব আমি হৃদমাঝারে

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আমার মন মজালে আমায়।
আমারি দেহেতে থেকে, মজালে আমায়॥
শোনে না করে না কাজ, আমারই কথায়।
মায়া আবরণে ঘেরে, ব'সে আছে হৃদমাঝারে॥
এ দেহকে রথ ক'রে, যদৃচ্ছা চালায়;
কামাদি রিপুগণে, অশ্ব করি যোজনে॥

প্রবল ইন্দ্রিয়গণে, আমায় ঘুরাইছে এ ধরায়।
নেমি ক'রে বাসনায়, আশা আসক্তি চাকায়॥
কল্পনা ডোরে বেঁধে তায়, যেখানে সেখানে নে' যায়।

বেহাগ—একতালা।

আজি কি আলো, হেরিতেছি অন্তরে।
তাঁহারই জ্যোতি হয় ভাতি, হৃদয়-মাঝারে।
অমল বিমোল জ্যোতিঃ, হইতেছে হৃদে ভাতি,
মনপ্রাণ, হর প্রীতি, নাশ করে অজ্ঞান তিমিরে।
সে রূপেরই বর্ণনা, কখন হ'তে পারে না,
বর্ণমালা করিবে বর্ণনা, বর্ণমালা কভু নাহি পারে।
যে জন মনে অনুভূতি করে, সেই বুঝে অন্তরে,
সেত কভু বলিতে নাহি পারে, বলিবে বা সে কি ক'রে।
মনপ্রাণ, ডুবে যায়, তাহারই অন্ত কিছু না পায়,,
সে যে তাহে গ'লে যায় সে আর ফিরিতে নাহি পারে।
যে মজেছে সে রূপসাগরে, কি করিবে আর
তার এ সংসারে,
বলিবে আর বা কাহারে, সে যে যায় ভবেরই পারে।
হইলে আত্ম দরশন, ছিন্ন হয় তার ভববন্ধন,
হ'য়ে যায় সে পরমাত্মন, ভেদ থাকে না আত্মপরে।
সে যে গ্যাখে নিরাকার, সব হয় একাকার,
সে আর না গ্যাখে ভিন্নাকার, লীন হয় সে রূপসাগরে।

———

খাম্বাজ—একতালা।

এবার জলাঞ্জলি দিব, এ সংসারে।
সন্ন্যাসী হইয়া যাব, সাগরেরই পারে॥
সংসারে সুখের আশা, সেটা কেবল হয় দুরাশা।
কেবলমাত্র আছে এক আশা, যদি পাই সেই পরাৎপরে॥
বাগছাল বিছাইব, বৃক্ষমূলে ব'সে রব।
জ্ঞান আগুন জ্বালাইব, পোড়াইব বাসনা রে॥
তত্ত্বজ্ঞান দণ্ড ধরিয়ে, ভোগ সুখে দিব তাড়াইয়ে।
শান্তিরসে মন ভিজাইয়ে, ভুঞ্জিব সুখ অপারে॥
ধ্যান করিব অবিরত, লভিবারে আত্ম-তত্ত্ব।
উদ্‌যাপন করিব ব্রত, আত্মা দরশন ক'রে।

মিশ্র পূরবী—একতালা।

ওরে জীব কেন, কি কারণ এত অহঙ্কার।
দুদিন এ দেহে থেকে, যাবে যে রে পুনরায়॥
যদি দেখ গায়ের বলী, আছে জেন মহাকাল।
অঙ্গ করিবে বিকল, অস্থির হবে কলেবর॥
যদি ভাব টাকাকড়ি, অট্টালিকা জুড়ী গাড়ি।
বেড়াও মোটার চড়ি', মনে ভাব তুমি অমর॥
ল'য়ে রাজ্য ধন করে, ছাড়িতে না চাও তারে।
মত্ত হ'য়ে ভোগ ক'রে, সদত হও অস্থির॥
মনোমত কামিনী ল'য়ে, রাখ সাধে সাজাইয়ে।
হীরামুক্তা মালা পরায়ে, আনন্দে থাক হ'য়ে ভোর॥

কত সাধে সাজাতেছ, কত সাধ মিটাতেছ।
আপনিও সাজিতেছ, বেড়াতেছ দম্ভ ক'রে॥
ধরাকে দেখিছ সরা, অন্তরে গরল ভরা।
সবে তুচ্ছ মুচ্ছ করা, স্বভাব কর তোমার॥
ভোগেতে সদত মন, নিবৃত্ত না পায় স্থান।
ভাব না যে একদিন, দুঃখভরা এ সংসার॥
ধর্ম্মে কভু না দাও মন, পরমেশ না পায় স্থান।
হ'য়ে পশুর সমান, আছে মৈথুন নিদ্রা আহার॥
অতএব বলি শুন, মেলরে জ্ঞান-নয়ন।
সকলই অনিত্য জেন, নিত্য কেবল পরাৎপর॥
ফেলে দাও মনের তম, ভাব সেই নিরঞ্জন।
রেখনারে অহংজ্ঞান, আনন্দে হও রে ভোর॥

ভৈরবী—একতালা।

দেহ মহীরুহ জগতে আছে বিদ্যমান।
বিশ্বপতি বিশ্বমাঝে, করেছেন তায় রোপণ।
কর্ম্মফল জমি ক'রে, ফেলেন তায় বীজাঙ্কুরে,
তায় মায়া রস দিয়ে, রেখেছেন করি' বপন।
পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ল'য়ে, পঞ্চভূত তায় মিশায়ে,
জ্ঞান অজ্ঞান তাহে দিয়ে, করেছেন বপু গঠন।
ইন্দ্রিয় আর রিপুচয়, মূলদেশে ঘেরে রয়,
জগতের রস লয়, বৃক্ষে করিছে পোষণ।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শাখা, শত শত তায় প্রশাখা,

নামরূপ তায় মাথা, হইতেছে প্রসারণ।
বিদ্যা আর অবিদ্যা এসে, বৃক্ষ-মূলেতে প্রবেশে,
পৃথক্ রস বিশেষে, শাখায় করে গমন।
দুই ফুল দুই ডালে, পার্থক্য হয় যে ফলে,
মুক্তি হয় এক ফলে, অন্যে ভোগে আকর্ষণ।
সুখ দুঃখ ত্বক্ হয়, বৃক্ষে আচ্ছাদিয়ে রয়,
তাহারে করিতে ক্ষয়, চাই যে বৃক্ষের জ্ঞান।
প্রবৃত্তি শাখাপরে, অজাগর আছে ঘেরে,
যদি যাও ফল লইবারে, সে তারে করে দংশন।
নয়টি আছে কোটর, যারে কহে নবদ্বার,
কার্য্য করে তার ভিতর, আকর্ষণ বিকর্ষণ।
তৃষ্ণা আগুন অভ্যন্তরে, দিবানিশি বৃক্ষে জ্বারে,
যদি নিবাইতে নাহি পারে, নাশ করে বৃক্ষ-প্রাণ
বাসনা করে দহন, আসক্তি দিতেছে টান,
ক'রে তুমি প্রাণপণ, কর তায় নিবারণ।
যাঁহার রোপিত বৃক্ষ, তাঁহারে কররে লক্ষ্য,
পেতে তাঁরে দাও বক্ষ, করিয়া থাক ধারণ।
তিনি হন সর্ব্বধাতা, কর্ম্ম সব বৃক্ষের পাতা।
সকলের হন বিধাতা, বৃক্ষ করেন রক্ষণ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

সংসার অতলজলে, ডুবিয়া রহিল মন।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া তারে, পেলাম না কোন সন্ধান॥

মায়া-আবর্ত্তে প'ড়ে, বেড়াইছে ঘুরে ঘুরে।
এখন তুলিতে তারে, হইল বড় বিষম॥
ইন্দ্রিয় আদি জলচরে, আসিয়া তাহারে ধরে।
ষড়রিপু তায় উপরে, দেয় না হ'তে উত্থান॥
তৃষ্ণা তিমি হ'য়ে আসে, একেবারে তারে গ্রাসে।
আর দেখি রাগদ্বেষে, ধরিয়া দেয় রে টান॥
দেখে না লবণ জল, চক্ষু অন্ধ ক'রে দিল।
সুপ্রবৃত্তি সব গেল, থাকে হ'য়ে অবসন্ন॥
বিবেকেরে পাঠাইলাম, বৈরাগ্য-ভেলা দিলাম।
কত চেষ্টা করিলাম, ক্রমে ক্রমে হয় মগন॥
হ'ল না তার জ্ঞানোদয়, দেখি না তার কোন উপায়।
মোহেতে ডুবিয়া রয়, ঢাকিয়া জ্ঞান-নয়ন॥

ভৈরবী—একতালা।

ঐ হের সম্মুখে তোমার ভবসাগর।
বহিতেছে দিবানিশি, কুজ্ঝটিকা ঘোর॥
সাগরের নাহি কূল, সদা উঠিতেছে ব্যাল।
করিছে প্রাণ ব্যাকুল, নীলিম সলিল তার॥
তার মাঝে কর্ণধার, ল'য়ে তরি রহে স্থির।
প্রকাশিয়া নিজ কর, ডাকেন জীবে কর্ত্তে পার॥
থেকে তরির ভিতরে, ডাকিছেন বারে বারে।
কর্ণে জীব নাহি ধরে, ভেদ না করে অন্তর॥

যাদের আছে সম্বল, তরিতে উঠে ক'রে বল।
নিঃসম্বল হ'য়ে ব্যাকুল, হ'য়ে পড়ে সে কাতর॥
যদি মাঝি দয়া ক'রে, তুলে লন তরি 'পরে।
তবেই যেতে পারে পারে, নচেৎ উপায় নাহি তার॥
সম্বল সঞ্চয় করে, ডুবনাক এ সংসারে।
চরণ তরি হৃদিপরে, সযতনে রক্ষা কর॥

খাম্বাজ—একতালা।

ঘুরে ফিরে আস্‌ব না আর এ সংসারে।
প্রবেশিয়ে কারাগারে পড়্‌ব না মোহ ঘোরে।
ব্রহ্মচারী হ'য়ে রব, দার-গ্রহণ না করিব,
নিঃসঙ্গে কাটাইব, যাইব না কার ঘরে।
হাতে ক'রে বিষপান, করিবনা আমি কখন,
পরিজনে দিব না মন, রাখ্‌ব মন ধ্যানে ধ'রে।
তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করি', উদরান্ন ভিক্ষা করি',
কি দিবস কি শর্ব্বরী, থাক্‌ব সদা প্রত্যাহারে।
বৃক্ষমূলে ক'রে বাস, ফেলে দিব ভোগ-বিলাস,
রমণীর সহবাস, ভাব্‌ব না কভু অন্তরে।
সাধনায় রত হ'য়ে দিব জীবন কাটাইয়ে,
তাঁহারে হৃদয়ে পেয়ে, বেড়াব আনন্দ ক'রে।
পঞ্চক্লেশে পড়িব না, বাসনা আর রাখিব না,
রাখিব না মনে কামনা, কাটাব দিন তাঁরে স্ম'রে।

বাহার—একতালা।

বেদনা পাবে না মনে কর, তাঁরে ধারণা।
সমর্পিলে মনপ্রাণ, থাকে না কভু যন্ত্রণা॥
ধ্যানে মন যদি রয়, সাবকাশ কি ক'রে পায়।
ভাবিবার নাই সময়, কোথা রবে ভাবনা॥
সুখ দুঃখ মনের ধর্ম্ম, ক্ষুৎ পিপাসা প্রাণের কর্ম্ম।
বুঝিলে জড় দেহ মর্ম্ম, অন্তর দাহ আর থাকে না॥
তাঁরে অন্তরেতে রাখ, থাকেনা যেন তায় ফাঁক।
পাবেনাক শোক তাপ, স্থির কর রে ধারণা॥
যদি কভু হয় যাতনা, মনে তাঁর নাম জপ না।
করিলে তাঁর সাধনা, যন্ত্রণা কভু পাবে না॥
রোগে ধৈর্য্য ধ'রে রবে, ধৈর্য্যচ্যুত না হইবে।
চরণ ধ'রে থাকিবে, সুখ দুঃখে টলিবে না॥
এক মনে তাঁরে ডাক, মনেতে ক'রনা পাপ।
তা হ'লে আর ত্রিতাপ, তোমারে আর দহিবে না॥

ভৈরবী—যৎ।

সংসার তরঙ্গে প'ড়ে ভাসিয়া যেতেছে মন।
আবর্ত্তেতে প'ড়ে গিয়ে নিশ্চয় হারাবে প্রাণ॥
ক্ষণে ক্ষণে ঝড় আসিছে ভীষণ ব্যাল উঠিছে।
জীবন যে কাঁপাইছে—ডুবা উঠা পুনঃ পুনঃ॥
কভু ল'য়ে তলে ফেলে, দম ফাটে নোণা জলে।
হাঁপাইয়া শেষ কালে, হারাইয়া ফেলে চেতন॥

সাঁতারেতে নাহি পারে, ডুবিয়া রহে সাগরে।
আসিতে পারে না তীরে, হয় না তোমার উত্থান ॥
কুম্ভীর মকর জলচরে, চারিদিকে এসে ধরে।
মজ্জা মাংস রুধিরে, লয় যে ক'রে শোষণ ॥
হাবুডুবু খাইতেছ, পলাইবার পথ না খুঁজিছ।
হাত পা ছেড়ে দিয়েছ, প'ড়ে আছ অচেতন ॥
তরঙ্গের উপর দিয়ে, ধর তাঁরে সাঁতারিয়ে।
তোমারে আশ্বাস দিয়ে, করবেন হস্ত প্রসারণ ॥

পরজ — একতালা।

কাল, সকলই হরে, বাধা বিঘ্ন নাহি মানে।
স্তব স্তুতি করিলেও, নাহি লয় সে কাণে ॥
পঞ্চভূতে সব গড়ে, লয় হয় যবে ছাড়ে।
ভাঙ্গা গড়া সবই করে, বদ্ধ সব যে নিয়মে ॥
কোথা হ'তে কাল এল, কেবা তায় ভবে আনিল।
কে তারে সৃষ্টি করিল, আসে না কাহার জ্ঞানে ॥
আদি অন্ত নাহি তার, নাহি তার কোন আকার।
কালে স্থিতি সংহার, পরিবর্ত্তন ক্ষণে ক্ষণে ॥
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহচয়, কালে আসে কালে লয়।
যখন হয় প্রলয়, থাকে না কভু ভুবনে ॥
কাল বর্ত্তমান থাকে, যে জন সে কালে রাখে।
ধ্যানে তুমি তাঁরে দেখে, থেক না তার অধীনে ॥

———

মিশ্রপিলু—ঝাঁপতাল।

সত্বর ওরে মন, কররে গমন।
পশ্চাতে ফেলে গেল, তোমার সঙ্গিগণ॥
ইচ্ছা নাহি যাইবারে, মায়াতে রেখেছে ঘেরে।
কেবল দেখ ফিরে ফিরে, চলে না দেখি চরণ॥
কর্ত্তে মুক্তি উপার্জ্জন, লয়েছ মানব জনম।
হ'তেছে সতত ভ্রম উদয় না হয় জ্ঞান॥
অবিদ্যা পিত্তিতে আঁখি, দিয়েছে রক্তিম রাখি।
রঞ্জিত সকলই দেখি, মুগ্ধ হেরি সর্ব্বক্ষণ॥
সংসারে ছক্ পাতিলে, বল্ চালিতে না পারিলে।
ঘোড়ার কিস্তি মাত হ'লে, হারালে অমূল্য ধন॥
লীলা শেষ ক'রে ফেল, সঙ্গে লও কর্ম্মফল।
নিজ স্থানে শীঘ্র চল, ক'রে জ্যোতি দরশন॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

ভাবিয়া দেখ না জীব, কি ছিলে কি হ'লে এখন।
সর্ব্বক্ষণ পরিবর্ত্তন, যতই যাইছে দিন॥
বীজরূপে গর্ভে এসে, আলো দেখ দশমাসে।
বাল্যে, যৌবনে, বিলাসে, ঐহিক সুখ কর ভুঞ্জন॥
কালবশে জরা এল, দেহ কান্তি হ'রে নিল।
শেষেতে সব নাশিল, জীবের হয় যে মরণ॥
বুদ্ধি যে অপুষ্ট ছিল, কালে তাহা বিকাশিল।
আবার লুপ্ত হ'য়ে এল, জরা আসিল এখন॥

এই যে দেহের তরে, কি যত্ন না কর তারে।
থাক্‌বেনা একদিনের তরে, কাল হইলে পূরণ॥

সাহানা—যৎ।

জগতের সুখ যত, সদা হয় পরিবর্ত্তন।
চিরসুখী চিরদুঃখী, কেহ নাহি কদাচন॥
সকলই ঈশ্বরাধীন, সর্ব্বত্রে তার নিয়ম।
কার্য্য করে রাত্র দিন, কভু না হয় খণ্ডন॥
চন্দ্রমা দেখ পদে পদে, হ্রাস বৃদ্ধি প্রতি পদে।
জগতের দুঃখ সম্পদে, আসে যায় অনুক্ষণ॥
অগ্নি রাহু সাগর বক্ষে, শশী ডুবে মনোদুঃখে।
কলঙ্ক ধরিয়া বক্ষে, নিয়ত করে ভ্রমণ॥
নিত্য সুখে নাহি ধরে, অনিত্যে বাসনা করে।
যাহা আসে সুখাকারে, তাতেও রহে দুঃখ মিশ্রণ
যদি উঠে তত্ত্বজ্ঞান, পায় সুখ চিরদিন।
করে আত্ম দরশন, ব্রহ্মানন্দ সর্ব্বক্ষণ॥
সংসারেতে জীব যত, ভোগে দুঃখ অবিরত।
দুঃখে হৃদয় হয় ক্ষত, সুখ মাত্র অল্প ক্ষণ॥

খটভৈরবী—ঝাঁপতাল।

কি ফল রেখে জীবন, হ'ল না যদি সাধন।
সাধন বিনা তাঁরে, কেহ না পায় কখন॥

অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমিয়ে, আসে জীব মানব হ'য়ে।
সাধন ক'রে মুক্তি পেয়ে, কৈবল্যে করে গমন॥
আহার নিদ্রা মৈথুন, মানব আর পশু সমান।
কেবল ইচ্ছা স্বাধীন, পশু মানব করে ভিন্ন॥
মানব হইয়া এসে, যদি না জ্ঞান বিকাশে।
পুনঃ তার কর্ম্ম দোষে, অধম হয় জনম॥
সংসার বাসনা পরিহরি', থাক জীব তাঁরে ধরি'।
তা হ'লে তিনি কৃপা করি', দিবেন তোমায় আত্মজ্ঞান॥
ভক্ত হৃদি কুঞ্জবন, আলো কর দিয়ে জ্ঞান।
পেতে পবিত্র আসন, কর তাঁরে আবাহন॥
তবে তিনি কৃপা ক'রে, আসিবেন জীব অন্তরে।
থেকে তিনি আলো ক'রে, করবেন তার পরিত্রাণ॥

খাম্বাজ—একতালা।

এবার ডুবালে আমায় সংসার সাগর ঘোরে।
নিরাশ হতেছে মন, উদ্ধার উপায় নাহি হেরে।
অসীম সাগর জল, নাহি তল নাহি কূল,
উঠিছে ভীষণ ব্যাল, কাঁপে প্রাণ তাহা হেরে।
আবর্ত্ত ঘুরিছে তায়, তলে বলে ল'য়ে যায়,
উঠিবার নাহি উপায়, পড়ি গিয়ে অন্ধকারে।
তৃষ্ণা তিমি বেগে এসে, ফেলিল আমায় গ্রাসে,
জীর্ণ করে অবশেষে, রাখিল নিজ উদরে।

আসক্তি হ'য়ে অজাগর, জড়াইল দেহ আমার,
শীর্ণ করে কলেবর, গরল সে উদ্‌গারে।
কল্পনা বরুণ বেশে, বাঁধিল আমারে পাশে,
ফাঁস দিয়ে অবশেষে, ল'য়ে যায় আমায় ভিতরে।
বিবেকেরে নাহি পেলে, বৈরাগ্য ভেলা নাহি দিলে,
জ্ঞান আলো না পাইলে, তলেতে থাকিব ম'রে।

সাহানা—ঝাঁপতাল।

ওরে মন বল কেন, হতেছ এত বিচলিত।
পুত্রশোকে কেন তুমি, হইতেছ অভিভূত॥
জেন ইহা নিশ্চয়, সে তোমার কেহ নয়।
সে যে সম্বন্ধ পাতায়, এসেছিল হ'য়ে পুত॥
পূর্ব্বে তোমার শত্রু ছিল, এবার পুত্র হ'য়ে এল।
তোমারে শাস্তি দিল, শোকে করিল তাপিত॥
দ্বৈত জ্ঞানে উঠে ভেদ, তাই জীব করে খেদ।
পরিজনের বিচ্ছেদ, শোকে করে অভিভূত॥
অদ্বৈত জ্ঞান হ'লে, ভেদাভেদ না থাকিলে।
আত্মপর না ভাবিলে, বিচ্ছিন্নে হয় না ক্ষোভিত॥
মায়ামোহ নাহি থাকে, জন্ম মৃত্যু নাহি দেখে।
পড়ে না কভু বিপাকে, অভাবে হয় না দুঃখিত॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

গুণ বৈষম্য হ'ল, বাজিল গগনে।
ওঁকার ধ্বনিত হয়, কাঁপাইয়ে প্রাণে॥
অ উ ম মাত্রাত্রয়ে, সত্ব রজ তমে ল'য়ে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ হ'য়ে, প্রবৃত্ত বিশ্ব সৃজনে॥
ব্যক্ত আর অব্যক্ত শব্দ, বিশ্ব করিল স্তব্ধ।
ব্যক্ত হইয়া পদ, পরিণতি যে বচনে॥
শব্দতে হয় উৎপত্তি, বায়ু তেজ জল ক্ষিতি।
শব্দ ব্রহ্ম ব্যুৎপত্তি, আসিল জীবের মনে॥
শব্দ সৃষ্টির কারণ, শব্দ, ব্রহ্ম হ'ল জ্ঞান।
ল'য়ে শব্দভেদি বাণ, যোজোনা মন শরাসনে॥
যদি লক্ষ্য স্থির ক'রে, শব্দভেদি বাণ মেরে।
বিদ্ধ করিতে পার তাঁরে, সিদ্ধ হবে তবে সে সাধনে॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

জগতের সুখ দুঃখ, মিশ্রিত রহে সর্ব্বক্ষণ।
চির সুখী, চির দুঃখী, না হয় কেহ কখন॥
পীড়া শূন্য হবে দেহ, ধন পূর্ণ হবে গৃহ।
রূপবতী ভার্য্যা প্রিয়, পুত্রগণ গুণবান॥
সকলেই চায় বটে, কিন্তু বল কার ঘটে।
মনোমত কার যোটে, যশ কুল শীল মান॥
অহংজ্ঞান যতদিন, সুখে দুখে রবে মন।
সুখ দুখ মনের ভ্রম, থাকে না হ'লে তত্ত্বজ্ঞান॥

ক্ষুৎপিপাসা প্রাণের ধর্ম্ম, সুখ দুঃখ মনের কর্ম্ম।
পরিলে আত্মজ্ঞান বর্ম্ম, করে না জীবে আক্রমণ॥
আনন্দময়ের আশ্রয় লবে, সুখ দুঃখ না রহিবে।
আনন্দে সদা ভাসিবে, পাবে আনন্দ ভবন॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

কে বোঝে মায়ার তত্ত্ব, মায়াতে বিশ্ব সৃজন।
যাঁর শক্তি হয় মায়া তিনি মায়িক প্রধান॥
অবিদ্যা অজ্ঞান দিয়ে, চিত্তেতে আসে পড়িয়ে।
চিদাভাস তায় হ'য়ে, জীবভাব তায় হয় উৎপন্ন॥
অবিদ্যা অজ্ঞান দিয়ে, আসে মায়া চিত্তে ধেয়ে।
অহংজ্ঞান এসে পড়ে, ভেদাভেদ তাহে করে॥
আমার আমার করে, বাসনা আসিয়া ধরে।
দারা সুত পরিবারে, ভাবে সে হয় আপন॥
সে মায়িকে চিনে লয়, যদি তাঁর কৃপা হয়।
তবে মায়া ছিন্ন হয়, নতুবা রহে বন্ধন॥

পূরবী—কাওয়ালী।

দেখ না উঠিল শুক, পশ্চিম গগনে।
কি হবে ভাবিলে, এখন বিষণ্ণ বদনে॥
যখন সময় ছিল, মনে কভু না আসিল।
নিকট শমন এল, নিতে তোমায় ভবনে॥

এখন ভাবিছ মনে, বিষাদ উঠিছে প্রাণে।
বুঝিলাম না যৌবনে, কি কর্‌ব শেষের দিনে॥
এখন প্রাণে ভয় এল, কিছু না হ'ল সম্বল।
পরিচয় কি দিব বল, গিয়ে তাঁর সন্নিধানে॥
না খুলিল জ্ঞান নয়ন, না এল অন্তরে জ্ঞান।
না হ'ল মন কর্ত্তে সাধন, প্রবৃত্তি না হয় ভজনে॥
এখন করি হায় হায়, না হ'ল জ্ঞান থাক্‌তে সময়।
পরিতাপ বিষময়, এখন আসিল প্রাণে॥
ডাকি এখন দয়াময়ে, যদি তাঁর কৃপা হ'য়ে।
লন আমায় উদ্ধারিয়ে, দিয়ে স্থান নিজ চরণে॥

পিলু বারোঁয়া—খেমটা।

হয়েছে রক্ত পঁচিশে সতত উদ্ধত মন।
ধরলে পরে বাহাত্তুরে জান্‌বে এ দেহ কেমন।
যৌবনের মদগর্ব্বে—তুচ্ছ মুচ্ছ কর সর্ব্বে,
তোমার চিৎকার রবে—ব্যস্ত হয় পরিজন।
বাহাত্তুরে হ'লে পরে—বার্দ্ধক্য আসিয়া ধরে,
জরজীর্ণ হ'লে পরে—চক্ষে করে দৃষ্টি হীন।
ভীমরতি তবে হবে—হিতাহিত না বুঝিবে,
মস্তিষ্ক-বিকৃতি হবে—পদে পদে হবে ভ্রম।
দেহ হবে বল শূন্য—চলিবে না আর চরণ,
কটি হবে যে ভগ্ন—জিহ্বা হবে রসহীন।

নিকট হবে ধার্য্য দিন—দাঁড়াবে এসে শমন,
ক'রে তোমায় আকর্ষণ—ল'য়ে যাবে নিজ ভবন।

বেহাগ—একতালা।

বিশ্বরূপী পক্ষী দেখ করিতেছে বিচরণ।
চঞ্চুপুটে ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে ক'রে ধারণ॥
অনন্ত শক্তি—তাহে জন্মিল প্রকৃতি
জগৎ হইল সৃষ্টি—এ চতুর্দ্দশ ভুবন॥
পাখী দুই পাখা দিয়ে—রাখে যে বিশ্ব ঢাকিয়ে।
বিশ্ব তাহে লীন হ'য়ে—রহিয়াছে চিরদিন॥
পাখীর সহস্র আঁখি—সকলে দেখিছে রাখি।
নিজে অন্তরীক্ষে থাকি—অন্তর করে ঈক্ষণ॥
কর্ণ নাই শুনে সব—সকলি তাঁর বিভব।
সূর্য্য চন্দ্র আদি সব—অঙ্গেতে রয়েছে লীন॥
চিত্রকর তুলি ধ'রে—রেখেছে অঙ্গ চিত্র ক'রে।
দেব নর গন্ধর্ব্ব কিন্নরে—দেহে হয় দরশন॥
হেরিলে পাখীর বরণ—মুগ্ধ হয় মন প্রাণ।
দেখ খুলে জ্ঞান-নয়ন—দেখিবে সকলি ব্রহ্ম॥
অব্যক্ত আদিতে ছিল—চরাচরে ব্যক্ত হ'ল।
পাখী বিশ্বে আছে কেবল—আর সব হয় ভ্রম॥

ললিত—একতালা।

অনিত্য আশারই আশে, কেন বদ্ধ থাক মন।
আশা পাশে বদ্ধ হ'য়ে, ঘুরিতেছে জীবগণ॥
আশা মরীচিকা সম, বালুকাতে জল ভ্রম।
গিয়ে পড়ে জীবগণ, হারায় পিপাসায় প্রাণ॥
আশা পূর্ণ নাহি হ'লে, জীব যে আগুনে জ্বলে।
অতৃপ্ত আশারই ফলে, হারাইয়া ফেলে জ্ঞান॥
আশাপাশ ছিন্ন কর, তাঁরে প্রাপ্তি আশা কর।
অনিত্য আশারই ডোর, হ'য়ে যাবে ছিন্ন ভিন্ন॥
আশা যাইলে পরে, বাসনা আসে না অন্তরে।
কল্পনা আর নাহি করে, উঠে তবে ব্রহ্মজ্ঞান॥
সে চরণ আশা ক'রে যাওনা সাধনা ক'রে।
শেষে যাবে ব্রহ্মপুরে, হবে না আর জনম॥

——

ভৈরব—চৌতাল।

মন স্থির ক'রে, জ্যোতি ধ'রে ভাবরে অন্তরে।
সে জ্যোতি যে আলো করে, হৃদয় মাঝারে॥
সে জ্যোতিরই বর্ণনা, কেহ করিতে পারে না।
নাহি তারই তুলনা, জ্যোতি ব্যাপ্ত চরাচরে॥
এ জগত মাঝারে, জ্যোতি আছে নানা আকারে।
যদি পার তারে ধরিবারে, মন প্রাণ যাইবে যে ভরে॥
সে জ্যোতি ভাবি হৃদয়ে, তুমি জ্যোতি যাবে হ'য়ে।
যাইবে সে জ্যোতিতে মিশায়ে, আর সত্তা না থাকিবে ভিন্নাকারে॥

অতএব ধ্যান ধর, ভাব জ্যোতি নিরন্তর।
পূর্ণ কর তব অন্তর, চিতানন্দে যাবে ভ'রে॥
পরম আনন্দ পাবে, আমিত্ব তোমার ঘুচে যাবে।
তুমি সংসারে রবে, চিন্ময় আকার ধ'রে॥
ভাব কেন অনিত্য ভাবনা, সুখ দুঃখ আর রবে না
সবে হব সমান ভাবনা, চিদানন্দ পাবে অন্তরে॥
যদি হও ভাগ্যবান, আলোকিত হবে মন।
পবিত্র হইবে মন প্রাণ, মিশেযাবে একাকারে।

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

ওরে বিধাতা কেন, আমায় নিদয় হ'লে।
কেন বল আমাকে, অন্ধ ক'রে রাখিলে॥
দেহেরই সর্ব্বস্ব ধন, হয় যে দুটি নয়ন।
বল কেন সে রতন, এখন তুমি কেড়ে নিলে॥
দেখি সব অন্ধকার, দেখিতে না দিলে আর।
কি আকার, কি প্রকার, বুঝিতে ত নাহি দিলে॥
মনের তম নাহি গেল, বাহ্য তম আবার এল।
বাহ্য অন্তর সমান হ'ল, বল তুমি কি করিলে॥
জ্ঞান-নয়ন না খুলিল, চক্ষের দৃষ্টি এবে গেল।
নিরাশা মনে আসিল, শান্তি আমায় নাহি দিলে॥
না দেখিতে পাই সূর্য্য, গেল মনের বল বীর্য্য।
আর থাকে না আমার ধৈর্য্য, বল পাব কোথা গেলে

শশাঙ্ক উঠে আকাশে, জগত তাহে প্রকাশে।
তাহে নিশা তম নাশে, কিরণে সকলই জ্বলে॥
নিশা নারী বেশ ধরি', আসে তারাহার পরি'।
উজ্জ্বল করে শর্ব্বরী, হেরিলে যে মন টলে॥
আমারই যে দুনয়ন, পায় না যে সে কিরণ।
তারা জনমেরই মতন সর্ব্ব জ্যোতি যে হারালে॥
প্রারব্ধ কর্ম্মেরই বশে, গেল দৃষ্টি অবশেষে।
ফেলে আমায় বহু ক্লেশে, চক্ষুহীন যে করিলে॥

ভীমপলশ্রী—একতালা।

সংসার পিঞ্জর মাঝে, রেখেছে জীব কুঞ্জরে।
কিসেতে নির্ম্মিত তাহা, ভাঙ্গিবারে নাহি পারে॥
তার মধ্যে ঘোরে ফেরে, বাহির হ'তে নাহি পারে॥
পায়েতে শৃঙ্খল প'রে, বেড়াইছে তার ভিতরে।
দুই দন্ত ধরে করী, বিবেক বৈরাগ্য নাম করি।
বিরক্তি হইলে তারই, দন্তদ্বয় বাহির করে॥
যদি ভাঙ্গিয়া পিঞ্জর, কভু হয় সে বাহির।
হস্তী পালক বলে ধর, দৌড়ে আসে ধরিবারে॥
তখন করী তারে ধ'রে, লয় শুণ্ডে জড়াইয়ে।
ফেলে ভূমে আছাড়িয়ে, কিন্তু প্রাণে নাহি মারে॥
হস্তী নাহি দেখে চক্ষে, খায় ফল বৃক্ষে বৃক্ষে।
বেড়ায় অরণ্য কক্ষে মুক্তি সে পাইবার তরে॥

যদি থাকে তার বাসনা, করে তত্তারে নোওয়া যে
ক'রে আপনায় বঞ্চনা, আবর্ত্তেতে ঘুরে পড়ে ॥
বাসনারে লয় ক'রে, যদি সে যাইতে পারে।
তবেই এড়াতে পারে, নতুবা সে পড়ে ফেরে ॥
যিনি করেছেন সংসার, মন প্রাণে তাঁরে ধর।
নতুবা নাহিক পার, রাখিবে জেনে অন্তরে।

পিলু—আড়খেমটা।

ব'সে কি ভাব্‌ছ রে মন, তোর নাহিক জনম মরণ।
জীব চক্রবৎ কেবল করিছে ভ্রমণ ॥
কর্ম্মফলে দেহ হয়, কর্ম্মফল ভোগ তায়।
ভোগান্তে হয় দেহ লয়, আসা যাওয়া পুনঃ পুনঃ ॥
জনম মরণ যেন, প্রকৃতির হয় ক্রম।
তোমার নাহি মরণ, জনম না হয় কখন ॥
স্বীয়রূপে চিরদিন, আছ তুমি বর্ত্তমান।
না ঘটিলে নির্ব্বাণ, হবে গমনাগমন ॥
আছে যে দেহ ধ'রে, পঞ্চভূত মিল ক'রে।
রেখেছে তোমায় গ'ড়ে, শিল্পী যে করেছে নির্ম্মাণ ॥
মাংস অস্থি দিয়ে তাবে, পঞ্চকোষ রাখে ভিতরে।
বহে রক্ত শিরে শিরে, বায়ু পঞ্চ করে গমন ॥
কেবল চৈতন্য দেয়, বারেক না ভাবে তায়।
আমি বল্‌তে কারে বুঝায়, হয় সে পরমাত্মন ॥
অবিনাশি নির্ব্বিকারি, পরিণাম নাহি ত্যারি।
খেলা যে সব মায়ারই, ভেদাভেদ হয় জ্ঞান ॥

যে হয় পরমাত্মন, জীব ভাব করেন গ্রহণ।
চিত্তে হ'লে বিম্ব পতন, জীব হয় ভাসমান॥
জীবভাব যবে যাবে, মায়া স'রে দাঁড়াইবে।
আপনায় দেখিতে পাবে, তুমি হও পরমাত্মন॥
ভীত না হইবে মন, আস্‌বে না আর শমন।
থাক্‌বে না জনম মরণ, থাক্‌বে হ'য়ে আত্মারাম॥

নট ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

সংসার কারাগারে দিয়েছ আমায় পূরে।
জানি না কেমন পথ যাইবারে বাহিরে॥
আসক্তি শৃঙ্খল দিয়ে, রেখেছ পদ বাঁধিয়ে।
আশা দণ্ডেতে ঘেরিয়ে, রাখ আমায় বদ্ধ ক'রে॥
বাসনা মম হৃদয়ে, রেখেছ যে চাপাইয়ে।
তাহার চাপেতে হিয়ে, কাতর করে আমারে॥
সংকল্প বিকল্প এসে, চাপিয়ে আছে যে ব'সে।
তারা আমার স্কন্ধ দেশে, অস্থির করেছে ভারে॥
দারা পুত্র পরিবারে, রয়েছে আমার কটী ধ'রে।
দেয় না আমায় যাইবারে, ত্যজিয়ে এ কারাগারে॥
দিয়েছে যে কর্ম্মের ভার, শেষ যে নাহিক তার।
কিছুতে নাহিক পার, ছাড়েনা যে আমারে॥
ইচ্ছা হয় যাই পলায়ে, তৃষ্ণা এসে দাঁড়ায় দ্বারে।
যাইতে না দেয় আমারে, ধ'রে রাখে কারাগারে॥
কর্ম্ম যদি নাহি হয়, লোভ যে শাস্তি দেয়।
তাড়না করে আমায়, বসিতে না দেয় আমারে॥

মিনতি তব সকাশে, মুক্তি দাও মা আমায় এসে।
রেখ না আর কারাবাসে, লও আমায় উদ্ধার ক'রে

খটভৈরবী—ঝাঁপতাল।

এ জীবন জেন রহিবে না চিরদিন।
কালবশে আসে জীব, কালে করে
সপ্তদশ ধাতু ল'য়ে, পঞ্চভূত তায় মিশায়ে।
পঞ্চ তন্মাত্রা তাহে দিয়ে, রাখে তায় দিয়ে চেতন॥
কালচক্রে দেখ তারা, পরস্পরে হয় ছাড়া।
জগতের এই ধারা, সংযোগ আর পরিবর্ত্তন॥
ক্ষণে আসে ক্ষণে যায়, জীব না বুঝিতে চায়।
মদগর্ব্বে মত্ত হয়, নাশিছে অন্যের প্রাণ॥
তৃষ্ণার তাড়নেতে, প্রবৃত্ত হয় রণেতে।
ভুলে ভ্রাতৃভাব তাতে, করিছে অস্ত্রধারণ॥
স্বার্থ যশের তরে, কত নরহত্যা করে।
ভাবে না যে পরস্পরে, একজনের সৃজন॥
দেখনারে রণস্থলে, রুধিরের স্রোত চলে।
দয়া-ধর্ম্ম যায় ভুলে, রাজ্যলোভে রত মন॥
হায় কি দুঃখের কথা, মনেতে পায় না ব্যথা।
কোথা হে জগৎ পিতা, দাও সবে তত্ত্বজ্ঞান॥
প্রসারিয়ে নিজকর, তব সৃষ্টি রক্ষা কর।
দুর্বৃত্তেরে শাস্ত কর, হউক জীবের কল্যাণ॥

পূরবী—কাওয়ালী।

না ব'লে না ক'য়ে যাও মন পলাইয়ে।
বশ্য না হ'ও কভু, যতনে কিবা স্নেহে॥
তোমায় স্থির করিবারে, ডেকে আনি অহঙ্কারে।
সে আসে চিত্ত বুদ্ধি সঙ্গে ক'রে, পশ্চাতে চৈতন্য দিয়ে॥
হৃদয় গৃহেতে তুমি, থাক হ'য়ে ক্ষেত্রস্বামী।
নিত্য বস্তু নাহি জানি, অনিত্যেতে যাও যে ধেয়ে॥
সূক্ষ্মস্থলে কর প্রবেশ, থাক না কাহার পাশ।
কখন কোথায় কর বাস, পাই না আমি ভাবিয়ে॥
অন্ধকার নির্জ্জনেতে, বসাইয়া দিলে ধ্যানেতে।
পার না যেন স্থির থাকিতে, বারে বারে এস ঘুরিয়ে॥
এবার ক'রেছি মনে, সমাধিতে আন্‌ব টেনে।
নির্জ্জীব করিয়া প্রাণে, রাখিব বেড়ী পরাইয়ে॥
পার্‌বে না যেতে বাহিরে, থাক্‌তে হবে নিজপুরে।
কেবল ডাক্‌বে পরাৎপরে, স্মরিয়ে রবে পড়িয়ে॥

বেহাগ—একতালা।

মন হওরে সন্ন্যাসী।
হ'য়ে গৃহত্যাগী, হও গিয়ে বনবাসী॥
প্রবেশি' গিরিকন্দরে, সদা থাক ধ্যান ধ'রে।
সদা ভাবরে অন্তরে, দেখা দেবেন তিনি আসি'॥
হোম কুণ্ড হৃদে জ্বালিয়ে, হিংসা দ্বেষ দাও ফেলিয়ে।
অবিদ্যায় আহুতি দিয়ে, শান্তি ভুঞ্জ দিবানিশি॥

মায়ারই দৃঢ় বন্ধন, যাতে দহে মনঃপ্রাণ।
কর তারে ছেদন, করে ধ'রে জ্ঞান অসি॥
আত্মতত্ত্ব কর সার, আত্মাতে বিশ্রাম কর।
পাইবে সুখ অপার, ফেলিবে তিমিরে নাশি'॥
আত্ম অনুভূতি হ'লে, ভাসিবে আনন্দ-সলিলে।
যাইবে ভবেরই কূলে, সর্ব্বদুঃখ ফেলি' বিনাশি'॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

এস নাথ বস এসে, আমার জীর্ণ কুটীরে।
জানিনা কোথায় স্থান, দিব তোমারে॥
সকলই কালিমা ভরা, নাই স্থান শুদ্ধ করা।
ভাবিয়া হতেছি সারা, বলিতে যে লজ্জা করে॥
গেল যে সারা জীবন, কল্লাম না তোমার স্থান।
রহিলাম হ'য়ে অচেতন, চৈতন্য কেহ নাহি করে॥
মায়া নিদ্রায় অভিভূত, হ'লাম না তোমায় জ্ঞাত।
কামিনী কাঞ্চনে রত, রহিলাম অনিত্যে ধ'রে॥
দেখিলাম নানা স্বপন, হ'লাম না কভু জাগরণ॥
রেখেছে ঘেরে অজ্ঞান, রহিয়াছি অন্ধকারে॥
কুটীর যে জীর্ণ হ'ল, শমন এসে দাঁড়াইল।
প্রাণ কেঁদে উঠিল, ডাকি তোমায় তাই কাতরে॥
এখন এসে আলো কর, প্রবেশ কুটীর অন্তর।
তাহ'লে মম অন্তর, থাকিবে তোমারে ধ'রে॥

আঁখি জলে ধুয়ে লব, ও পদ সদা সেবিব।
হৃদয়েতে বসাইব, দিব না কখন ছেড়ে ॥

পরজবাহার—একতালা।

উঠিল অনাহত ধ্বনি করয়ে শ্রবণ।
সে ধ্বনি শুনিলে জীবে, হয় তার পরিত্রাণ ॥
মেরুদণ্ড হয় বীণা, আছে মাঝে সুষুম্না।
ঈড়া পিঙ্গলা পার্শ্বে টানা; ঝঙ্কারে দিতেছে তান ॥
প্রাণ অপান সমান, উদান আর ব্যান।
বিস্তারিয়ে তিনগ্রাম, তুলিছে সুমধুর তান ॥
জ্ঞান কর্ম্ম ইন্দ্রিয়গণ, বীণার হয় যে কাণ।
দিয়ে তন্ত্রীতে টান, করিতেছে যে মূর্চ্ছন ॥
মন বুদ্ধি চিত্ত আর, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার।
দিতেছে তারা ঝঙ্কার, ধরিয়ে সুমধুর তান ॥
যে শুনে তার গান, থাকেনা তার অহংজ্ঞান।
লয় হয় মন প্রাণ, ভুলে যায় তাল মান ॥
অতএব ওরে মন, সে গান কর শ্রবণ।
ভবে পাবে পরিত্রাণ, উঠিবেরে তত্ত্বজ্ঞান ॥
আত্মা থাকি' অভ্যন্তরে, বাজাইতেছেন তারে তারে।
ক'রে গান সপ্তসুরে, দেন তারে ব্রহ্মজ্ঞান ॥

ললিত—একতালা।

এ দেহ তরণী তোমার কে করিল নির্ম্মাণ।
জানিতে তাঁহারে তুমি; করনা সন্ধান ॥

তরণী দেখ গড়িয়ে, সাগরে দিল ভাসায়ে।
স্রোতেতে যাও ভাসিয়ে, কোথা যাবে দেখ না কখন॥
দিক্ নির্ণয় যন্ত্রেতে, ল'য়ে যাবে ঠিক পথেতে।
যদি না ধরে প্রবৃত্তিতে, পাইবে শান্তির স্থান॥
বৃহৎ বটে ব্যাল খেলে, নিবৃত্তি তৈল দাও ঢেলে।
তাহ'লে কভু অকূলে, তরি হবেনাক মগ্ন॥
বাসনা বাতাস এলে, কল্পনা ঝটিকা পেলে।
দৃঢ় ক'রে জ্ঞান হালে, বিবেক রশি কর বন্ধন॥
ইন্দ্রিয় কুবাতাসে ঘেরে, রিপু এসে জোর করে।
ধর গিয়ে কর্ণধারে, করিবেন পরিত্রাণ॥
নতুবা সাগর জলে, আসক্তি টানিবে তলে।
হারাবে পথ অকূলে, জীবনে যাবে জীবন॥

রামকেলী—সুরফাঁকতাল।

এবার বুঝি আঁখি আমার বুজিল।
বিশ্বের সুন্দর শোভা, জনমেরই মতন আর নাহি দেখিল॥
যতদিন হ'ল শেষ, দিল আমায় অশেষ ক্লেশ।
না জানি কি হবে শেষ, নিরাশ মনে আসিল॥
চক্ষের যে জ্যোতি ছিল, এবে অস্তমিত হ'ল।
পুনঃ উদয় না হইল, দীপ্তি আর না আসিল।
অন্ধকার সব দেখি, সতত হই অসুখী।
আমার মতন আর দুঃখী, নয়ন নাহি হেরিল॥
প্রারব্ধ কর্ম্মেরই ভোগ, করিতে পারেনা ত্যাগ।
মনে ছিল যে সব সাধ, আজ সব লুকাইল॥

দেখি সব অন্ধকার, বিষণ্ণ হ'ল অন্তর।
উপায় না দেখি আর, বাঁচিবার সাধ গেল॥
এখন সে পরাৎপরে, রাখিব হৃদয়ে ধ'রে।
দেখিব আলো অন্ধকারে, হৃদয় পাইবে আলো॥

———

কালাংড়া—কাওয়ালী।

বাল্যকালে খেলা ক'রে, করিলে কাল হরণ।
যৌবনে কামিনী সঙ্গে রস রঙ্গে গেল দিন॥
যখন বার্দ্ধক্য এল, লোভ আসক্তি বেড়ে গেল।
বিষয় জপমালা হ'ল, প্রাণপণে কর অর্জ্জন॥
জরাজীর্ণ যবে আশে, তখন মায়ারই বশে।
বদ্ধ থাক বিষয় পাশে, ত্যজিতে ভয়ে ব্যাকুল প্রাণ॥
শমন এসে ল'য়ে যাবে, কে বিষয় ভোগ করিবে।
কাতর তুমি তাই ভেবে, কত ব্যবস্থা কর তখন॥
যবনিকা পড়্‌বে যবে, তুমি বা কোথায় যাবে।
ধন পুত্র কোথা রবে, হবেনাত কভু স্মরণ॥
তবে জীব লহ জ্ঞান, সঙ্গে যাবে যেই ধন।
তার কররে যতন, বৃথা নষ্ট ক'রনা জীবন॥

———

কালাংড়া—আড়খেমটা।

মন হওরে মগন প্রেম পারাবারে।
পাইবে অমূল্য নিধি, ডুবিলে সে সাগরে॥
সে যে হয় অমৃতহ্রদ, পাইলে তারি আস্বাদ,
ত্যজিয়ে বিষয় সম্পদ, ডুবিয়া থাকে ভিতরে॥

ভাব তরঙ্গ উঠিয়ে, দেয় হৃদয় গলাইয়ে।
ফ্যালে জ্ঞান হারাইয়ে, পড়ে গিয়া একাকারে॥
প্রেমেতে মজিলে মন, নাহি চাহে রাজ্যধন,
প্রেমাস্পদে করে সন্ধান, ধ্যানে তাঁরে ধরিবার তরে॥
কামনারে বিসর্জ্জিয়ে, প্রেমেতে যাও ডুবিয়ে,
ইষ্টেরে ধ্যানে ধরিয়ে, বেড়াও তথা যাও সাঁতারে॥
পরম আনন্দ পাবে, শান্তিসুখে সদা রবে,
মহাভাব তোমার হবে, আসিবেনা আর ফিরে॥



কেদারা—ঢিমা।

সংসার সাগর করিলে মন্থন।
বল কি সুখ তুমি, পাইলে আজীবন।
মনে মন্থদণ্ড করিয়ে, বাসনা রজ্জু তাহে বাঁধিয়ে।
প্রবৃত্তি দিয়া টানাইয়ে, উঠাইলে গরল॥
ঈর্ষা হিংসা বিষদ্বয়ে, রাখিবে তোমায় ঘেরিয়ে।
বিষে দুঃখ উপজিয়ে, জ্বালাইবেরে চিরদিন॥
শান্তি সুধা কোথা পাবে, নিবৃত্তিরে যদি না আনিবে।
তত্ত্বাগুন জ্বালাইবে, হবে দুঃখ অবসান॥
সংসার ত্যাগ কর, বিষয় বাসনা ছাড়।
পাইবে সুখ অপার, আত্মাতে হবে বিশ্রাম॥
অতএব সাবধান, করনা অনিত্যে ধ্যান।
নিত্যে সঁপ মম প্রাণ, মিলিবে পরমাত্মন॥

বাহার—একতালা।

জাগিল মম হৃদয়, হইল সে সচেতন।
এতদিনে কাটিল বুঝি, আমারই মায়ারই ঘুম॥
অন্তরে উদিল জ্ঞান, খুলিল জ্ঞান নয়ন।
প'রে প্রাজ্ঞ অঞ্জন, করিছে জ্যোতি দরশন॥
রবে না সংসার বাসনা, কর্‌বে কেবল উপাসনা।
রবে না ভব যন্ত্রণা, পেয়ে জন্ম পুনঃ পুনঃ॥
অনিত্য আশারি পাশে, যাবে না তার পাশে পাশে।
পড়িবে না আর ক্লেশে, অনিত্যে আর দিবে না মন॥
আসক্তি আর কল্পনা, দিবে না আর যাতনা।
কর্‌বে না তারা আর বঞ্চনা, হবে আনন্দিত প্রাণ॥
আর সে মনেরই ভ্রমে, দেখ্‌বে না কামিনী কাঞ্চনে।
পড়্‌বে না কটাক্ষ বাণে, হের্‌বে না আর কামিনী বদন॥
জ্বলিয়ে তৃষ্ণা অনলে, ডুবিবে না আর সাগর সলিলে।
শূন্যে উঠিয়া অনিলে, করিবে না ধন উপার্জ্জন॥
থাক্‌বে না আর ধন পিপাসা, রবে না বিষয় আশা।
সকলে হ'য়ে নিরাশা, শান্ত হ'য়ে থাকিবে মন॥

ললিত—একতালা।

বাজিল হৃদয়গ্রন্থি, অন্তরেরি তার।
উঠিল মধুর ধ্বনি, মনোমুগ্ধকর॥
ধ্বনি বলে ওরে জীব, জানিলে না নিজ শিব।
রহিলে হইয়া শব, পাইয়া মানবাকার॥

হ'ল না তোমারি জ্ঞান, মায়াঘুমে অচেতন।
ভাঙ্গিল না তোর সে ঘুম, রহিল ঘোর অন্ধকার॥
সত্ত্ব, রজ, তম গুণ, হ'য়ে আছে মনেতে লীন।
তত্ত্ব জ্ঞানে ক'রে ক্ষীণ, রজ তমে আছে হ'য়ে ভোর॥
সে ধ্বনি ডাকিয়া কহে, থাক তুমি সত্য ল'য়ে।
রজ তম দাও ফেলিয়ে, যাইবে মনের তিমির॥
ঐশ্বরিক বচন ধর, শুন যা বলে অন্তর।
উদিবে জ্ঞান দিবাকর, নাশিবে অজ্ঞান অন্ধকার॥
তোমার ভিতরে সব আছে, যদি লইতে পার বুঝে।
যাইতে হবে না অন্যের কাছে, পাইবে সকলই ঘরে নিজের॥
মায়ারই কুহকে প'ড়ে, সত্য জ্ঞানকে দিও না ছেড়ে।
বলিবেন তিনি অন্তরে, অন্তরে উপদেশ ধর॥
সেই মত কার্য্য কর, ঈশ্বরের বাণী ধর।
কার্য্যে হও তৎপর, পবিত্র কর ভিতর॥

বেহাগ—ঠেকা।

এখন আসিল আমার, অন্তিম কাল।
যুগল নয়ন দেখ জ্যোতি হারাইল॥
প্রাণ অপান হইল সমান, নিশ্বাস পবন ক্রমে স্থির হইল।
অজ্ঞান তিমির ঘেরিল, অন্তর জ্ঞান দিবাকর অস্তমিত হইল
ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হ'ল, মনেরি ভ্রম ঘটিল।
স্মরণ আর না রহিল, সংসার হইল ভুল॥
রক্ত শিরায় নাহি বহে, কষ্ট আর নাহি সহে।
প্রাণ বায়ু নাহি বহে, সবই স্থির হ'য়ে এল॥

এখন নিজ অন্তরে, ভাব সেই পরাৎপরে।
রাখ তাঁহারে অন্তরে, এ সময় যেন হয় না ভুল ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

আমার হৃদয় মাঝে, জ্বলিল আগুন।
আহা কি উজ্জ্বল জ্যোতি, হেরিতে না পারে নয়ন।
সে জ্যোতির প্রকাশে, মন আনন্দেতে ভাসে।
ছিল যে মায়ারই পাশে, হ'য়ে গেল ছিন্ন ভিন্ন ॥
মনে যে বাসনা ছিল, সে আগুনে পুড়ে গেল।
মন বিশুদ্ধ হ'ল, বিস্তারিল বিমল কিরণ ॥
ঈর্ষা দ্বেষ হিংসা ছিল, তাহাও ত সব গ'লে গেল।
জ্ঞানের উদয় হ'ল, ঘুচিল তিমির অজ্ঞান ॥
অবিদ্যা আর অজ্ঞান, মায়া আর বন্ধন।
ভস্ম কর দিয়ে আগুন, আর হইবে না কভু অবসন্ন
সে আগুনে দাও ঝাঁপ, থাকিবে না আর ত্রিতাপ।
পুড়ে যাবে পাপ তাপ, পাবে তুমি তত্ত্বজ্ঞান ॥
অহংজ্ঞানে পুড়াইবে, তব সত্তা না থাকিবে।
দ্বৈতাদ্বৈত ঘুচে যাবে, হইবে পরমাত্মন ॥

বেহাগ—ঢিমা।

জীর্ণ তরি পাপে ভরি, কালবশে ভগ্নপ্রায়।
অনন্ত সাগর মুখে, সদা সে যে ধেয়ে যায় ॥
আরোহী যে'তরি পরে, পুরুষ নিয়ত ঘোরে।
যায় দেশ দেশান্তরে, তৃষ্ণা র তাড়নায় ॥

বাসনা বাতাস আসে, অকূলে যায় সে ভেসে।
আসক্তি যে অবশেষে, বেঁধে রাখে তায়॥
ঝড়েতে পড়িছে তরি, কুজ্ঝাটিকা তারই পরি।
সব আশা পরিহরি, আবর্ত্তেতে ঘুরায়॥
মন কর্ণধার হ'য়ে, ছ'জনায় দাঁড়ি ল'য়ে।
সাগরেতে যায় ধেয়ে, না জানে পড়িবে কোথায়॥
ধ্রুবতারা যদি দেখে, যায় তরি তারই দিকে।
পৌঁছিতে পারিবে সুখে, নাহি থাকে কোন ভয়॥
তরির যে আরোহী থাকে, কেহ নাহি দেখে তাঁকে।
যে দেখিতে পায় তাঁকে, সে যে কূলেতে পৌঁছায়॥
তরণীরে ছেড়ে দিয়ে, আরোহীরে ধর গিয়ে।
(তাহ'লে) যাবে না আবর্ত্তে প'ড়ে, বন্দরে পৌঁছায়।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

এবার আমার কুণ্ডলিনী জেগেছেন।
মূলাধার হ'তে, বরুণ চক্রে এসেছেন॥
সেথা জলকেলি ক'রে, সুষুম্না পথ ধ'রে।
আসিয়া যে মণিপুরে, ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করেছেন॥
অনাহত চক্রে গিয়া, বিষ্ণুগ্রন্থি ছেদ করিয়া।
বিশুদ্ধ পদ্মে আসিয়া, হর দেহে গিয়াছেন॥
ভ্রূমধ্যেতে গিয়া, রুদ্র গ্রন্থি ভেদ করিয়া।
সহস্রারে বসিয়া, শিব শক্তিতে মিশেছেন॥
মম দেহ অভ্যন্তরে, আছেন তিনি আলো ক'রে।
সমাধি হইলে পরে, হবে আমার দরশন॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

দে মা আমার সমাধি ক'রে।
তৃপ্ত করিবে নয়ন, তোমারে হেরে॥
জানিনা মা কি দেখিব, কি আলো হৃদয়ে পাব।
হয় না আমার অনুভব, হইবেই বা কি ক'রে॥
যদি না হেরে নয়ন, কি ক'রে বুঝিবে মন।
শুনিলে অন্যের বচন, ধারণা হয় কি প্রকারে॥
দাও গো মা দরশন, বুঝিয়া লইবে মন।
উদয় হইবে জ্ঞান, রাখিবে তোমায় অন্তরে॥
সমাধি হইলে পরে, দেখিতে দেখিতে তোমারে।
যাবে দেহ ত্যাগ ক'রে, আসিবেনা আর ফিরে॥
ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাবে, প্রাণ বায়ু বাহির হবে।
সংসারে আর না আসিবে, থাকিবে তোমারে ধ'রে॥

ভৈরবী—একতালা।

কালরূপী পক্ষী দেখ আছে বিশ্বে চিরদিন।
অনাদি কাল হ'তে, করিতেছে বিচরণ॥
কবে এল কোথা হ'তে, কেহ না পারে বলিতে।
বর্ত্তমান এই বিশ্বেতে, আছে সে যে সর্ব্বক্ষণ॥
দুই পক্ষ আছে তার, এক শ্বেত আর অন্ধকার।
সর্ব্বত্রে গতি তার, অনুক্ষণ করে ভ্রমণ॥
সৃষ্টি আর প্রলয়, হয় তার পদদ্বয়।
এক পদে এক সময়, করে সে যে গমন॥

চঞ্চু তার ক্ষুরধার, চূর্ণ করে গিরিবর।
কাহার নাহিক পার, স্থাবর কিম্বা জঙ্গম॥
গ্রীবা দীর্ঘ বলবান, করিলে মুখ ব্যাদান।
সকলে করে ভক্ষণ, যবে করে আকর্ষণ॥
দাম উদর তায়, পূরণ কভু নাহি হয়।
নাহিক তার সময়, সদা করিছে চর্ব্বণ॥
যখন উদ্গার করে, আনে সবে বিশ্ব মাঝারে।
পুষ্টি তারে ক'রে পরে, করিয়া ফেলে ভক্ষণ॥
সে পক্ষীর কোথা নীড়, জানা নাহিক কাহার।
থাকে সে বিশ্ব মাঝার, দেখে না কেহ কখন॥
সে পক্ষী পাড়িলে ডিম্ব, তাতে হইল ব্রহ্মাণ্ড।
স্বর্গ হয় ঊর্দ্ধ খণ্ড, অপরে মর্ত্ত্য সৃজন॥
সে পক্ষীর দু'নয়ন, জ্বলিতেছে রাত্রদিন।
এড়ান দৃষ্টি কঠিন, তীক্ষ্ণ তার দরশন॥
কারো কথা নাহি মানে, রোদন সে নাহি শোনে।
ক্ষুদ্র কিম্বা বলবানে, ক'রে লয় আকর্ষণ॥
যবে সে ছাড়ে নিশ্বাস, সমূলে নাশে যে দেশ।
ত্যজিলে সে পুরীষ, হয় সবে ভাসমান॥
সে নয় কারো অধীন, কেবল আছেন একজন।
তিনি সর্ব্বশক্তিমান, পক্ষী করেন পোষণ॥
যদি তাঁরে ধ্যানে ধর, নখাঘাত এড়াতে পার।
নতুবা নাহিক পার, হারায় সবে জীবন॥

———

বেহাগ—ঢিমা।

কে তুমি কি জানিয়াছ মন।
নিশ্চয় জানিবে তুমি, দেহ নয় রে কখন ॥
যদি তুমি দেহ হ'তে, অচৈতন্য না হইতে।
এ দেহ যে থাকিতে, হ'ত না তব মরণ ॥
পঞ্চভূত একত্র হ'য়ে, রাখে বটে দেহ গ'ড়ে।
চৈতন্য তায় না আসিলে, হয় না কভু চেতন ॥
যখন চৈতন্য যায়, তখন ত দেহ রয়।
তাহে কার্য্য নাহি হয়, হ'য়ে রহে প্রাণহীন ॥
রূপ নামে ভেদাভেদ, জীবে করিতেছে ভেদ।
নাম রূপ কর ছেদ, সবে হবে এক প্রাণ ॥
ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ, ব্যোম সংযোগে গঠিত।
তাতে না হয় জীবিত, না থাকিলে পুরুষ চৈতন ॥
জানিবে ইহা নিশ্চয়, ভূত পঞ্চ জড় হয়।
প্রকৃতির কার্য্য নয়, দিতে জীবের চেতন ॥
পুরুষে বলে উদাসীন, সৃষ্টি করে প্রধান।
সাংখ্যের এ বচন, বেদান্তে হয় খণ্ডন ॥
ব্রহ্ম চৈতন্য পশ্চাতে, চেতন দেয় জীবেতে।
জেনে এ দেহ ক্ষেত্রেতে, কার্য্য করেন পরমাত্মন ॥
যিনি রহেন অভ্যন্তরে, তাঁরে ভাব না অন্তরে।
ভাবিলে সে পরাৎপরে, থাক্‌বে না আর বন্ধন ॥

মিশ্র ললিত—একতালা।

বল পাখি, একি দেখি, বদ্ধ রয়েছ পিঞ্জরে।
নিজ কর্ম্মদোষে, ব'সে থাকিতে হবে ভিতরে॥
যেমন কর্ম্ম ক'রেছিলে, তেমনি ফল পাইলে।
ফল শেষ না হইলে, বেড়াবে নিয়ত ঘুরে॥
কত বন, আর উপবন, বেড়াও ক'রে ভ্রমণ।
ক'রে ফল আস্বাদন, যাও যে চক্রেতে প'ড়ে॥
শুন শুন ওরে পাখি, যাও তুমি লক্ষ্য রাখি'।
একজন আছেন সাক্ষী, রাখেন তোর কর্ম্ম ধ'রে॥
পেলে না এখনও শিক্ষা, না হ'ল গুরুর দীক্ষা।
পুনঃ পুনঃ হয় পরীক্ষা, পেতে হয় যন্ত্রণা তোরে॥
এখন পাখি শিক্ষা কর, পরমের নাম স্মর।
যদি কৃপা পাও তাঁর, থাকবেনা আর কারাগারে॥
পিঞ্জর ভাঙ্গিবে যবে, উর্দ্ধে উড়ে যাবে তবে।
নিম্নে আর না আসিবে, থাকিবে তাঁহারে ধ'রে॥

মিশ্র ভৈরব—ঢিমা।

আশারে মনেতে কভু স্থান দিও না।
আশা করিলে, ভঙ্গ হইলে, পাইবে যন্ত্রণা॥
আশা আসক্তি বাসনা, আকাঙ্ক্ষা আর কল্পনা।
হিংসা, রাগ, দ্বেষ, তৃষ্ণা, প্রাণে করে যে তাড়না॥
ধর্ম্মেরে আশ্রয় ক'রে, দাওনা তাদের তেড়ে।
ধর্ম্ম যে কাহারে বলে, ভাল ক'রে জেনে লও না॥

জেন বাহ্য আড়ম্বরে, লোক দেখান আচারে।
মিছা কূট তর্ক ক'রে, ধর্ম্ম তাহে কভু হয় না॥
জগৎময়ে ধ্যান ক'রে, পার আনিতে অন্তরে।
হৃদয় যাইবে ভ'রে, পূর্ণ হবে তব বাসনা॥
আনন্দেরে লক্ষ্য ক'রে, যাইবে সাধনা ক'রে।
অপরোক্ষ অনুভূতি ক'রে, ধর্ম্ম রক্ষা ক'রে যাওনা॥
ভাল ক'রে জেনে লবে, জীব পরমে মিশাইবে।
ভাবে চুরি না করিবে, বাহিরে ভড়ং দেখাবে না॥
পবিত্র অন্তর ক'রে, থাকিবে পরমে ধ'রে।
যবে আনন্দে যাবে ভ'রে, হবে তবে উপাসনা॥
ধর্ম্ম থাকে না বাহিরে, থাকে কেবল অন্তরে।
আনন্দে ধারণা ক'রে, আনন্দে সদা থাক না॥

বেহাগ—মধ্যমান।

ভবের খেলা হ'ল শেষ।
গলিত হ'ল দশন, পলিত হইল কেশ॥
অঙ্গ সব অবশ হ'ল, কার্য্য আর না করিল।
হস্ত পদ অসাড় হ'ল, চালিতে হয় যে ক্লেশ॥
কর্ণ না শ্রবণ করে, চক্ষে জ্যোতি নাহি স্ফুরে।
রসনায় রস নাহি সরে, ঘ্রাণে কঠিন নিশ্বেস॥
ত্বকেতে নাহিক চেতন, কটি যে হইল ভগ্ন।
শরীর হয়েছে জীর্ণ, অস্থিসার অবশেষ॥
মতির নাহিক স্থির, মন হতেছে অস্থির।
শৃঙ্খলা নাহি বুদ্ধির, আমিত্বর নাই বিশেষ॥

খেলা আমার সাঙ্গ হ'ল, এ সময় গেলে ভাল।
যদি হয় ভাগ্য ভাল, পাব তাঁরে অবশেষ ॥
খেলাতে এসে ভুল করিলাম, খেলায় লক্ষ্য না রাখিলাম
শেষে আমি ঠ'কে গেলাম, এখন সব হ'ল শেষ ॥

মিশ্র কালাংড়া—কাওয়ালী।

দেখনা গগনে ঐ যে, উঠিল তপন।
ভানুকর স্পর্শে ঊষা, করে পলায়ন ॥
আমার মানসাকাশে, জ্ঞানসূর্য্য না প্রকাশে।
ভক্তি জ্যোৎস্না নাহি পশে, রহিল তম আচ্ছন্ন
যদি বা ক্ষণিক আসে, অজ্ঞান রাহু যে গ্রাসে।
কখন মানসাকাশে, হয় না তারা দীপ্তিমান ॥
অনন্তেরই অন্ধকারে, হিংসা শার্দ্দূলাকারে।
সতত হৃদয়ে ঘোরে, নাহি তার বিশ্রাম ॥
রাগ দ্বেষ অজাগর, হৃদয়ে করে গহ্বর।
করে গরল উদ্গার, অশান্তি করিছে প্রাণ ॥
যদি ভাগ্য হয় ভাল, পাইলে জ্ঞানের আলো।
হৃদয় হবে উজ্জ্বল, প্রবেশিবে দিব্য কিরণ ॥

মিশ্র রামকেলী—একতালা।

কেন মায়া এখন আমারে করিছ বন্ধন।
অস্থিভেদ করিতেছে, চর্ম্ম হইতেছে ছিন্ন ॥
শিরাতে রুধির পড়ে, স্তম্ভিত ধমনী করে।
পিলাহ ফেলিছে জ্বরে, ফুস্‌ফুসে নাহি স্পন্দন ॥

মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়, চক্ষে জ্যোতি নাহি রয়।
বিবর্ণ সব দেখায়, ক'রে ফেলে অজ্ঞান॥
অঙ্গ সব বিকল করে, তবু বন্ধন নাহি ছাড়ে।
বুদ্ধি বৃত্তি লয় হ'রে, মুগ্ধ হ'য়ে থাকে মন॥
শম দম যদি আসে, খুলে দেয় যদি পাশে।
বিবেক বৈরাগ্য এসে, মায়া করে ছিন্ন ভিন্ন॥
মায়াতে হয় সৃজন, জ্ঞানের হয় আবরণ।
না কাটিলে সে অজ্ঞান, খোলেনা কভু বন্ধন॥
মায়িকের কাছে গিয়ে, জোড় করে বল তাঁহে।
নতুবা অন্য উপায়ে, খুলিবে না সে বন্ধন॥

খট ভৈরবী-—ঝাঁপতাল।

ওরে মন কোথা করিছ গমন।
লক্ষ্য স্থির নাহি ক'রে, কর পথ অন্বেষণ॥
প্রবেশ সংসার বনে, পথ কোথা নাহি জেনে।
ঘুরিতেছ যে অরণ্যে, না ক'রে পথ দরশন॥
জটিল কণ্টক পূর্ণ, হয় সংসার অরণ্য।
না জেনে পথ সম্পূর্ণ, কুপথে কর ভ্রমণ॥
পথেতে আবর্ত্ত আছে, ভয় হয় পড় পাছে।
উঠিতে পারবে না পিছে, র'য়ে যাবে হ'য়ে মগন॥
অতএব বলি শুন, অগ্রে গিয়ে পথ চেন।
তবে করিবে গমন, পৌছিবে গম্য স্থান॥
না হ'লে পড়িয়া ভ্রমে, যেতে পারবে না লক্ষ্য স্থানে।
রহিয়া যাবে অরণ্যে, বাহির না হবে কখন॥

যদি তিনি আলো ধ'রে, পথ দেখান তোমারে।
তবেই যেতে বাহিরে, হইবে তুমি সক্ষম ॥

সুরটমল্লার—কাওয়ালী।

হ্রাস বৃদ্ধি জেন, জগতের হয় নিয়ম।
একেরই কেবল, নাহিক পরিবর্ত্তন ॥
গগনে চন্দ্রমা দেখ, আছে তার দুই পক্ষ।
হ্রাস হয় কৃষ্ণ পক্ষ, শুক্লে হয় সে যে পূর্ণ ॥
যবে শিশু জন্মাইল, কৈশোর যৌবন পাইল।
ক্রমে বার্দ্ধক্য আসিল, শেষে হয় যে মরণ ॥
পশু পক্ষী উদ্ভিদ সবে, এই নিয়মে আসে ভবে।
এক ভাবে নাহি রবে, শেষেতে হয় পতন ॥
এই মত সব জানিবে, আসিবে আর যাইবে।
কেহ স্থির না রহিবে, চক্রবৎ করে ভ্রমণ ॥
অতএব বলি শুন, লভিয়ে রে তত্ত্বজ্ঞান।
সদা তাঁর ধর ধ্যান, যাঁর নাই পরিবর্ত্তন ॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

মনেতে ভাবিয়া জীব, দেখিলে না কখন।
কোথা হ'তে এল দেহ, কিসে হইল গঠন ॥
জীব আসে কর্ম্মবশে, আছে বদ্ধ কর্ম্মফাঁসে।
বেঁধে তারে অষ্টপাশে, ঘুরায় চক্রে পুনঃ পুনঃ ॥
রেত জীব রক্তে পড়ে, মাতা তবে গর্ভে ধরে।
পরিণতি জীবাকারে, চৈতন্যে পায় চেতন ॥

অষ্ট মাসে আসে জ্ঞান, স্মরণ হয় পূর্ব্ব কর্ম্ম।
ভাবে করিব না কথন, ভূমিষ্ঠে হয় বিস্মরণ॥
ষড় বিকার বশ দেহ, বাল্য যৌবন জরা তায়।
বৃদ্ধি স্থিতি আর লয়, দেহের হয় যে ধর্ম্ম॥
মলমূত্রে দেহ পূর্ণ, অশুচি যে সর্ব্বক্ষণ।
মায়ায় প'ড়ে জীবগণ, ভাবে দেহ সর্ব্বস্ব ধন॥
অবিদ্যা জন্মায় ভ্রম, হারায় জীব আত্মজ্ঞান।
না দেখে জ্যোতি পরম, যা' হ'তে দেহের চেতন॥
ক্ষণভঙ্গুর দেহ জান, ক্ষণে ক্ষণে অন্তর্দ্ধান।
আসে যায় পুনঃ পুনঃ, না হইলে আত্মজ্ঞান॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ত্যাখনা ত্যাখনা জীব, ফুরায়েছে তোমার দিন।
অনন্ত সাগরে গিয়ে, মিশিবে তব জীবন॥
কত আশা মনে ক'রে, এসেছিলে এ সংসারে।
কেবলই সুখের তরে, করিতেছ ভ্রমণ॥
বাসনার কুহকে প'ড়ে, আবর্ত্তে এস ফিরে ফিরে।
মরীচিকা পালায় দূরে, দুঃখেতে করি' মগন॥
আসক্তি উপচয়, মায়া মোহ আসে তায়।
অন্ধ করি' আঁখিদ্বয়, ফ্যালে হত করি' জ্ঞান॥
বিবেক বৈরাগ্য ধর, প্রজ্ঞারে আশ্রয় কর।
আদ্যাশক্তির ধ্যান ধর, হবে আত্মা দরশন॥
আত্মা অনুভূতি হ'লে পরে, হবে না আসিতে এ সংসারে।
স্বর্গ পাবে নিজ করে, পাইবে মুক্তি নির্ব্বাণ॥

ভৈরবী—ঢিমা।

কেন এখন ওরে মন, করিছ রোদন।
সংসার খেলায় প'ড়ে, খোয়ালে জীবন॥
যখন সময় পেলে, কই তাঁরে মনে করিলে।
বৃথায় জীবন কাটালে, দিন করিলে যাপন॥
গগনে সূর্য দেখা দিল, যাবার ঘণ্টা বেজে উঠিল।
তাই তোমার মনে পড়িল, করিতে ভজন সাধন॥
যে কটা দিন বাকি আছে, যেও না পরের কাছে।
সদা থাকিবে তাঁরই কাছে, তিনি করিবেন বিধান
এই স্থির কর মনে, মগ্ন থাকে সদা ধ্যানে।
ডাক তাঁরে প্রাণে প্রাণে, সার্থক হবে জীবন॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

চল চল জীব, নিজ নিকেতন।
হেথায় তোর কেবা আছে, বলিতে আপন॥
একক যে রে মা ছিল, সে-ও তোরে ফেলে গেল।
ফিরে আর না দেখিল, হইল কঠিন॥
সেথা যাইলে পরে, মায়েরে পাইবে ঘরে।
লবে তোরে আদর ক'রে, কোলেতে আপন॥
যদি নাহি পথ জান, সঙ্গে ক'রে লহ জ্ঞান।
আর না হবে পথভ্রম, চ'লে যাবে নিজস্থান॥
পান্থ নিবাসী যত, করিয়া দিবেরে জ্ঞাত।
পাইবেরে সিধা পথ, যাইতে নিজ ভবন॥
একবার মায়ের দেখা পেলে, ছেড়ে দিব না কোন কালে।
যদি নাহি লন কোলে, ধরিয়া থাকিব চরণ॥

কয়েকদিনের জন্য এসে, পড়িয়াছ এ বিদেশে।
ভুলে গেলে স্বদেশে, সত্বর কর প্রস্থান ॥

বেহাগ—একতালা।

কেন মন, কেবল কর কুপথে গমন।
আমারি দেহেতে থেকে, না শুন মম বচন ॥
নাহি শুন তত্ত্বজ্ঞান, কর অনিত্য চিন্তন।
স্থির না হও কখন, কর কেবল পলায়ন ॥
প্রবৃত্তির বশ হ'য়ে, ভোগেতে যাইছ ধেয়ে।
তাতে সুখ নাহি পেয়ে, ভোগান্তরে কর গমন ॥
রূপেতে পতঙ্গ প'ড়ে, আগুনেতে গিয়া মরে।
স্বাদে মাছি হারায় জীবন ॥
শব্দে মৃগ জালে পড়ে, কমলে যাইয়া পড়ে।
ঘ্রাণেতে ভ্রমর মরে, হস্তী স্পর্শ সুখে হ'য়ে পড়ে বন্ধন ॥
এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়চয়, তোমারে ঘেরিয়া রয়।
তাদের বশ ক'রে লও, সুখে রাজ্য কর শাসন ॥

ভৈরবী—ঢিমা।

কোথায় যাইছ জীব, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর।
কোথা গেল ভীমের বল, দুর্য্যোধনের অহঙ্কার ॥
মদদর্পে পদ ফেলিতে, ধরাকে সরা দেখিতে।
হুঙ্কারে গগন ফাটাতে, সবে করিতে অস্থির ॥
কোথা গেল দেহের বল, হস্তে দণ্ড এবে হ'ল।
অস্থি সব দেখা দিল, চক্ষে দেখ অন্ধকার ॥

কর্ণ বধির হইল, দন্ত সব পড়ে' গেল।
কেবল চর্ম্ম সার হ'ল, কোথা গেল উদর॥
দাঁড়াইতে তনু কাঁপে, অস্থির হতেছ হাঁপে।
দিবারাত্র ফেল কফে, দেখা দিল সব শির॥
মনের বল কোথা গেল, ভ্রম যে হয় কেবল।
ইন্দ্রিয় বিকল হ'ল, এল অজ্ঞান তিমির॥
কোথা গেল বীরদর্প, সকলই হইল খর্ব্ব।
কোথায় রহিল গর্ব্ব, শমন প্রসারিছে কর॥
হেথা আছ যে কয়দিন, সতর্ক তাঁরে কর ধ্যান।
ক'রে মন প্রাণ অর্পণ, পার হও ভবসাগর॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

দেখনা দেখনা জীব, খুলিয়া জ্ঞান নয়ন।
অন্তরে বসিয়া তব, পরম ব্রহ্ম সনাতন॥
সত্য বটে নাস্তিক কহে, জীবনী শক্তি আছে দেহে।
পঞ্চভূত মিশিয়ে, করে শক্তি আনয়ন॥
স্বভাব সৃষ্টি কারণ, তাতেই ভূত হয় মিলন।
হইলে তাহারা ভিন্ন, দেহের হয় পতন॥
দেহ যে আত্মা নয়, দেহাতিরিক্ত আত্মা হয়।
দেখাইতে জীব সবায়, ন্যায় শাস্ত্রের অবতারণ॥
গৌতম লেখনী ধ'রে, দেহাত্মবাদ খণ্ড করে।
ষোড়শ তত্ত্ব ধ'রে করে, করেন আত্মা প্রমাণ॥
অণু ল'য়ে সৃষ্টি হয়, চৈতন্য ভাব পিছে রয়।
স্বভাব করেন নয়, কণাদ করেন প্রমাণ॥

জীবের মুক্তি ল'য়ে করে, কপিল আসেন পরে।
প্রকৃতি আর পুরুষেরে, কপিলের সাংখ্যের যোজন।
প্রধানে সৃষ্টি যে হয়, পুরুষ উদাসীন রয়।
ঈশ্বর যে সিদ্ধ নয়, করিলেন অবতারণ॥
আত্মার উদ্ধার তরে, যোগসূত্র ল'য়ে করে।
পতঞ্জলি আসেন পরে, ঈশ্বর সাব্যস্ত করেন॥
জ্ঞান মার্গে যাবার তরে, পবিত্র করিতে অন্তরে।
বেদের কর্ম্মকাণ্ড ল'য়ে, মীমাংসার অবতারণ॥
বেদান্ত শেষেতে আসি', লইলেন তত্ত্বমসি।
অহং ব্রহ্ম অস্মি, অদ্বৈত মত করেন স্থাপন॥
সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, নাই কিছু ব্রহ্ম ভিন্ন।
দ্বৈপায়ন ব্যাস বচন, জীবের মুক্তির কারণ॥
নাস্তিক প্রবল হ'লে, দর্শন শাস্ত্র প্রচারিলে।
ঐশ্বরিক বীর্য্যবলে, নাস্তিক নিরাশ কারণ।

কানাংড়া—কাওয়ালী।

ভবারণ্য মাঝে, মন করী করে বিচরণ।
সকলই রঞ্জিত দেখে, প'রে মায়া আবরণ॥
অরণ্যে কত গর্ত্ত আছে, লতা পাতা ঢাকা দিয়েছে
যে তাহা না বুঝেছে, তার হয় তাহে পতন।
উঠিতে সে নাহি পারে, পঙ্কেতে ডুবিয়া মরে।
আবার তথা বিষধরে, গরল করে বমন॥
বিষেতে জর জর হয়, তবু উঠিবারে নাহি চায়।
তাহাতে পড়িয়া রয়, তাহে সুখ করে ভুঞ্জন॥

কণ্টক পল্লব ল'য়ে, ফ্যালে সে চিবাইয়ে।
তাতে মুখ ক্ষত হ'য়ে, রুধির করে মোক্ষণ॥
জিজ্ঞাসিলে তারে লোকে, বলে আছি বড় সুখে।
চেতন না হয় দুখে, সদা থাকে তাহে মগন॥
হস্তিনীর শব্দ পেয়ে, খাদেতে যায় যে ধেয়ে।
শেষে সেথায় বদ্ধ হ'য়ে, আপনায় করে বন্ধন॥
মোহমদে মত্ত হ'য়ে, ফেলে পথ হারাইয়ে।
তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে, শেষে হারায়ে ফেলে জ্ঞান॥
যদি পালক দয়া করে, তাহার উদ্ধারের তরে।
লইয়া যায় বাহিরে, তবেই বাঁচে জীবন॥
অতএব বলি শুন, মোহমদে মত্ত মন।
কররে তারে শাসন, ধ'রে শ্রীগুরুর চরণ॥
দুরন্ত অশান্ত মন, চঞ্চল সে সর্ব্বক্ষণ।
করিয়া তুমি যতন, গুরুপদে লও শরণ॥
মন তবে স্থির হবে, অন্য চিন্তা না করিবে।
অনিত্যে আর না ধরিবে, নিত্যেতে রবে মগন॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

জীব ঘুমাইবে আর বল কত দিন।
দিন দিন আয়ু ক্ষয়, আসিছে চরম॥
নিশা গতে আসে দিন, দিন গতে তমঘন।
করে জগৎ আচ্ছাদন, বিধাতার হয় নিয়ম॥
বাল্যান্তে আসে যৌবন, যৌবন পরে জরাজীর্ণ।
জনম আর মরণ, ঘটিতেছে রাত্র দিন॥

স্থাবর আর জঙ্গম, সতত হয় পরিবর্ত্তন।
স্থির কেহ নয় কখন, ঘুরিতেছে সর্ব্বক্ষণ॥
একের নাহিক নাশ, জগতের পরমেশ।
যাঁহাতে স্থিত আছে বিশ্ব, বিশ্বের হন কারণ॥
দেখনা আর স্বপন, থাক হ'য়ে জাগরণ।
ত্যজ রে মায়া ঘুম, সিদ্ধ হবে মনস্কাম॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

পোড়া মন কেন মানা মানে না, কথা শোনে না।
সতত ভোগেতে রত, নিবৃত্তি সে চায় না॥
চায় সে ইন্দ্রিয় সুখ, দেখে না তাহাতে দুখ।
ঘেরেছে মায়া কুহক, দুঃখে সুখ করে ভাবনা॥
আশা ডোরে টেনে তারে, ফেলে যে দুঃখ সাগরে।
ডুবে রহে তার ভিতরে, চক্ষু মেলে দেখে না॥
কুপথে সতত ধায়, হিতাহিত নাহি চায়।
ত্রিতাপের জ্বালা পায়, শান্ত হ'য়ে ভোগে যন্ত্রণা॥
প্রবৃত্তির পথ ধ'রে, সে যে যায় দৌড়াইয়ে।
বুঝালে আসে না ফিরে, ধ'রে ল'য়ে যায় বাসনা॥
ভিজে না সে উপদেশে, উড়াইয়ে দেয় হেসে।
বদ্ধ হয় অষ্ট পাশে, করে কত কল্পনা॥
নরক স্বর্গ হয় মনে, ঠিক ক'রে লও জেনে।
পবিত্র কর তত্ত্বজ্ঞানে, কুপথে যেতে দিও না॥
গুরুর চরণ ধর, তাতে মন স্থির কর।
পবিত্র কর অন্তর, ধ্যানে তাঁরে কর ধারণা॥

বেহাগ খাম্বাজ—একতালা।

কেনরে শমন, বলরে এখন, লইয়া যাওনা আমারে।
হতেছে যে যন্ত্রণা মোর, পারি না আর সহিবারে॥
মনেতে আগুন, করিছে দহন।
দেখ রাত্রি দিন, প্রাণ অস্থির করে॥
সংসার ভাবনা, করিয়া কল্পনা।
আনিয়াছে তৃষ্ণা, আগুন দ্বিগুণ বাড়ে॥
না হয় নির্ব্বাণ, হয় ঘৃত সম।
বাড়ে যে জ্বলন. শীতল নাহি করে॥
পীড়ার উৎপীড়ন, করে বলহীন।
কষ্ট রাত্রিদিন, প্রাণ শুষ্ক করে॥
সার অস্থি চর্ম্ম, দেহ হ'ল জীর্ণ।
শিরা হ'ল শীর্ণ, গতি নাই রুধিরে॥
রেখে এ জীবন, ফল কি এখন।
হইলে মরণ, জুড়াই অন্তরে॥

ভৈরব—ঢিমা।

কেনরে জীব, তোমার হয় না সে স্মরণ।
জরাজীর্ণ অস্থিমেতে, করে দেহ আক্রমণ॥
এখন যৌবনমদে, ক্রোড়ে ল'য়ে সম্পদে।
কর গর্ব্ব পদে পদে, ভাব রবে চিরদিন॥
কিন্তু জেন কাল নিয়ম, পীড়ায় করবে উৎপীড়ন।
দিন দিন দেহ হবে ক্ষীণ, তখন আসিবে চরম॥
থাক ব'সে সিংহাসনে, বেষ্টিত হ'য়ে ভৃত্যগণে।

কিন্তু যেন ধার্য্য দিনে, করিতে হবে গমন॥
যত হও না বলবান, কালের করাল বদন।
করিবে তোমায় চর্ব্বণ, ক'রে তোমায় আকর্ষণ॥
উপদেশ কাণে শুনে, এন না দম্ভেরে মনে।
দাও মন তত্ত্বজ্ঞানে, সুখ পাবে চিরন্তন॥

কি ক'রে হৃদয়ে ধ'রে, অন্তিমে রাখিব তাঁরে।
ইন্দ্রিয় অবশ হবে, অজ্ঞানে লইবে ঘেরে॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় তন্মাত্রা যত, শ্লেষ্মায় রবে অভিভূত।
আর এই পঞ্চভূত, চাহিবে যাইতে ছেড়ে॥
বায়ু পিত্ত ছেড়ে যাবে, কফ বক্ষেতে বসিবে।
প্রাণ অপান সমান হবে, পঞ্চ লবে সমান ক'রে॥
অস্থির হইবে প্রাণ, থাকবে না তাঁর স্মরণ।
তখন এ দেহ মন, ভিন্ন হবে পরস্পরে॥
নাভিশ্বাস কণ্ঠশ্বাস, ক্রমে রুদ্ধ হবে নিশ্বাস।
না পেলে তবে আশ্বাস, বিষাদ আসবে অন্তরে॥
ঘোর অন্ধকার এসে, আচ্ছাদিবে হৃদাকাশে।
যদি জ্যোতি না প্রকাশে, রহিবে তিমিরে ঘেরে॥

পুরবী—আড়া।

নট বেশে সেজে এসে, মঞ্চে কর ভ্রমণ।
কভু রাজা, কভু ফকির, যোগী বেশ কর কখন॥
কভু রাজ রাজেশ্বর, সচিব ল'য়ে সভা কর।
রাজগণ হ'য়ে কিঙ্কর, স্পর্শে তোমার চরণ॥

যদি করে অপরাধ, অসীম তোমার ক্রোধ।
অনুনয় অনুরোধ ক'রে, করিতে মার্জ্জন॥
কভু ফকিরেরই বেশে, ফেলে দিয়ে হিংসা দ্বেষে।
ভিক্ষা কর দেশ বিদেশে, উদর কর্ত্তে পোষণ॥
কভু যোগারূঢ় হ'য়ে, নির্জ্জনে থাক বসিয়ে।
ধ্যাতা ধ্যান ধ্যেয় ল'য়ে, মগ্ন হ'য়ে কর ধ্যান॥
ওরে জীব শুন শুন, সংসার মঞ্চে কর ভ্রমণ।
পরিবর্ত্তন সর্ব্বক্ষণ, কর কর নিত্যের সাধন॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

যদি যাবে ভবনদী পারে।
ভক্তিডোরে চরণ-তরি বাঁধ না হৃদি মন্দিরে॥
সে নদীতে তুফান ভারি, কুম্ভীরে রেখেছে ঘেরি'।
যদি একবার টলে তরি, ধ'রে ল'য়ে যাবে তোরে॥
বিবেক হলুদ মাখ্‌না গায়, কুম্ভীরে ছোঁবে না তায়
বৈরাগ্য করি' সহায়, পার হ'না নদী সাঁতারে॥
ঈর্ষা দ্বেষ জলচরে, বেড়ায় তারা জলে চ'রে।
অসাবধান পেলে পরে, ফেলে তারা গ্রাস ক'রে॥
জ্ঞান-ভেলা বেঁধে বুকে, ভেসে যাও মন সুখে।
ভুল না সংসার কুহকে, যদি যাবে নদী পারে॥

বেহাগ—একতালা।

মন ত্যজরে বাসনা, অন্তরে রাখিয়া তারে পেতেছ যাতনা।
মনোময় কোষে, রেখেছ বাসনায় পুষে, তাহারি দংশনে
শেষে পাবে অশেষ যন্ত্রণা॥

আশা ডোরে বেঁধে তোরে, ঘুরাইছে এ সংসারে।
যত যাবে তত বাড়ে, দেখেও কি তা দেখ না॥
বাসনার নাহিক শেষ, কল্পনা করে অশেষ।
এ দেহ হইলে শেষ, সঙ্গ তবু ছাড়ে না॥
নিবৃত্তি আগুন ল'য়ে, যদি দাও পোড়াইয়ে।
তবে যাইবে ছাড়িয়ে, নচেৎ এড়াতে পারিবে না॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

কেন এত পরিশ্রম, করিতে ধন উপার্জ্জন।
পায়েতে ফেলিছ তোমার মস্তকের ঘাম॥
অনিত্য ধনের আশে, কষ্ট লহ অনায়াসে।
না যাও নিত্যের পাশে, নাহি নিত্যানিত্য জ্ঞান॥
দারাসুত পরিজন, যার জন্য উপার্জ্জন।
সম্বন্ধ করে দুই দিন, না রহিবে চিরদিন॥
মনেতে সতত কর, তারা হয় আপনার।
সে ভ্রম কর দূর, স্থির ক'রে লহ মন॥
মন মত্ত মাতঙ্গেরে, দাও বল্গা পরায়ে।
জ্ঞানাঙ্কুশ মাথায় মেরে, সুপথে কর চালন॥
সে মাতঙ্গে মত্ত ক'রে, যবে তার মদ ক্ষরে।
তত্ত্বজ্ঞান শৃঙ্খলে ধ'রে, রাখ করিয়ে বন্ধন॥
শম দম চালক হবে, তত্ত্ব পথে ল'য়ে যাবে।
প্রজ্ঞা আলো জ্বেলে দিবে, লইবে শান্তি নিকেতন॥
প্রবৃত্তি কণ্টক যত, দিও না হইতে রত।
নিবৃত্তি বৃক্ষের পত্র, দিবে করিতে আহরণ॥

বিজ্ঞান বৃক্ষে বাঁধিবে, বুদ্ধি চিত্তে সঙ্গে রাখিবে।
অহঙ্কার অলঙ্কার দিয়ে, রাখিবে ক'রে নির্জ্জন ॥
এ করীর জনম, হইতে হয় প্রধান।
প্রধান যে করে সৃজন, তাঁরে কর দরশন ॥
অনিত্য ধনের আশে, হয়োনা বদ্ধ মায়াপাশে।
ভাব সেই পরমেশে, পাবে তবে পরিত্রাণ ॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

রিপুজয় অগ্রে কর, ক'রে মন সংযম।
রিপুজয় না করিলে, হবে না কভু সাধন ॥
প্রবৃত্তির পথ ধ'রে, প্রবেশে রিপু অন্তরে।
আয়ত্ত ক'রে লয় জোরে, হৃদয় সমরাঙ্গন ॥
রাখিলে তব অধীনে, যদি না রাখ শাসনে।
হরিয়া লইবে জ্ঞানে, উচাটন কর্‌বে প্রাণ ॥
দেখ না তোমারই দেহে, ঘেরিয়া লয়েছে ছয়ে।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহে, মদ, মাৎসর্য্য ঘন ॥
এই যে রিপু নিচয়, পাইলে তারা প্রশ্রয়।
দিলে তাদের উৎসাহ, করিবে তোমায় অধীন ॥
করেন স্রষ্টা দান তোমারে, ইহা কি কভু হ'তে পারে
অনিষ্ট করিবার তরে, করেন না কখন বিধান ॥
রিপু আর ইন্দ্রিয়চয়ে, রেখেছেন তোমায় দিয়ে।
দেখ্‌বে সুব্যবহারে, দিবে ফল মন মতন ॥

মিশ্র ভৈরব—তেওরা।

ল'য়ে পরিজন, সত্যের সাধন, অতীব কঠিন।
চতুর্দ্দিকে প্রলোভন, সতত টানিছে মন॥
ছয়টি যে রিপু আছে, দৌড়ায় জীবের পিছে।
হৃদয়েতে প্রবেশিছে, হরিয়া লইছে জ্ঞান॥
আর যে ইন্দ্রিয়গণ, জীবের জন্মায় ভ্রম।
ক'রে বস্তু আকর্ষণ, মনেরে করে অর্পণ॥
মন যে ভুলিয়া যায়, ভোগ বিলাসে রত হয়।
নিত্যে কভু না দেখায়, অনিত্যে ধাইছে মন॥
সংসারে যদি থাকিবে, মনেতে সন্ন্যাস লবে।
অনাসক্ত হ'তে হবে, ভোগেতে দিবে না মন॥
মায়ারই যে আবরণ, ফেলিবে করিয়া ছিন্ন।
দেখিবে না যশ মান, থাক্‌বে না ভেদাভেদ জ্ঞান॥
মন প্রাণ এক ক'রে, ফেলিয়া দিবে তাঁহারে।
তাহ'লে তিনি কৃপা ক'রে করিবেন পরিত্রাণ॥

বেহাগ—একতালা।

মন তুমি কই দেখিলে আমারে।
কত যত্ন করি আমি, তুমি মর পরের তরে॥
হৃদয়ে দিলাম স্থান, রাখিলাম ক'রে গোপন।
তুমি কথা নাহি শুন, বেড়াও কেবল বাহিরে॥
রাখ পাঁচ জনা ভৃত্য, ক'রে বেড়ায় তারা নৃত্য।
জানে না নিত্যানিত্য, এনে বস্তু দেয় তোমারে॥

তুমি তাহে মত্ত হ'য়ে, যাইছ সদা বাহিরে।
না জান আত্ম পরে, বেড়াও কেবল ঘুরে ঘুরে॥
আর যে ছয় জনা আছে, তারা সদা নাচাইছে।
উত্তেজিত করিতেছে, থাকে না কভু চুপ ক'রে॥
কহিলে পর তত্ত্বজ্ঞান, তাতে না দাও কাণ।
সুখের কর অন্বেষণ, মর গিয়ে দুখে প'ড়ে॥
এখন বলি শুন মন, আত্মারে সন্ধান।
পরমাত্মার কর ধ্যান, থাকরে তাঁহারে ধ'রে॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

বাঁহিরের শত্রু নাশিতে কর কত কল্পনা।
ভিতরের শত্রুগণে, দেখেও কভু দেখ না॥
বাহ্য শত্রু কর্ত্তে দমন, কর অস্ত্র শস্ত্র চালন।
বিবিধ শস্ত্র নূতন, করিতেছ যে রচনা॥
অন্তরে রিপু ব'সে আছে, চাও না কভু তার পিছে।
তোমারে ঘেরে রেখেছে, ভাব না তার ভাবনা॥
তাদের দমনের তরে, রেখেছ বল কি ক'রে।
থেকে দেহ অভ্যন্তরে, তোমায় করে তাড়না॥
যদি শত্রুতে মিত্র করে, ফিরায়ে দাও অন্তরে।
অন্তর মুখী হ'লে, অনিষ্ট আর করবে না॥
অতএব বলি শুন, হ'য়ো না রিপুর অধীন।
সুপথে কল্লে চালন, কুফল আর ফলিবে না॥
পবিত্র করিবে মন, সতত করিবে ধ্যান।
রিপু হবে তবাধীন, সাধনা বিঘ্ন হবে না॥

বেহাগ—একতালা।

কেন সদা ভীত হওরে মন, হেরিয়া শমন।
এক দেহ ছেড়ে যাবে, পুনঃ দেহ গ'ড়ে লবে॥
কর্ম্ম যেমন করিবে, দেহ পাইবে তেমন।
যিনি তব স্রষ্টা হন, সদা তব সঙ্গে রন॥
ছাড়েন না তোমায় কখন, দেখিতেছেন সর্ব্বক্ষণ।
তুমি তাঁরে নাহি জেনে, না যাও তাঁর অন্বেষণে॥
বেঁধে রাখ যে নয়নে, দেখ অন্ধকার ঘন।
জীব করিছে সৃজন, দূরবীণ অনুবীক্ষণ॥
বাহ্য কর্ত্তে দরশন, সতত কর সন্ধান।
অন্তরে যে যন্ত্র আছে, যাও না তাহারই কাছে॥
কালিমা তায় পড়িছে, কভু করনা তায় ঈক্ষণ।
হৃদে ল'য়ে তত্ত্বজ্ঞান, একাগ্র করিয়া মন॥
করিবে সদা ঘর্ষণ, উজ্জ্বল হবে আত্মা পরম।
থাক্‌বে না আর ভয়, পাইবে বাণী অভয়॥
কর্‌বে না আর মৃত্যু ভয়, নির্ভয়ে কর্‌বে গমন॥

বাহার—একতালা।

কোন্ চোরে ঢুকে ঘরে, লয় মন চুরি করি'।
এত ক'রে যত্ন ক'রে, তারে আমি ঘরে পুরি॥
পাঁচটা চোরে সলা ক'রে, দৌড়িয়া যায় বাহিরে।
পরের দ্রব্য লুট ক'রে, করিছে এত চাতুরি॥
ঘরের ভিতর বস্তু রাখে, মন ঘরে ব'সে দেখে।
বাহির হ'য়ে পড়ে পথে, ডাক্‌লেও আসেনা ফিরে॥

মনের কিছু নাহি ঠিক, মানেনা যে দিগ্‌বিদিক্।
উড়ে বেড়ায় চতুর্দ্দিক্, পারি না তায় রাখ্‌তে ধরি'॥
আবার ছ'টা শত্রু আছে, কেবল ঘুরে মনের পিছে।
দিনরাত্র নাচাইছে, রাখ্‌তে পারি না তারে ধরি'॥
ব্রহ্মাগ্নি জ্বেলে দিব, তা দিয়ে মনে ঘেরিব।
নিবৃত্তিরে দ্বারে রাখিব, রাখ্‌ব প্রহরী করি'॥
আত্মজ্ঞান হ'লে পরে, যাবেনা সে আর বাহিরে।
থাক্‌বে তখন নিজ ঘরে, খাট্‌বে না কার জারিজুরি॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

মায়া পারেনা ঘেরিতে, যে পারে মায়া চিনিতে।
জানিতে পারিলে তারে, থাকে সে যে পলাইতে॥
বিবেক আসিয়া পড়ে, মায়া সে পলায় দূরে।
অন্তর্দ্ধান হয় পরে, থাকে সে যে লুকাইয়ে॥
জন্ম সহ মায়া আসে, জীব হৃদয়ে প্রকাশে।
জীব ভাব তবে আসে, দেয় না তারে দেখিতে॥
আসে তবে মিথ্যাজ্ঞান, মিথ্যায় হয় সত্যজ্ঞান।
পদে পদে আনে ভ্রম, দেয়না তারে বুঝিতে॥
আপন আপন জ্ঞানে, ধরে গিয়া পরিজনে।
জানে না আপন জনে, আনে না কভু মনেতে॥
যদি মায়া কেটে যায়, আপন জনে দেখিতে পায়।
স্বরূপ তবে জেনে লয়, আত্মায় পায় দেখিতে॥

খট ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

এবার করেছি মনে, মনেরে করিব লয়।
মনে লয় না করিলে, হবে না কখন জয়॥
সতত অশান্ত মতি, তাহে তার দ্রুতগতি।
পাইলে সে কুপ্রবৃত্তি, তখনি ধরিতে ধায়॥
সঙ্গে বুদ্ধি চিত্ত আর, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার।
লয় না হইলে তার, পুরুষে কেহ নাহি পায়॥
প্রকৃতির পারে গিয়ে, পুরুষে যাও মিলিয়ে।
তখন ছেড়ে দিয়ে দেহে, চির সুখী হ'য়ে যাও॥
প্রকৃতির অধীনে থেকে, পুড়িবে নিয়ত তাপে।
ঘুরাবে জন্ম মৃত্যুতে, শান্তি কভু নাহি পায়॥
যদি তুমি মুক্তি চাও, পুরুষে মিশিয়া যাও।
আর কিছু নাই উপায়, অহংজ্ঞান ছেড়ে দাও॥
আমি, আমার, থাকিলে, হবে না মুক্তি কোন কালে।
মহাকাল কালে কালে, চক্রে ঘুরাবে তোমায়॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

সংসার অশ্বত্থ বৃক্ষ, ঊর্দ্ধমূল মহান্।
কবে হ'তে বর্ত্তমান, কাহার নাহিক সন্ধান॥
মরীচিকা মরুভূমে, গন্ধর্ব্বনগর শূন্যে।
তেমতি বিটপীভ্রমে, পড়িতেছে জীবগণ॥
বীজমূল শূন্যে আছে, শাখা পল্লব আসে নীচে।
পত্র পুষ্প তায় বিরাজিছে, মিথ্যা জেনে দৃষ্টি ভ্রম॥

না হ'লে সম্যক্ জ্ঞান, যায় না কভু সেই ভ্রম।
সত্য ব'লে ক'রে গ্রহণ, হারায়ে ফেলে চেতন॥
চারিফল দেয় বৃক্ষ, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ।
মোক্ষরে করিয়া লক্ষ্য, বৃক্ষ কর আরোহণ॥
বিবেক কুঠার লও, বৈরাগ্য হাতল দাও।
জ্ঞান শানে তায় শানাও, বৃক্ষে কর্‌বে ছেদন॥
সত্য জ্ঞান যবে হবে, ইন্দ্রজাল ঘুচে যাবে।
মায়িকে দেখিতে পাবে, যাকে মায়া আবরণ॥
বৃক্ষের যে বীজ আছে, তাহা যে জানিয়াছে।
তার কি আর ভয় আছে, বৃক্ষ হয় অদর্শন॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ওরে মন এ কেমন তোমারই ধরম।
আমারই দেহেতে থাক, না ভাব মম কারণ॥
জড় আর চেতন, উভয়ে হ'য়ে মিলন।
জগৎ হ'য়েছে সৃজন, চৈতন্য করে যে কর্ম্ম॥
জড়ে কি করিতে পারে, চেতন না পেলে পরে।
নিশ্চল থাকে প'ড়ে, না হয় তার স্পন্দন॥
যে চৈতন্যে সহায় পেয়ে, বেড়াও কার্য্য করিয়ে।
তারে না ভাব অন্তরে, কর না তায় ধারণ॥
দেহে তুমি আত্মা ভেবে, তার সেবায় সদা রবে;
পরিণাম না দেখিবে, কি হবে দেহের চরম॥
ইন্দ্রিয় রিপুরে ল'য়ে, থাক ব'সে রাজা হ'য়ে।
অবিদ্যা অজ্ঞান তাহে, করে সদা যোগদান॥

অতএব বলি মন, হয়োনারে কৃতঘ্ন।
যাতে পাও আত্মার আত্মন, উপায় কর সন্ধান॥
নিত্যানিত্য বিচারিয়ে, যদি থাক স্থির হ'য়ে।
তাহ'লে আমি পাব তাঁহে, ছিন্ন হবে মায়া বন্ধন॥

রামকেলী—একতালা।

এই যে তোমারে বলেন, ইঙ্গিত ক'রে দেখ রাত্রিদিন।
তুমি তাহা না শুনিয়া, সতত থাক হ'য়ে অচেতন॥
তোমায় জানাবার তরে, দেখ দেহ অভ্যন্তরে।
দিবানিশি শব্দ করে, তুমি তাহে না দাও মন॥
তারে তারে বাজাইয়ে, দেন তোমায় বলিয়ে।
থেক না জীব ঘুমাইয়ে, উঠ, থাক জাগরণ॥
যৌগিক পদার্থ যত, পরিবর্ত্তন অবিরত।
হয় না কখন স্থিত, ভাবিয়া না দেখ কখন॥
বাল্য যৌবন জরাজীর্ণ, হয় যে কালের ক্রম।
ধার্য্য দিন হ'লে পূর্ণ, অনন্তে কররে গমন॥
থাকিতে থাকিতে দিন, ত্যজ তুমি মায়া ঘুম।
হ'য়ে তুমি জাগরণ, পরমার্থ কর সাধন॥
ভিতরের বাণী শুন, হইবে আত্ম জ্ঞান।
হবে না আর পুনর্জন্ম, মিশিবে জীব পরম॥

মিশ্রকানাড়া—কাওয়ালী।

ছি ছি মন, এখনও জ্ঞান হ'ল না তোমার।
চিরদিন ঘুরিলে, ক'রে আমার আমার॥

তুমি যে কে না বুঝিলে, তুমি দেহী জ্ঞান করিলে।
বারেক যে না ভাবিলে, বিনাশ যে নাই তোমার ॥
কিন্তু কর্ম্মফল বশে, লিঙ্গদেহ কেবল আসে।
জড়দেহে থাকে ব'সে, ছাড়ে শেষ কলেবর ॥
স্থূলদেহে যত্ন কর, সে আপন নয় তোমার।
ভাল মন্দ না দেখে তোমার, সুখ দুঃখভোগ কর ॥
শোক তাপ জড়ের নয়, সংস্কার তাহা হয়।
যে অবধি না হয় লয়, ছাড়ে না সে দেহ জড় ॥
প্রলয় হইবে যবে, লিঙ্গ কারণে মিশিবে।
জড় লিঙ্গ না রহিবে, হবে সব একাকার ॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

এ দেহের কারণ, কেন হতেছ বিষণ্ণ মন।
ত্যজিতে হইবে ভেবে, সদা বিষাদ যে গণ ॥
জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিবে, নব সাজেতে সাজিবে।
তারে আবার ছেড়ে দিবে, করিতে হবে পুনঃ পুনঃ ॥
জীবনের তাপ যত, বহিতেছে অবিরত।
সকলই হইবে গত, যখন হইবে মরণ ॥
মৃত্যু যে বন্ধু পরম, করে কষ্ট নিবারণ।
ক'রে জীবের তাপ হরণ, করে সুধা বরিষণ ॥
স্থূলদেহ নষ্ট হবে, লিঙ্গদেহ চ'লে যাবে।
কর্ম্মফল যেমন থাকিবে, জনম হবে তেমন ॥
সেই ফল অনুসারে, পিতা মাতা মিলে তারে।
সে নানা অবস্থায় পড়ে, সুখ দুখ করে ভুঞ্জন ॥

জনম আর মরণ, কেবলই হয় পরিবর্ত্তন।
কর্ম্মবশে জীবগণ, আসে যায় পুনঃ পুনঃ ॥
পীড়াতে কাতর হ'য়ে, ছাড়িতে না দেহে চাহে।
কেবলই ভ্রমে পড়িয়ে, মৃত্তে ভীত হয় মন ॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

জানিনে এ দেহভার, বহিতে হবে আর কতদিন।
পীড়াদি উৎপীড়নে, ওষ্ঠাগত হ'ল প্রাণ ॥
এ দেহেরে যন্ত্র ক'রে, ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তারে।
মন যে কার্য্য করে, দেহ কার সম্পাদন ॥
মনে ইচ্ছার জনম, ইচ্ছায় হয় অঙ্গচালন।
ইচ্ছা না করিলে মন, হয় না দেহ স্পন্দন ॥
অঙ্গ অবশ হ'লে, মনে ইচ্ছা তবে করিলে।
বিকলাঙ্গ হ'য়ে গেলে, কার্য্য হয় না কখন ॥
দেহে আত্মা আরোপ ক'রে, পড়িয়াছি মোহ ঘোরে।
দেহের পীড়া হ'লে পরে, কাতর হয় জীবগণ ॥
দেহেরে পৃথক্ যেন, সে যে আত্মা নয় কখন।
দেহের পীড়ায় হয়োনা মূর্চ্ছমান, তিনি নির্লিপ্ত নির্গুণ ॥
দেহেরে পৃথক্ কর, হবে না কভু কাতর।
দেহনাশ হ'লে পর, তুমি রবে চিরন্তন ॥

টোরী—কাওয়ালী।

কেন কর এ দেহের ভাবনা।
আসিবে যাইবে, চিরদিন ত রবে না।

আসিবে আর যাইবে, এইমত বেড়াইবে।
জেনো এ দেহের নাশে, তোমার নাশ হইবে না॥
এ দেহ অভ্যন্তরে, লিঙ্গদেহ রাখে ধ'রে।
সংস্কার ল'য়ে পরে, স্থূলদেহে আর থাকে না॥
সে দেহ করিলে ক্ষয়, তবে তোমার লয় হয়।
কারণেতে মিশে যায়, সত্তা মাত্র আর রবে না॥
যে অবধি কর্ম্ম থাকে, আসিতে হইবে তাকে।
ঘুরিতে হইবে চক্রে, মানা কভু শুনিবে না॥
যে সকল উপাদান, করেছে দেহ গঠন।
সে যে আসে পুনঃ পুনঃ, নষ্ট কভু হইবে না॥
সংযোগ আর বিয়োগ, এইমাত্র ভেদাভেদ।
সে জন্য ক'র না খেদ, তব বিকার হইবে না॥
কে তুমি জানিয়া লও, দেহ নাশে নাহি ক্ষয়।
দেহ আধার মাত্র হয়, দেহ সহ যাইবে না।
দেহের স্নেহ ছেড়ে দিবে, আত্মারে চিনিয়া লবে।
দেহ পৃথক্ জানিবে, দেহনাশে শোক হইবে না॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

কি হবে আমারই গতি, ভাবিয়া না পাই মনে।
হৃদ্‌পিণ্ডে হয় কম্পন, আতঙ্ক আসিছে প্রাণে॥
কিছু না হ'ল সম্বল, সঞ্চিতে নাহিক বল।
প্রারব্ধে নাহি সুফল, কি বল হবে চরমে॥
পাপেতে নিয়ত রত, চাহিছে সুখ অনিত্য।
ভোগে ঘোরে অবিরত, হারাইয়ে ফেলে জ্ঞান।

উপদেশ নাহি শুনে, নাহি দেখে তত্ত্বজ্ঞানে।
শান্তি নাহি পায় প্রাণে, ব্যস্ত সুখ অন্বেষণে॥
চির সুখ নাহি চায়, মুগ্ধ হ'য়ে রহে মায়ায়।
অবিদ্যা ঘেরিয়া লয়, ডুবিয়া রহে অজ্ঞানে॥
এখন যদি কৃপা কর, দাও আমায় জ্ঞান আলো।
করিয়ে হৃদয় উজ্জ্বল, হেরি তোমায় নয়নে॥
মুক্ত হ'য়ে চ'লে যাব, সংসার তাপ আর না পাইব।
অন্তিমে তোমারে পাব, সুস্থ হব চির বিশ্রামে॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

মন স্থির করিবারে, হওরে সযতন।
তাহা না হইলে, হবে না কভু সাধন॥
নির্ব্বাত নিষ্কম্পন, হয় দীপ যেমন।
তেমতি হইবে মন, তবে হইবে ভজন॥
হৃদয় প্রদীপ ক'রে, প্রজ্ঞা তৈল তাহে ঢেলে।
বৈরাগ্য সলিতা তাহে, জ্বেলে দাও জ্ঞানাগুন॥
বাসনা বাতাসেতে যেন, না পারে দোলাইতে মন।
তায় কল্পনা পবন, না করে নির্ব্বাণ॥
বিবেক দীপ দণ্ড ক'রে, রাখ দীপ তার উপরে।
আসক্তি ধরিয়া তারে, নাহি করে পতন॥
নির্জ্জন স্থানে গিয়ে, রাখ দীপ জ্বালাইয়ে।
যেন না যায় নিবিয়ে, জ্বলে যেন রাত্র দিন॥
তত্ত্বজ্ঞান বেড়া ক'রে, রাখিবে দীপেরে ঘেরে।
প্রবৃত্তি আসিয়া জোরে, করিবেনা নির্ব্বাণ॥

ধ্যান ধারণা ধূপে, রাখিবে ঢাকিয়া দীপে।
পোড়াবে না তায় ত্রিতাপে, বিমল হবে কিরণ॥

খাম্বাজ—একতালা।

এ দেহ কারাগারে রাখে জীবে ক'রে বন্ধন।
খুঁজিতেছে পথ সে যে করিবারে পলায়ন॥
না রাখে এক কারাগারে, পাঠায় দেশ দেশান্তরে।
আসে সে যে কত আকারে না হয় তারই গণন॥
যেমন অপরাধ করে, খাটিতে হয় তেমন তারে।
কত কষ্ট দেয় তারে, ওষ্ঠাগত করে প্রাণ॥
কারাগারে নবদ্বারে, রাখিয়াছে ঘেরে তারে।
কার সাধ্য যায় বাহিরে, কারাধ্যক্ষ না করিলে মনন
জীব কারাগারে থেকে, কেবল সে পথ দেখে।
কিন্তু মায়াতে ঘেরে রাখে, না হয় পথ দরশন॥
কোন পথ না দেখিয়ে, দেখে শৃঙ্খল আছে ঝুলিয়ে।
যদি তাহারে ধরিয়ে, করিতে পারে গমন॥
শৃঙ্খলেরই অষ্ট পাব, উঠিতে হইবে সব।
পরস্পরে আছে যোগ, সমাধিতে উঠে মন॥
আর পঞ্চগ্রন্থি আছে, যেতে হবে পিছে পিছে।
উঠিয়ে তায় অবশেষে, পায় যে আনন্দ ধাম॥
যদি না উঠিতে পারে, বাসনা বাতাস ভরে।
উপর হইতে তারে, নিম্নে করে পতন॥
আসক্তি আশা এসে, বাঁধে তারে অষ্টপাশে।
না পারে ছিঁড়িতে শেষে, করে কেবল রোদন॥

ব্যাকুল হইয়া পড়ে, বাধা বিঘ্ন তার উপরে।
কশাঘাত কত করে, উঠিতে না দেয় কখন॥
তখন জীব কাতর হ'য়ে, কারাধ্যক্ষে কয় ডাকিয়ে।
যদি তিনি দয়া ক'রে, করেন পাশ মোচন॥
দেখিলে পবিত্র তারে, রাখেন না কারাগারে।
ধরিয়ে তাহারে করে, ল'য়ে যান নিজ স্থান॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

এ দেহ দুর্গ মাঝে, আছে অমূল্য রতন।
সহজে না পায়, কাহারো দেখিতে নয়ন॥
হৃদয় কোষাগারে, রেখেছে রতন পূরে।
ঘেরে তায় ঘোর তিমিরে, পায় না কেহ সন্ধান॥
অজ্ঞান প্রাচীর তাতে, আছে দুর্গের চতুর্দ্দিকে।
ভেদ করা যে তাহাকে, হয় অতীব কঠিন॥
মায়াজালে দুর্গে ভ'রে, রাখে যে সকল ঘেরে।
কেহ না পারে সাঁতারে, করিবারে যে গমন॥
আসক্তি মসলা দিয়া, আশা প্রস্তরে গাঁথিয়া।
তৃষ্ণা প্রাচীর তুলিয়া, করেছে পথ দুর্গম॥
পঞ্চভূত মিশাইয়ে, রেখেছে দুর্গ গড়িয়ে।
দেখ না তার মাঝারে, জ্বলিতেছে হুতাশন॥
নবদ্বার দুর্গে হয়, আছে নয় প্রহরী তায়।
কামাদি যে রিপু ছয়, ঈর্ষা, দ্বেষ, রাগ, নয় জনে॥
দুর্গ নির্ম্মাণের কৌশল, কে বুঝিতে পারে বল।
মাঝে দেখ কত কল, কার্য্য করে রাত্রদিন॥

দশ ইন্দ্রিয় আর কত, আছে অস্ত্র কত শত।
চলিতেছে দিবারাত্র, শান্ত না হয় কখন॥
দম্ভ গর্ব্ব অহংকার, সৈন্য শত শত আর।
ক'রে ভীষণ চীৎকার, রয়েছে ক'রে বেষ্টন॥
সৈন্যাধ্যক্ষ যে বাসনা, প্রবৃত্তি ক'রে কল্পনা।
রাখে ব্যূহ ক'রে রচনা, ঘেরিয়া রহে রতন॥
সে রতন লুটিবার তরে, নিবৃত্তি আসে সঙ্গে ক'রে।
শ্রদ্ধা ভক্তি আনন্দেরে, করিতে দুর্গ আক্রমণ॥
ল'য়ে করে তত্ত্ব জ্ঞান, দেখিয়া লয় যে রতন।
পাঠাইয়ে শম দম, আরম্ভ করিল রণ॥
শান্তি অহিংসা যে এসে, বিবেক বৈরাগ্য বেশে।
যম নিয়মে ধরে শেষে, প্রবেশে করিয়া ধ্যান॥
অষ্টাঙ্গ যোগেরই বলে, দুর্গ যে লুটিয়া নিলে।
তবে সমাধি কৌশলে, করস্থ করে রতন॥

ভৈরব—ঢিমা।

উঠ উঠ জীব, উঠিল দেখ তপন।
এখন শয্যাতে তুমি, রহিলে অচেতন॥
নিশির শিশির যত, হইলরে লুক্কায়িত।
তুমি শয্যায় হ'য়ে শায়িত, দেখিতেছ যে স্বপন॥
দেখনা জীব সব, করিতেছে কলরব।
না ভাঙিল নিদ্রা তব, না হইল জাগরণ॥
শাখী পরি বিহঙ্গম, ধরিয়া মধুর তান।
লইয়া বিভুর নাম, সুমধুর করে গান॥

নিশির শিশির ছিল, ভানুকরে শুকাইল।
পাদপকুল জাগিল, বহে প্রভাত সমীরণ॥
হ'য়ে তুমি জাগরণ, গাওরে বিভুর নাম।
পাইবে তুমি পরিত্রাণ, খসিবে ভব বন্ধন॥
দিন গতে আসে নিশি, ভানু অস্তে উঠে শশী।
বিকার দেখ অহর্নিশি, হয় স্থাবর জঙ্গমে॥
অনিত্য এ দেহ মন, সদা হয় পরিবর্ত্তন।
ত্যজিয়ে এবে মায়া ঘুম, থাক হ'য়ে সচেতন॥

সিন্ধু—একতালা।

এ দেহ পুরী মাঝে বিরাজে হৃদয়াঙ্গন।
দেবাসুরে দ্বন্দ্ব হয়, উঠে সংগ্রাম ভীষণ॥
অসুর প্রবল হ'য়ে, অমরে দিলে হারাইয়ে।
শক্তির সমীপে গিয়ে, করে বিনীত আবেদন॥
শক্তি তবে রণবেশে, দাঁড়ান হৃদয়ে এসে।
তাঁহার জ্যোতি প্রকাশে, ভাসিয়া উঠিল জ্ঞান॥
সকল দেবতা মিলে, অস্ত্র শস্ত্র তাঁরে দিলে।
অস্ত্রেতে ভূষিত হ'লে, ক্ষেত্রে করেন আগমন॥
প্রবৃত্তি আসক্তি আশে, শুম্ভ নিশুম্ভর বেশে।
মুগ্ধ হ'য়ে রূপরসে, তৃষ্ণা দূতে করে প্রেরণ॥
শুনিয়া দূত বচন, রণে করেন আহ্বান।
কাম ক্রোধ যোদ্ধৃগণ, আসে করিবারে রণ॥
জ্ঞান খড়্গ করে ধ'রে, হানিলেন তাদের শিরে
ভূমেতে যাইল প'ড়ে, হইল তারা নিধন॥

লোভ মাৎসর্য্য পরে, মোহ মদ সঙ্গে ক'রে।
রণ করে ঘোরতরে, শেষে হারাইল প্রাণ॥
বাসনা হ'য়ে রক্তবীজ, প'রে রণ পরিচ্ছদ।
আসে করিতে বিবাদ, করিল ঘোর সংগ্রাম॥
মায়া অন্ধকার ক'রে, ভরিল দিক হুঙ্কারে।
ল'য়ে বহু অস্ত্র করে, হানিতে লাগিল ঘন॥
প্রজ্ঞা বজ্র ল'য়ে করে, শক্তি তায় দ্বিধা করে।
ছিন্ন ক'রে ফেলে তারে, ভূমে রক্ত হয় পতন॥
তাহাতে যে ছিল বীজ, তায় উঠে রক্তবীজ।
করিয়ে রণ সাজ, করিতে লাগিল রণ॥
তত্ত্বজ্ঞানে জিহ্বা ক'রে, রাখেন ক্ষেত্রে বিস্তারে
তাহাতে যে রক্ত পড়ে, অন্তরে করেন গ্রহণ॥
শম্ভুর দর্প গর্ব্ব ক'রে, আসিল রণ করিবারে।
বিবেক নারাচ প্রহারে, হরেন তার জীবন॥
কুপ্রবৃত্তি রাগ দ্বেষ, ছাড়িয়া পলায় দেশ।
কালিমা যে ছিল শেষে, হ'ল তাহা অন্তর্দ্ধান॥
অসুর পরাস্ত হ'ল, অমরের জয় হ'ল।
ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশিল, উজ্জ্বল হইল স্থান॥

সিন্ধু—ঢিমা।

ভাবিয়া দেখনা মন, সংসার ভীষণ শ্মশান।
প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তন, হয় স্থাবর জঙ্গম॥
জগতে হয় নিয়ম, রূপান্তরে হয় জনম।
নিধন যে হয় পুনঃ, স্থির নহে কোন দিন॥

একের নাহি বিকার, নাহি যে তাঁর আকার।
সমভাব সর্ব্বকাল, নাহিক পরিবর্ত্তন॥
তিনি হন আদি কারণ, যাহাতে হয় উত্থান।
তাতেই হয় পতন, বিশ্বেরই ইহাই নিয়ম॥
পরমাণু বিশ্বে রয়, সহযোগে উৎপন্ন হয়।
বিয়োগে হইবে লয়, ঘোরে ফেরে পুনঃ পুনঃ॥
পঞ্চভূত এক হ'য়ে, ফেলে সবে গড়িয়ে।
আবার পৃথক্ হ'য়ে, করে তাহারই পতন॥
মিশ্রণে হয় গঠন, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন।
চলিতেছে এই নিয়ম, খণ্ডন না হয় কখন॥
সাগরেতে দ্বীপ হয়, আবার জলমগ্ন রয়।
স্থির সে যে কভু নয়, হয় জেন সর্ব্বক্ষণ॥
বীজেতে যে বৃক্ষ উঠে, বৃক্ষ পুনঃ বীজ গঠে।
করে সবে এইরূপে, গমন আর আগমন॥
মন আর চিত্ত জেন, লিঙ্গদেহে হয় লীন।
সংস্কার করি' গ্রহণ, ধ্বংস না হয় কখন॥
জগতেতে হুতাশন, জ্বলিতেছে রাত্রদিন।
সে চিতায় জীবগণ, অহর্নিশি হয় দহন॥
এইমত বিশ্বময়, আসা যাওয়া কেবল হয়।
একেরই নাহিক লয়, জাগরিত সর্ব্বক্ষণ॥
অতএব বলি শুন, আত্মারে অন্তরে জান।
কর তাঁর দরশন, ভয় না হবে কখন॥

খট ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

আমার দেহেতে কেন, এখন রহিলে প্রাণ।
শীঘ্র করি' যাত্রা কর, ক'রে মায়ে দরশন॥
পেতেছ কত যাতনা, তবু ত তুমি ছাড় না।
আসক্তি আর বাসনা, ভরিয়া রেখেছ মন॥
পীড়া হইতেছে কত, যন্ত্রণার নাহিক শেষ।
হইতেছ শয্যাগত, কষ্টভোগ অগণন॥
অল্প যে আছে জ্ঞান, থাকে না ত সর্ব্বক্ষণ।
ভ্রম হয় ক্ষণ ক্ষণ, তিমির করে আচ্ছাদন॥
নয়নে আঁধার দেখ, ভয়ে কাঁপে সদা বুক।
বল তোমার কোথা সুখ, না কর তবু গমন॥
বুঝেছি তোমারই মন, মায়ে কর্‌বে দরশন।
আছ তুমি সে কারণ, করিবে না কভু প্রস্থান
বস বস বস ধ্যানে, পবিত্র হও দরশনে।
তাঁর বিমল কিরণে, হবে তোমার পরিত্রাণ॥

পরজ বাহার—তেওরা।

মন ফুরাইল দিন ডাকিছে তোমারে—দেখ না শমন।
কেন ভবে এসেছিলে, আসিয়া বা কি করিলে।
বৃথায় জীবন খোয়াইলে, ভাবিলে না শেষের সে দিন॥
এখন আছে জীবন, স্মরিতে পাইবে দিন।
করিয়া একান্ত মন, সতত করিবে ধ্যান॥
দিবানিশি ক'র্‌বে মনে, ধরেছে তোমায় শমনে।

ল'য়ে যাবে নিজস্থানে, ক'রে কেশ আকর্ষণ ॥
সাঙ্গ কর এই বেলা, তোমারই যে লীলা খেলা।
পঞ্চভূত শেষের বেলা, চ'লে যাবে নিজ নিজ স্থান ॥
পারবে না ফেলিতে শ্বাস, বন্ধ হবে তোর নিশ্বাস।
দিবে না কেহ আশ্বাস, বাঁচাতে তব জীবন ॥
জ্ঞানসূর্য্য অস্ত যাবে, অন্ধকারে প'ড়ে রবে।
তখন তোমায় কে চাহিবে, গৃহমধ্যে দিতে স্থান ॥
একাকী আসিয়াছিলে, একাকী যাইবে চ'লে।
দারা পুত্র বন্ধু সকলে, করিবে না আর স্মরণ ॥

সুরটমল্লার—কাওয়ালী।

এ দেহ সংসারে রাখিবে আর কতদিন।
তোমার উদ্দেশ্য, কি বুঝিবে মানবগণ ॥
অস্থি মাংস রক্ত পেশী, দিয়া চর্ম্ম শিরারাশি।
বায়ু তেজ জল আসি', করিল দেহ গঠন ॥
প্রবেশ চৈতন্য হ'য়ে, চেতনা দিলে যে তাহে।
তব শক্তিতে শক্তি পেয়ে, ধরিয়া আছে জীবন ॥
দিলে বটে ইচ্ছা স্বাধীন, ঢাকিল দিয়ে আবরণ।
করিতে না পারিলে ছিন্ন, ফুটে না তাহার জ্ঞান ॥
কামিনী কাঞ্চন দিয়ে, সংসারে রাখে ধরিয়ে।
মায়াতে ফেলে হারায়ে, পায় না সে আত্মজ্ঞান ॥
সংসার আর দেহ, সকলই অনিত্য হয়।
ভ্রমে প'ড়ে সদা রয়, হারায় সে সত্য জ্ঞান ॥

তুমি যারে কৃপা কর, উঠে জ্ঞান দিবাকর।
হৃদয় আলো ক'রে কর, খুলে যায় জ্ঞান-নয়ন ॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

মানব জীবন কেন, ভাবিয়া দেখ না মন।
ধরেছ মানব দেহ, জেন মুক্তির কারণ ॥
দেখ সৃষ্টি প্রবাহেতে, হয় সংসারে আসিতে।
আর কর্ম্মফলেতে, চক্রেতে করে ভ্রমণ ॥
প্রকৃতির যে নিয়ম, কে পারে কর্ত্তে খণ্ডন।
প্রকৃতি যার সৃজন, কর্ত্তে পারেন তিনি পরিবর্ত্তন ॥
যদি তাঁর সাধন কর, যাইবে প্রকৃতি পার।
নচেৎ গতি নাই তোমার, মায়া করিবে আচ্ছন্ন ॥
সাংখ্য আর বেদান্ত বলে, বিবর্ত্ত আর পরিণাম ফলে।
আসে যায় জেন সকলে, মুক্ত না হয় যতক্ষণ ॥
অতএব সাবধান, পেয়েছ মানব জন্ম।
মন প্রাণে কর সাধন, হইবে দুঃখ অবসান ॥
সাযুজ্য সামীপ্য সালোক্য, তাহাতে রাখিবে লক্ষ্য।
থাকিবে হ'য়ে মুমুক্ষ, শেষে পাবে মুক্তি নির্ব্বাণ ॥

বেহাগ খাম্বাজ—একতালা।

এখন কেন ব'সে, কি ভাবিছ মন।
ক্রোড়ে রাখিয়াছ, উপার্জ্জিত ধন ॥
দিন যে এল ফুরাইয়ে, যাইতে হবে ত্যজিয়ে।
কি করিবে এ ধন ল'য়ে, পারিবে না করিতে বহন ॥

একাকী চলিয়া যাবে, কিছু সঙ্গে না যাইবে।
সকলি পড়িয়া রবে, কি করিবে বল তখন॥
দুগ্ধ ফেন শয্যা করিতে, তাহে তুমি ঘুমাইতে।
তাতেও কষ্টবোধ করিতে, হইত না তোমার ঘুম॥
এখন তোমায় ল'য়ে যাবে, রজ্জুতে তোমায় বাঁধিবে।
কাষ্ঠে শয্যা সাজাইবে, চিতায় করিবে শয়ন॥
তাহাতে আগুন দিয়ে, ফেলিবে তোমায় পোড়াইয়ে।
যাইবে ভস্ম হইয়ে, হবে লীলা অবসান॥
দারা সুত পরিজন, জেন কেহ নয় আপন।
প্রফুল্ল হবে তাদের মন, তুমি রাখিয়া যাইলে ধন॥
তোমার তাহে কি হইবে, মুক্তি কেহ নাহি দিবে।
তখন তুমি কোথায় যাবে, নাহি কিছু অবধারণ॥
ধন আর না পাইবে, কর্ম্মফল সঙ্গে যাবে।
কর্ম্মফলে তোমায় গঠিবে, করিবে পুনঃ বিচরণ॥
অতএব বলি শুন, ত্যজিয়ে অনিত্য ধন।
লভিয়ে সে নিত্য ধন, হ'য়ে থাক আত্মারাম॥

পিলু মিশ্র—ঝাঁপতাল।

বল মন এ কেমন, হ'লে না আমার কখন।
দেহ অভ্যন্তরে থাক, দেখা দাও না কোন দিন॥
সূক্ষ্মতম তব আকার, দৃষ্টির নয় গোচর।
সাকার বা নিরাকার, জানে না যে জীবগণ॥
আত্মা সনে সহবাস, আছ তুমি বহুদিবস।
কিসে তার খসে পাশ, ভাব না তুমি কখন॥

আত্মাতে হইলে লয়, জীব তবে পথ পায়।
একআত্মা হ'য়ে রয়, মোচন হয় বন্ধন॥
জীবের চরম লক্ষ্য, তুমি তাহা না কর লক্ষ্য।
দাঁড়াও হ'য়ে বিপক্ষ, নিরয়ে দাও হে টান॥
যদি আত্মার বন্ধু হও, থাকে না কোন ভয়।
স্বর্গে তারে ল'য়ে যাও, থাকে না সংসার ভ্রম॥
জীব তবে অভয় পেয়ে, পরমে যায় মিশিয়ে।
জীব আত্মা এক হ'য়ে, হবে অপূর্ব্ব মিলন॥

ভৈরব—ঢিমা।

এ দেহভার পারিব না আর করিতে বহন।
সতত যন্ত্রণা পাই, অস্থির যে সর্ব্বক্ষণ॥
মনে করি দেহ ছেড়ে, থাকিব আত্মারে ধ'রে।
তখনই ত মায়া ঘোরে, ক'রে ফেলে বন্ধন॥
ভাবে আমার এ প্রাণ, ঈশ্বরে করে অর্পণ।
পাইলে তুরীয় স্থান, কর্‌ব ব্রহ্ম দরশন॥
ভাবিব না দেহ কারণ, আত্মা দেহ কর্‌ব ভিন্ন।
দেহের হ'লে পীড়ন, আত্মাতে লইব স্থান॥
কিন্তু তাহা নাহি ঘটে, দেহ পীড়ায় হৃদয় ফাটে।
সাধনায় বাধা ঘটে, সম্বন্ধ না হয় ছিন্ন॥
সাধনার আশ্রয় দেহ, আত্মার বটে হয় গেহ।
দেহ পরি পড়ে স্নেহ, ছাড়িতে না হয় মন॥
তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় ক'রে, দিব এ দেহরে ছেড়ে।
থাকিব আত্মারে ধ'রে, লব না আর দেহ পুনঃ॥

বেহাগ—একতালা।

হায় আমি ভবে এসে, কি করিলাম।
ভবে এসে খেলিতে ব'সে, শেষে আমি হেরে গেলাম॥
সংসার সাগর জলে, বেড়াইলাম কত খেলে।
শেষে লবণের জলে, দহে আমি প্রাণ হারালাম॥
নিত্য ধনে না চিনিয়ে, অনিত্যে যাইলাম ধেয়ে।
কামিনী কাঞ্চন ল'য়ে, সব যে ভুলে রহিলাম॥
এখন যে সময় এল, রাজ্য ধন কোথায় গেল।
অদৃশ্য তারা হইল, আগে কই তাহা বুঝিলাম॥
এরূপ আর করিব না, অনিত্যে আর ধরিব না।
করিব কেবল উপাসনা, না ক'রে এবার ঠকে গেলাম॥

পিলুবাঁরোয়া—যৎ।

ওরে মন আর কতদিন, রবে অচৈতন্য হ'য়ে।
অবিদ্যার অন্ধকারে, ফেলেছ জ্ঞান হারাইয়ে॥
দ্বৈত ভাব পরিহরি, অদ্বৈতে আশ্রয় করি'।
জীবাত্মায় লীন করি', রহিবে তুমি সুখী হ'য়ে॥
দ্বৈতাদ্বৈত ঘুচে যাবে, সকলই একত্র হবে।
দ্বিধা আর না রহিবে, সকলই অভেদ হ'য়ে॥
তখন দেখিবে তুমি, আমি আর জগতের স্বামী।
তুমিই হ'য়ে বিশ্বযোনি, আছ অজ অক্ষয় হ'য়ে॥
যখন তোমার জন্মিবে এই জ্ঞান, উদয় হইবে চৈতন্য।
ঘুচে যাবে অজ্ঞান, রবে জ্ঞানময় হ'য়ে॥

মায়া আবরণে ঘেরে, আসিয়াছ এ সংসারে।
চৈতন্য হও মায়া ফেলিয়ে, অজ্ঞান যাবে চলিয়ে॥

ভৈরব—ঢিমা।

যদি চাও রে, নিত্যজ্ঞান, গিয়ে একবার ত্থাখ না শ্মশান
সেখানে দেখিতে পাবে, জীবেরই চরম॥
দাঁড়ায়ে চিতারই পাশে, দেখনারে আশে পাশে।
কেহ নাহি তথা আসে, থাকিবেরে একাকিন॥
ঘোর নিবিড় অন্ধকারে, দেখিতে না পাবে কারে।
আপন বল যাহারে, দিবে না তারা দরশন॥
একাকী আসিয়াছিলে, একাকী যাইবে চ'লে।
তোমার কাল পূর্ণ হ'লে, জ্বলিবে চিতার আগুন॥
মদগর্ব্বে অভিমানে, ব্যস্ত সদা উপার্জ্জনে।
নাম যশেরই সন্ধানে, ঘুরিতেছ রাত্রদিন॥
কান্তি পুষ্টি কলেবর, যারে যত্নে রক্ষা কর।
কালেরই করাল কর, করিবে তাহে গ্রহণ॥
দম্ভ আর অহঙ্কারে, পুষিয়ে তারে অন্তরে।
সগর্ব্বে বেড়াও ঘুরে, করি' বিচরণ॥
সকলই হইবে শেষ, বন্ধ হইলে নিশ্বাস।
থাকিবে না আর বিশেষ, কেহ না করিবে স্মরণ॥
অতএব বলি শুন, প্রজ্ঞায় করি' সন্ধান।
হ'য়ে থাক আত্মারাম, ক'রে সদা নিত্যের ধ্যান॥

পিলুমিশ্র—যৎ।

এখন আশা ক'রে এ দেহে রয়েছে প্রাণ।
চরমে আত্মারই সনে, যদি হয় মিলন॥
খুলে যাবে জ্ঞান-নয়ন, পাইবে পরমাত্মন।
ক্ষণিক আর বিজ্ঞান, দেখিবে সকলই ভ্রম॥
ক্ষণিক বাদী ব'লে থাকে, চির কিছুই নাহি থাকে।
বিজ্ঞান তাঁহারে দেখে, বলে দেহে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন॥
অবিনাশী নির্ব্বিকারী, আত্মা ত নয় কাহারই।
দেহ সনে হয় বিকারী, দেহ হ'লে হয় স্ফূরণ॥
আবার কেহ ব'লে থাকে, বিজ্ঞান আত্মায় দেখে।
বিজ্ঞান তাহাকে রাখে, তাদের না হয় সত্য জ্ঞান॥
শূন্যবাদী আবার কয়, সকলই ত শূন্যময়।
নাস্তি নাস্তি ক'রে যায়, দেয় না যে আত্মারে স্থান॥
নাস্তিক আবার বলে, পঞ্চভূত যবে মিলে।
পরিণতি হয় ব'লে, দেহ নাশে থাকে না কখন॥
ফেলে দাও সবে দূরে, আত্মারে লও রে ধ'রে।
আত্মায় আত্মা মিলন ক'রে, লও চির বিশ্রাম॥

ভৈরবী—যৎ।

কি কর ব'সে মন, বিমর্ষ হেরি সর্ব্বক্ষণ।
কখন হ'ল না তোমার, প্রসন্ন বদন॥
অশান্তি সতত মনে, তৃষ্ণারই উৎপীড়নে।
যাও ধন উপার্জ্জনে, কর জগৎ ভ্রমণ॥

কিছুতে না পূরে আশ, ঘুরিতেছ দেশ বিদেশ।
না জান কি হবে শেষ, যখন যাবে জীবন॥
হ'তে তুমি ধনবান, ধায় মন সর্ব্বক্ষণ।
নাহি তোমার বিরাম, সদা কর পরিশ্রম॥
বিষয় করিয়া কোলে, থাক বটে কুতূহলে।
জান না সে হলাহলে, নাশিবে তব জীবন॥
যখন বার্দ্ধক্য এসে, পীড়ায় ফেলিবে পিষে।
তখন বিষয় বিষে, থাক্‌বে হ'য়ে অবসন্ন॥
থাক্‌বে হ'য়ে দৃষ্টিহীন, উদরে না যাবে অন্ন।
ছাড়িতে হবে ধনজন, সে চিন্তায় রবে মগন॥
যাহারে ভাবিলে মনে, আনন্দ পাইবে প্রাণে।
ছেড়ে ধন পরিজনে, অর্পণ কর মন প্রাণ॥
অনিত্য সুখ ফেলে দূরে, সদা থাক তাঁরে ধ'রে।
আনন্দ পাবে অন্তরে, প্রফুল্ল হইবে মন॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

জালে পূরে রেখেছ, আপনায় ঘেরে।
এখন বল তুমি পালাবে কি ক'রে॥
সে জালের নাইক ফাঁক, আগাগোড়া দেয় ফাঁস।
পাবে না তায় সাবকাশ, প'ড়ে থাক তার ভিতরে॥
জালের বাঁধন কঠিন, কে পারে কর্ত্তে ছিন্ন।
সকলের যায় জীবন, যে রহে জালেতে প'ড়ে॥
জালে লাউ গাঁথা থাকে, তাতে সবে ঘেমে রাখে।
ফেলে গিয়ে যে বিপাকে, শেষ কালেতে প্রাণে মারে॥

লোহার কাঁটি বাঁধন আছে, তাতে সবে ধরিতেছে।
দিবানিশি ঘেরিতেছে, ফেলে সংজ্ঞাহীন ক'রে॥
যদি না পড়্‌বে জালে, ব'সে যাও অগাধ জলে।
লাফিয়ে পড় না স্থলে, বেঁধে ফেল্‌বে তোমায় ডোরে॥
যদি রেহাই পেতে চাও, অতলেতে ডুবে যাও।
জেলের শরণ লও, যে তোমায় দিলে বেড়ে॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

কেন এত ভীত মন, এ দেহ কারণ।
পঞ্চ মিলে গড়িয়াছে, পঞ্চে পঞ্চ হবে লীন॥
ক্ষিতিতে হয় অস্থিমাংস, অপেতে জলীয় অংশ।
তেজে তেজ হয় প্রকাশ, মরুতে দিয়েছে প্রাণ॥
ব্যোম যে আছে ভিতরে, মস্তিষ্ক দুই ভাগ করে।
একে ক্রিয়া কর্ম্ম করে, অন্যেতে দিতেছে জ্ঞান॥
দেহের সব উপাদান, চৈতন্য নিমিত্ত কারণ;
না হ'লে জড় কি কখন, হয় না কভু ক্রিয়াবান্॥
লিঙ্গদেহ চ'লে যাবে, স্থূলদেহ গ'ড়ে লবে।
এই রূপে আস্‌বে যাবে, ক্ষয় না হইলে কর্ম্ম॥
চৈতন্যে চৈতন্য দেয়, তাহাতেই ক্রিয়া হয়।
নতুবা জড় রয়, পাবে কোথায় চেতন॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

সংসারের রঙ্গ রসে, মজ না মজ না মন।
রূপরসে বদ্ধ হয়, জেন জীবগণ॥

কত রূপ দেখাইবে, মনেরে টানিয়া লবে।
তত্ত্ব জ্ঞান ভুলে যাবে, রূপেতে মজিবে মন ॥
রূপেতে পতঙ্গ মরে, জ্বলন্ত অনলে পড়ে।
ফলাফল না বিচারে, দেয় যে নিজের প্রাণ ॥
রূপেতে মন মুগ্ধ করে, রূপেতেই জ্ঞান হরে।
সঙ্কটে পড়ে রূপেরই তরে, রূপেতে মন হয় মগন ॥
নাহি দেখ বিশ্বরূপ, দেখিলে যাহার স্বরূপ।
দেখিতে না হয় অন্য রূপ, আনন্দে ভাসে মন প্রাণ ॥
ক'র না সে রস আস্বাদন, যাতে জীব হয় অজ্ঞান।
কর ভক্তিরস পান, যাতে পাইবে মুক্তি নির্ব্বাণ ॥
রূপরসে ভুলিবে না, রূপরসে মজিবে না।
যে রূপরসে তাঁরে পাবে না, সে রূপরসে দিবে না মন

মুলতান—যৎ।

বধির কি হ'ল এবে, আমারই শ্রবণ।
কেন না শুনিতে পাই, গুরুর বচন ॥
গুরু যে ব'সে অন্তরে, বাজাইতেছেন তারে তারে।
কেন না বাজে অন্তরে, হয় না কেন জাগরণ ॥
সংসারের কোলাহল, আমায় বধির করিল।
শুনিতে যে নাহি দিল, অন্তর বাদ্যের বাদন ॥
চক্ষু গেল কর্ণ গেল, উপদেশ না শুনিল।
না দেখে অন্তরে আলো, না পেলে দিব্য কিরণ ॥
আনিলাম ঘ্রাণে ডেকে, মকরন্দ যে সোঁকে।
গন্ধবহ তাহা দেখে, করিল না যে বহন ॥

জিহ্বায় ডাকি তখন, রস কর্ত্তে আস্বাদন।
বলি বটে শোনে না বচন, শুষ্ক হইল যে রসন॥
ত্বকে করি কৃতাঞ্জলি, স্পর্শ করিতে তাঁরে বলি।
শুনিল না যাহা বলি, পিছে করে পলায়ন॥
সকলই নিস্তেজ হ'ল, তন্মাত্রা লুকাইল।
মন যে সাহস পাইল, দেন যদি ক'রে কর প্রসারণ

খাম্বাজ—একতালা।

কেন হেরি অন্ধকার, মুদিলে নয়ন।
কবে দেখ্‌ব আলো অন্তরে, হবে কি এমন দিন॥
নাহি পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য, না আছে সঞ্চিত কর্ম্ম।
না হ'ল অর্জ্জন ধর্ম্ম, না উঠিল তত্ত্ব-জ্ঞান।
কর্ম্মক্ষয় না হইল, নিষ্কর্ম্মে কর্ম্ম রহিল।
এড়াইতে কর্ম্মফল, হ'ল না কখন মন॥
ভাল মন্দ কর্ম্ম কর, পড়িবে তার সংস্কার।
যাইবে সঙ্গে আমার, ভয়েতে কাঁপিছে প্রাণ॥
পরোপকার করিবারে, যদি কভু মন করে।
কামনা আসিয়া পড়ে, হয় না কর্ম্ম নিষ্কাম॥
মায়ায় সদা অবসন্ন, দেখি কেবল পরিজন।
ল'য়ে কামিনী কাঞ্চন, রাত্রিদিন থাকে মগ্ন॥
নাহি ডাকে পরমাত্মনে, নাহি তাঁরে ধরে ধ্যানে।
না ভাবিলে মন প্রাণে, জ্যোতি কি পায় কখন॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

কি কর্‌বে আমার রোগে, কি কর্‌বে শোকে।
হৃদয়ে যদি পারি, আমি বসাইতে তাঁকে ॥
যদি তাঁর ছায়া পড়ে, চিত্তেতে অধ্যাস করে।
শোক তাপ পলায় দূরে, ভ'রে যায় পুলকে ॥
তাঁহার চরণ স্পর্শে, ফুলে যাই আমি হর্ষে।
থাকে না মন বিমর্ষে, অভিভূত নহে শোকে ॥
তিনি যে আনন্দময়, চিন্তায় আনন্দ হয়।
আনন্দে মন ভেসে যায়, বিষাদ কভু নাহি থাকে ॥
যবে তাঁর ধ্যান করি, উঠে আনন্দ লহরী।
নিজ সত্তা ভুল করি, অন্তরে দেখি যে তাঁকে ॥
পীড়াতে কি আছে ভয়, যাতনা কভু নাহি রয়।
পায় যে জীব অভয়, অন্তরেতে তাঁরে দেখে ॥
কাতর হ'য়ে যেবা ধরে, শমনে ভয় নাহি করে।
ভাবিতে ভাবিতে অন্তরে, যায় সে মুক্তির পথে ॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

ভাঙ্‌লো না তোমার ঘুম, ঘুমাইছ চিরদিন।
সতত মুদ্রিত আঁখি, জাগ্রতে দেখ স্বপন ॥
মায়া ওষধি দিয়ে, রাখে ঘুম পাড়াইয়ে।
যদি কভু উঠ জাগিয়ে, ঘুমাইয়ে পড় পুনঃ ॥
শৃঙ্খল এত কঠিন, লৌহ নহে তার সম।
গাঁট তার এত ঘন, বেড়ে যায় দিলে টান ॥
মোহ এসে তার উপরে, অচেতন জীবে করে।

যেন সে নেশার জোরে, হ'রে লয় দিব্য জ্ঞান ॥
আসক্তি আসিয়া পড়ে, প্রবেশ করে অন্তরে।
মস্তিষ্ক যায় যে ঘুরে, ঘুমে করে অচেতন ॥
চক্ষে জ্ঞানবারি দিয়ে, লও ঘুম ছাড়াইয়ে।
তখন তুমি আলো পেয়ে, ত্যজিতে পারিবে ঘুম ॥
তখন সদা জেগে রবে, চক্ষে পলক না পড়িবে।
মোহনিদ্রা জয় করিবে, রবে হ'য়ে জাগরণ ॥

বাহার—একতালা।

হৃদি সরোবরে জল তরঙ্গ, বাজিল কর না শ্রবণ।
সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি, উঠে স্বর সপ্তম ॥
উঠে হ'তে মূলাধার, তারা, উদারা, মুদার।
রাগ উঠে তায় ষড়, দেহ যন্ত্রে তিন গ্রাম ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র তালে, উঠিতেছে তালে তালে।
ভেদ করে চক্র সকলে, সহস্রারে হয় মিলন ॥
ভাগ্যবলে যে শুনে ধ্বনি, নেচে উঠে তার ধমনি।
সে পায় আনন্দখনি, থাকে না আর অহংজ্ঞান ॥
বাজিলে সে তিন গ্রাম, উঠে তার তত্ত্বজ্ঞান।
ভেদ করি' স্বর সপ্তম, দীপকে হয় মিলন ॥
সাধন কর ষড় রাগ, রেখ না মনেতে ভাগ।
হ'লে পরে একযোগ, হবে ব্রহ্ম দরশন ॥
তরঙ্গের স্বর পরে পরে, আসিবে জেন ধীরে ধীরে।
রাখিবে তাহারে ধ'রে, হবে না জেন আর জনম ॥

খাম্বাজ—একতালা।

সংসার সাগরে, আমারে ফেলিয়ে বড়শিতে গাঁথিয়ে রেখেছ।
কূলেতে বসিয়ে চার ছড়াইয়ে, আমারে ভোলাইয়ে খেলিছ॥
ছট্‌ফট্‌ ক'রে মরি, ছাড়াইতে নাহি পারি।
দিয়ে শক্ত মায়া ডুরি, বেঁধে যে আমায় রেখেছ॥
হুইলের ছিপে গাঁথা, চেষ্টা করি আমি বৃথা।
তাতে আবার আছে ফতা, ডুবায়ে খ্যাঁচ মারিতেছ॥
বড়শিতে যে মাছি গাঁথা, সত্য ভ্রমে যাই তথা।
আস্বাদিলে পড়ি গাঁথা, ফাঁদ পেতে তুমি রেখেছ॥
যত আমি দৌড়ে যাই, পাই না তাহার থাই।
প্রাণ করে আই ঢাই, কড় মুখে যে গেঁথেছ॥
যখন অন্ধকার হয়, জোনাকি বাঁধ ফতায়।
চার ছড়াইয়া দাও, ঘেরে আমায় রেখেছ॥
যদি কভু আসি কূলে, ছাঁকনি জালে লও তুলে।
জানি না যে কোনকালে, ছেড়ে আমায় দিতেছ॥
যদি টোপ নাহি খেয়ে, যাই আমি পলাইয়ে।
তখন তুমি জাল ল'য়ে, মাথার উপর ফেলিছ॥
গেলে কোন পথ ধরি', নিরাপদে যেতে পারি।
বাঁচি আমি হাঁপ ছাড়ি', উপায় না দেখাইছ॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

কেন রে অবোধ মন, সাধন পথে যায় না।
আত্মারে দেখিবারে, ইচ্ছা কভু করে না॥
উপদেশ দিলে পরে, ফেলে দেয় তারে দূরে।
মত্ত সদা অহঙ্কারে, বিনয় কভু শেখে না॥

না হইলে চিত্ত নাশ, বাসনার নাহি শেষ।
ব্রহ্ম জ্যোতি প্রকাশ, জেন কভু হয় না॥
অবিদ্যার বশ হ'য়ে, মিথ্যা সত্য না ভাবিয়ে।
মিথ্যা ধর সত্য বলিয়ে, ভ্রম কথন ঘুচে না॥
প্রাণবায়ু রোধ ক'রে, সত্য ধ্যান থাক ধ'রে।
তবে তিনি কৃপা ক'রে, পূরাবেন জেন কামনা॥

খাম্বাজ—একতালা।

এ দেহ ধারণ, দুঃখ ভোগের কারণ।
জীব করে সাধন, পেতে মুক্তি নির্ব্বাণ॥
কর্ম্মফলে জন্ম হয়, জন্মাইলেই দুঃখ পায়।
খুঁজিয়া সে নাহি পায়, কিসে হয় নিবারণ॥
এক বটে পরমাত্মন, জীব আত্মা ভিন্ন ভিন্ন।
করিলে জীব সাধন, উভয়েতে হয় মিলন॥
কেহ কহে তাহা নহে, আত্মা একমাত্র রহে।
মায়াতে ঘেরিয়া তাহে, তাই ভেদাভেদ জ্ঞান
মায়া ছিন্ন করিবারে, জীব যে সাধনা করে।
ছিন্ন হ'লে একবারে, দেখিবে তুমি তখন॥
রুচিভেদে সাধন ভিন্ন, গম্য জেন এক স্থান।
একপক্ষে ধাবমান, মুক্তি চায় জীবগণ॥
নানা শাস্ত্রে নানা মত, কিন্তু খুঁজে এক পথ।
কেহ ত নহে জ্ঞাত, কোন্ পথে হয় অর্জ্জন॥
সব তুমি ছেড়ে দাও, ব্রহ্মের আশ্রয় লও।
জেন মুক্তি পাবে তায়, ভুল না হবে কখন॥

মালকোষ—কাওয়ালী।

করে ল'য়ে তিক্তফল, চাও মিষ্ট আস্বাদন।
বিষেতে অমৃত জেন, উঠে না কখন॥
ক'রে আসিয়াছ পাপ, পাইতেছ তাই তাপ।
এক্ষণে কর পরিতাপ, হবে ব'লে যে মার্জ্জন॥
সতত অতৃপ্ত মন, সহ তৃষ্ণার পীড়ন।
না করিলে তায় নিবারণ, পাবে না সুখ কখন॥
ভোগেতে কেবল দুখ, ত্যাগেতে জানিবে সুখ।
না হইলে মুমুক্ষ, দুঃখ থাকিবে চিরদিন॥
যিনি সর্ব্ব শক্তিমান্, বিরাজিছেন সর্ব্বস্থান।
ফলাফল করেন বিধান, জীবের কর্ম্ম যেমন॥
পাঠাইলে এ সংসারে, ভোগে জীব কর্ম্ম ফলে।
মুক্তি পায় না কোন কালে, না করিলে সাধন॥
যাতে পাবে ফল মিষ্ট, সঞ্চিত হইবে ইষ্ট।
হবে না পরে অনিষ্ট, ইষ্টেতে রাখ না মন॥

নটনারায়ণ—ঢিমে তেতালা।

ইচ্ছা ক'রে নিজ পায়ে, রেখেছ শৃঙ্খল প'রে।
পালাতে চাহিলে কে তোমায় দিবে ছেড়ে॥
লোহার শৃঙ্খল হ'লে, ভেঙে যায় যে টানিলে।
এ শৃঙ্খলেরে টানিলে, ক্রমে ক্রমে যায় বেড়ে॥
জান না কি অপরাধে, পরিলে শৃঙ্খল পদে।
পরেছ নিজ সাধে, দেখনারে মনে ক'রে॥

বেড়ি পরাইলে চোরে, চলিলে ঝম্‌ঝম্ ক'রে।
এ বেড়িতে নিঃসাড়ে, রেখেছে তোমারে ধ'রে॥
কারাগারে প'ড়ে রহিলে, পালাবার পথ না দেখিলে।
অবসন্ন হ'য়ে রহিলে, নিল তোমার জ্ঞান হ'রে।
এখন কি কর্‌বে বল, কি আছে তব সম্বল।
যদি অর্থ দণ্ড হ'ল, উদ্ধার হবে কি প্রকারে॥
বিচারপতির পায়ে ধর, প্রাণপণে সেবা কর।
তাহ'লে জেন তোমার, হবে না থাক্‌তে কারাগারে॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

দুর্ব্বল হইল মন, কি ক'রে করি সাধন।
জানি না কি উপায়ে, কর্‌ব তায় বলবান॥
ধরেছে বিষম রোগ, মত্ত কেবল কর্ত্তে ভোগ।
বুঝে না সে ভোগাভোগ, উপভোগে সর্ব্বক্ষণ॥
ধরেছে বিষম জ্বর, মস্তিষ্ক সদা অস্থির।
থাকেনাক জ্ঞান তার, ক্ষণে ক্ষণে হয় কম্পন॥
যদি কভু বিচ্ছেদ হয়, তথাপি সে সুস্থ নয়।
শ্লেষ্মায় ঘেরিয়া লয়, থাকে না আর চেতন॥
গুরুরে বৈদ্য আনিব, জ্ঞানামৃত পান করাব।
বিবেক বৈরাগ্য রাখিব, সেবা কর্‌বে রাত্রদিন॥
হ'লে রোগের উপশম, শান্তিজলে কর্‌ব স্নান।
আনন্দ এসে তখন, পথ্য দিবে ভক্তি প্রেম।
নীরোগ করিয়া লব, ধ্যানে তারে বসাইব।
তবে মনে বল পাব, হইবে চির বিশ্রাম॥

খট ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

কি হবে অরণ্যে ঘুরে বনে বনে।
যদি না বসাতে পার, তাঁরে হৃদ সিংহাসনে ॥
মনেতেই সব কার্য্য, দাও তাঁরে বীর্য্য শৌর্য্য।
আগে কররে ধার্য্য, লও অগ্রে তাঁরে জেনে ॥
বনে যদি মুক্ত হ'ত, বন্যজন্তু কত শত।
ঘুরিতেছে অবিরত, কি হয় তার চরমে ॥
যদি মৌনী হ'লে পরে, মুক্তি কেহ পায় করে।
মাছরাঙা বক সকলে, যেত সবে কৈবল্য ধামে ॥
গাত্রে তিলক ছাপ দিলে, লোকেতে ধার্ম্মিক বলে।
ব্যাঘ্র আর সিংহদলে, ধর্ম্মবীর হয় না কেনে ॥
গর্ত্তে নির্জ্জনে থেকে, পারিত ধর্ম্ম করিতে।
তাহ'লে সর্প মূষিকেতে, খ্যাত হ'ত ধার্ম্মিক নামে ॥
কল্লে দেশ পর্য্যটন, হ'ত ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
তাহ'লে সব পক্ষিগণ, পাইত ফল সাধন ॥
মনেরে সংযম কর, ইন্দ্রিয় রিপু বশ কর।
আশ্রমোচিত কার্য্য কর, মুক্তি পাবে সব আশ্রমে ॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

করেতে ধ'রে দর্পণ, হেরিছ বদন।
ভূষণে ভূষিত ক'রে, রেখেছ বয়ান ॥
সুগন্ধি দ্রব্য লইয়ে, মাখায়ে রাখিছ দেহে।
তাতে তুষ্ট নাহি হ'য়ে, চূর্ণ করিছ মর্দ্দন ॥

কত সাজ সজ্জা কর, দেখাতে তোমায় সুন্দর।
বসনে আবৃত কর, ভুলাতে অন্যের মন॥
চিন্তা না কর কখন, কিসে হয় দেহ নির্ম্মাণ।
দেহের যে উপাদান, অপবিত্র সর্ব্বক্ষণ॥
সত্য বটে হয় চিক্কণ, যখন আসে যৌবন।
থাকে বল কয়দিন, জরা করে রূপ হরণ॥
চর্ম্ম যে লোলিত হবে, দেহ কান্তি না থাকিবে।
কাল এসে হ'রে লবে, সব হবে পরিবর্ত্তন॥
এ দেহের জন্য কেন, এত করিছ যতন।
যবে হবে কাল পূর্ণ, সব হবে অন্তর্দ্ধান॥
অতএব বলি শুন, জানরে সে পরমাত্মন।
দেহে সদা বিদ্যমান, লহ তাঁহার শরণ॥

খট ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

ওরে অবোধ মন, কর না কেন সন্ধান।
করিবারে দরশন, সেই পরমাত্মন॥
আছেন দেহ অভ্যন্তরে, তবু না দেখিব তাঁরে।
অজ্ঞান অন্ধকারে ঘেরে, রেখেছ নিজ নয়ন॥
দেহ মধ্যে সে রতন, রয়েছে যে রাত্রদিন।
বিস্তারি' দিব্য কিরণ, পেতে কররে যতন॥
সামান্য অর্থেরই তরে, ডুবে জীব মহাসাগরে।
কেহ দেশ দেশান্তরে, নিয়ত করে ভ্রমণ॥
খনিতে প্রবেশ করে, দেখে না সে অজাগরে।
অনিত্য রতন তরে, খোয়াইয়া ফেলে প্রাণ॥

করিতে ধন উপার্জ্জন, পণ্যদ্রব্য করে আহরণ।
দেখে না ব্যাল ভীষণ, করে পোত আরোহণ॥
অমূল্য নিধি ঘরে পেয়ে, রয়েছ তায় ছাড়িয়ে।
অনিত্য কাচ লইয়ে, দেখ না অমূল্য রতন॥
অতএব বলি শুন, আত্মতত্ত্বে দেহ মন।
আত্মারে করিয়া ধ্যান, কর আত্মা দরশন॥

মিশ্র সাহানা—ঝাঁপতাল।

বিলাসে সতত মন, দেহে কর যতন।
নশ্বর এ দেহ জেন, নিয়ত পরিবর্ত্তন॥
বাল্য, কিশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য আর জরাজীর্ণ।
ক্রমে ক'রে আগমন, দেহরূপ করে হরণ॥
যখন যৌবন আসে, সাজাও দেহ কত বেশে।
বার্দ্ধক্য এলে অবশেষে, থাকে না আর লাবণ্য॥
যে কেশের যত্ন ক'রে, রাখিতে কত আকারে।
কৃষ্ণবর্ণ ত্যাগ ক'রে, হ'য়ে যায় শুভ্রবর্ণ॥
আর তোমার দন্তপাতি, দিতেছিল মুক্তাভাতি।
কালে হয় বিকৃতি, শেষে তার হয় পতন॥
মাংস যে লোলিত হয়, চাক্ চিকণ তার যায়।
অঙ্গ সব শিথিল হয়, থাকে না সোণার বরণ॥
চাও দেখাতে যৌবন, কেশে দাও কৃষ্ণবর্ণ।
হাড়ের কর দন্তঘন, চর্ম্মে কর তৈল মর্দ্দন॥
কালের কুটিল গতি, ভ্রূক্ষেপ নাহি তার প্রতি।
সবের হয় অবনতি, অবশেষে অন্তর্দ্ধান॥

অতএব বলি শুন, বিলাসে দিও না মন।
আত্মার সদা কর ধ্যান, ব্রহ্মে সঁপে মন প্রাণ॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

আমারই মন কেন, চঞ্চল রে সর্ব্বক্ষণ।
কি ভাবি কি ভাবে, বুঝি না গো রাত্রদিন॥
অভ্যাস বিবেক বলে, আন বশেতে কৌশলে।
মন যে স্থির হইলে, তবে হইবে সাধন॥
পরদুঃখে দুঃখ পাবে, পরসুখ বোধ করিবে।
ভেদাভেদ না রহিবে, সবে দেখিবে সমান॥
আত্মাতে সবে দেখিবে, তব আত্মা সবে রবে।
স্থিত প্রাজ্ঞ হ'য়ে যাবে, ভবে হবে ব্রহ্মজ্ঞান॥
মান আর অপমান, কর্ম্ম আর ধর্ম্মাধর্ম্ম।
সুখ দুঃখ হবে সম, পাবে তবে তত্ত্বজ্ঞান॥
মনেরে সংযম কর, ইন্দ্রিয়ে কর জয়।
রিপু অন্তর্ম্মুখী কর, লভিবেরে আত্মজ্ঞান॥
মনেতে সন্ন্যাসী হবে, বাসনায় দূর করিবে।
কল্পনা মনে না আনিবে, হিংসা কর্‌বে না কদাচন॥
ধারণা করিয়া মনে, মগ্ন রবে সদা ধ্যানে।
তবে আত্ম সমর্পণে, পাইবে পদ পরম॥

খট ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

ওরে জীব কেন বল হতেছ দহন।
কামানল জ্বলিতেছে, দেখ রাত্রদিন॥

বাসনা উঠেছে মনে, দিতেছে ইন্দ্রিয়ে এনে।
সর্ব্ব বস্তু লয় টেনে, মনেরে করে অর্পণ॥
মন তখন মত্ত হ’য়ে, বুদ্ধির সহায় ল’য়ে।
দিতেছে আগুন জ্বালিয়ে, পুড়ে হৃদয় সর্ব্বক্ষণ॥
কত যে কল্পনা কর, ভোগ ইচ্ছায় তৎপর।
ভোগে সুখ নাহি হের, ভোগান্তরে কর গমন॥
তৃষ্ণার যে তাড়নাতে, সুখ ভাব আছে সবেতে।
যাও জগৎ ধরিতে, না পেলে বিষণ্ণ মন॥
রাখ ইন্দ্রিয় সংযমেতে, যদি তৃষ্ণা থাকে মনেতে।
কি ফল হইবে তাতে, তৃষ্ণায় আকুল হবে প্রাণ॥
কাম যে অতি ভীষণ, কিছুতে না হয় নিবারণ।
যদি উঠে তত্ত্বজ্ঞান, তবেই হয় নির্ব্বাণ॥
অতএব বলি শুন, আত্মতত্ত্বে দাও মন।
তবেই কামনা আগুন, হইবে জেন নির্ব্বাণ॥
শান্তিজল লও হাতে, ঢালিয়া দাও তাহাতে।
যদি পার তায় নিবাইতে, পাইবে আনন্দ ঘন॥

বাহার—একতালা।

ভবে এসেছিলাম আমি যে, খেলিবারে।
তুমি যে পাঠায়েছ আমায়, খেলিবার তরে॥
রূপ রস আমায় দিয়া, রাখিলে মা ভুলাইয়া।
কামিনী কাঞ্চন পাইয়া, ডুবিলাম এ সংসারে॥
হারাইয়া তত্ত্বজ্ঞান, করিতেছি প্রাণপণ।
করিতে ধন উপার্জ্জন, জানি না কাহার তরে॥

রঙের গোলা হাতে দিলে, রহিলাম তাতে ভূলে।
মণি কাচ না চিনালে, না দেখালে মা তোমারে॥
এখন সময় হ'য়ে এল, লীলা খেলা শেষ হ'ল।
কি কর্‌ব আর আমায় বল, রহিলাম যে অন্ধকারে॥
এখন যদি দেখা দাও, কি খেলিব ব'লে দাও।
এখন খেলা শেষ করাও, লও আমায় করে ধ'রে॥

ইমনকল্যাণ—আড়া।

রণতরি ধীরি ধীরি, করিতেছে আগমন।
হৃদয় অম্বুধি মাঝে, করিবারে রণ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দোঁহে, আসে পোত সাজাইয়ে।
নিজ নিজ সৈন্য ল'য়ে, করিবারে আক্রমণ॥
আনিতেছে কত শত, দেখ রণপোত কত।
করেছে তায় সজ্জিত, গোলাগুলি আর কামান।
আগ্নেয় অস্ত্র ল'য়ে, উভে আসিতেছে ধেয়ে।
যদি পারে দিতে ডুবায়ে, পরস্পরের জলযান॥
রাগ হিংসা দ্বেষ ল'য়ে, প্রবৃত্তি আসিল ধেয়ে।
নিবারিতে নিবৃত্তি তাহে, আসে ল'য়ে শম দম॥
বিবেক বৈরাগ্য আর, আসে ক'রে মার্ মার্।
আসক্তি যে দুর্নিবার, ব্যর্থ করে সব উদ্যম॥
নিবৃত্তি না পেরে শেষ, ডাকিল সে পরমেশ।
হ'য়ে তিনি কৃপাবশ, করিলেন পরিত্রাণ॥

———

মিশ্র রামকেলী—ঢিমা।

কি ক'রে করি পবিত্র মন, পাই না যে সন্ধান।
কেহ যে এমন নাই, দেয় আমারে জ্ঞান॥
বাসনা আসিয়া পড়ে, টেনে ল'য়ে যায় সংসারে।
যদি যাই তুলিবারে, মনে ল'য়ে হয় মগন॥
পড়িয়া পঙ্কিল জলে, অন্ধ হ'য়ে যায় মলে।
দেখ্‌তে পায় না চক্ষু খুলে, উঠিতে না পারে মন॥
মন কর্দ্দম মেখে, ডুবে যে থাকে তাতে।
বুদ্ধিকে পেলে জড়াতে, উভয়ে হারায় জ্ঞান॥
যদি উঠ্‌তে চেষ্টা করে, (জটে) এসে পায়ে ধরে।
শিকল পরায় উভয়েরে, ল'য়ে যায় নিজ স্থান॥
তত্ত্বজ্ঞান ডুবুরিরে, ডুবালাম তুলিবারে।
খুঁজে না পেয়ে তারে, ফেরে বিষণ্ণ বদন॥
গুরুরে পাঠায়ে দিব, জল ছেঁচে তাঁরে পাব।
গুরুরে নিকটে রাখিব, শিক্ষা দীক্ষা ক'রে গ্রহণ॥
ব্রহ্মাগ্নিতে দিলে ছেড়ে, কালিমা যাইবে পুড়ে।
তবে মনের ভিতরে, রাখ্‌ব ক'রে যতন॥
বিশুদ্ধ হইলে মন, হৃদয়েতে দিব স্থান।
করবে না কুপথে গমন, হবে তবে আত্মজ্ঞান॥

ভৈরবী—একতালা।

আর আমি রাখিব না এ প্রাণ।
আমার মা হয়েছেন আমায় কঠিন॥

দেখি আমি ভবে এসে, ঘুরিতেছি দেশে দেশে।
না জানি কি হবে শেষে, কোথায় পাইব স্থান ॥
হৃদে আগুন জ্বালাইব, অহঙ্কারে তায় ফেলে দিব।
বুদ্ধি চিত্তে পোড়াইব, আহুতি দিব অহংজ্ঞানে ॥
কর্ম্মাকর্ম্ম থাকিবে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম তার রবে না।
সুখ দুঃখ আর পাবে না, সকলই হবে সমান ॥
অহং আর না থাকিলে, যাইব চরণে মিলে।
পুনর্জন্ম না হইলে, মন হইবে না দহন ॥
সতত মায়েরে দেখিব, চরণেতে প'ড়ে রব।
কভু তাঁয় না ছাড়িব, কি হবে হ'লে পাষাণ ॥

আশাবরি--আড়া।

কেন কর ওরে জীব, রূপেরই গরিমা।
যত হও না কেন রূপবান, চিরদিন ত রবে না ॥
চাঁচর চিকুর কেশ, যার জন্য কর ক্লেশ।
কত গন্ধ তায় ঘস, কিন্তু শেষ তা ত রবে না ॥
সময়ে ত শ্বেত হবে, কালবশে পড়ে যাবে।
মস্তক মুণ্ডিত হবে, কালবর্ণ আর থাকিবে না ॥
পঙ্কজ কলি সম, তোমার এ দুনয়ন।
হবে তারা জ্যোতিহীন, দৃষ্টি আর রহিবে না ॥
এই যে তব দন্তপাটি, দিতেছে মুকুতার ভাতি।
কালেতে ফেলিবে পাতি', একটিও আর রবে না ॥
চিকণ তব বরণ, রাখিতে কর যতন।
কালেতে হবে বিবর্ণ, লাবণ্য আর থাকিবে না ॥

এই যে কান্তি পুষ্টি দেহ, যারে কর এত স্নেহ।
সবল রাখিতে তায়, কর কত কল্পনা॥
কালেরই করাল গ্রাসে, জীর্ণ শীর্ণ হবে শেষে।
পড়িবে অশেষ ক্লেশে, দেহ কান্তি আর থাকিবে না॥
মাংস সব শিথিল হবে, চর্ম্ম সম আর না রহিবে।
অস্থি চর্ম্ম সার হবে, গায়ের বল আর থাকিবে না॥
দণ্ডের উপর দিয়ে ভর, রাখিবে তব কলেবর।
দেখিলে নিজ আকার, আপনারে চিন্তে পার্‌বে না॥
ইহা স্থির কর মনে, পড়্‌বে না আর রূপের ভ্রমে।
জেনে রাখ কালক্রমে, দেহ রূপ কভু রহিবে না॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

আমার মন ত বুঝে না।
যত্ন ক'রে বুঝাই তারে, সে ত তত্ত্ব কথা শোনে না॥
মায়া মোহ পরিচ্ছদ, পরেছে করিয়া সাধ।
ঘটেছে ঘোর বিপদ, এখন আর ত ছাড়্‌তে পারে না॥
বাসনা বাতাস ভরে, ল'য়ে যায় সাগর পারে।
কভু উঠে শৃঙ্গপরে, আশা কভু মেটে না॥
তৃষ্ণা দংষ্ট্রা বার ক'রে, ফেলে জগৎ গ্রাস ক'রে।
তাতে উদর নাহি পূরে, সন্তোষ ত জানে না॥
যদি সুখ শান্তি চাও, বৈরাগ্যের আশ্রয় লও।
ত্যাগী যদি নাহি হও, আনন্দ ত পাবে না॥

টোরী ভৈরবী—কাওয়ালী।

মন হওগে বৈরাগী, বৃক্ষমূলে ব'সে তুমি হও পরম যোগী।
গৈরিক বসন পর, কুশাসন কক্ষে কর।
হাতেতে দণ্ড ধর, হ'য়ে সর্ব্বত্যাগী॥
কমণ্ডলু ক'রে গ্রহণ, কর গিয়ে তীর্থে ভ্রমণ।
মায়া মোহ করি' ছেদন, হও পরম সুখভোগী॥
বিছাইয়ে মৃগচর্ম্ম, কর্‌বে সতত ধ্যান।
জ্বালিয়ে জ্ঞান-আগুন, প্রেমে হ'য়ে অনুরাগী॥
বাসনারে বলি দিয়ে, জীবন মুক্তি লাভ করিয়ে।
বেড়াও সংসারে ফিরিয়ে, হ'য়ে পরদুঃখের ভাগী॥

বেহাগ—একতালা।

মায়া আর বেঁধ না আমারে।
বন্ধনেরই জ্বালা, প্রাণ সহিতে না পারে॥
তোমারই যে বন্ধন, করিতে তায় ছেদন।
করিয়া বহু যতন, মন করিতে যে নাহি পারে॥
মনে করি ত্যাগ ক'রে, পলাইয়ে যাব দূরে।
আমার সঙ্গ নাহি ছাড়ে, ছাড়িয়া না দেয় আমারে
জ্বেলে ব্রহ্ম হুতাশন, ভস্ম করি করে মন।
কিন্তু নাহি উঠে জ্ঞান, তাহারে পুড়াইবারে॥
হৃদি হোমকুণ্ড করে, শম দম তাহে ভরে।
বিবেক বৈরাগ্য উপরে, আহুতি দিব অহংকারে॥
অহংবুদ্ধি পুড়ে যাবে, উপাধি আর না থাকিবে।
তখন মায়া স'রে যাবে, রবে বল কারে ঘেরে॥

মায়িক যিনি প্রধান, তারে দিলে মন প্রাণ।
মায়া করিবে প্রস্থান, দিবেন তিনি মুক্ত ক'রে॥
থাকিবে না আর বন্ধন, মায়া হবে ছিন্ন ভিন্ন।
পাবে আত্মা দরশন, যাইবে মায়ারই পারে॥

খটভৈরবী—ঝাঁপতাল।

মন স্থির কর জীব, করিয়া যতন।
মন স্থির না হইলে, হবে না কভু সাধন॥
মায়া আবরণ প'রে, সুখ দেখ এ সংসারে।
রয়েছে দুঃখেতে ভ'রে, দেখনারে সর্ব্বক্ষণ॥
সুখ মরীচিকা দেখে, ঝাঁপাইয়া পড় তাতে।
শেষে তপ্ত বালুকাতে, হারাইয়া ফেল প্রাণ॥
সংসার যে দুঃখময়, কোন সুখ নাহি তায়।
ক্ষণেক যদি বা হয়, নাহি রবে চিরদিন॥
অনিত্য সুখের তরে, কত কষ্ট নাহি করে।
প্রাণ নাশি অস্ত্র ধরে, নাশিছে ভ্রাতৃ-জীবন॥
দুর্ল্লভ মানব জনম, হয় যে মুক্তির কারণ।
কিসে মুক্তি হয় অর্জ্জন, সে দিকে দেয় না মন॥
বারেক চিন্তা কর, ভাব সেই পরাৎপর।
থাক্‌বে না তৃষ্ণা আর, আনন্দে ভাসিবে মন॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

মন আর ক'রনা রে ভাবনা।
দয়াময়ী মা আমার রাখ্‌বেন না আর বেদনা॥

দয়ারই নাহিক শেষ, দেখিলে সন্তান ক্লেশ।
বিস্তারে কর অবশেষ, দূর করেন যাতনা॥
যার ইঙ্গিতে সৃজিত, হইয়াছে এ জগত।
তাঁহারই যে দয়া কত, মনে কররে ধারণা॥
সমর্পিয়ে মন প্রাণ, ধরিলে তাঁর চরণ।
করিলে তিনি ঈক্ষণ, কষ্ট আর থাকিবে না॥
অহেতুকী কর ভক্তি, রাখ তাঁয় রতি মতি।
হইলে তিনি প্রতীতি, পূরিবে তব বাসনা॥
একাগ্র করিয়া ধ্যান, ধর'রে সে চরণ।
খুলিয়া যাবে নয়ন, অন্ধকার আর থাকিবে না॥
দেখিতে পাইবে আলো, প্রাণ হইবে শীতল।
ঘুচিবে সব জঞ্জাল, পাবে না আর যন্ত্রণা॥

সুরটমল্লার—ঝাঁপতাল।

ভাস্‌ল তনুর তরি, অনন্ত সাগরে।
কর্ণধার চ'লে গেল, তরি রহিল প'ড়ে॥
তরির যে ঠাট ছিল, সব পৃথক্ হ'য়ে গেল।
পাঁচজন লুটে নিল, আপনারা ভাগ ক'রে॥
ক্ষিতি লয় অস্থি মাংস, অপেতে জলীয় অংশ।
তেজে দেহ উত্তপ্ত, বায়ু লয় প্রাণে ধ'রে॥
ঘটাকাশ মহাকাশে, শূন্যেতে যাইবে মিশে।
একমাত্র থাকে শেষে, কালে নাশ নাহি করে॥
তরির যে পাড়ন ছিল, তাহা এখন র'য়ে গেল।
গড়ে তরি মহাকাল, ভাসিয়ে দেবে এ সংসারে॥

পাড়ন না গ'লে গেলে, আস্‌বে তরি ফিরে ফিরে।
ফেল তাঁরে নষ্ট ক'রে, পড়্‌বে না আর ঢেউ মাঝারে
কর্ণধারে ডেকে লও, তাঁর হাতে তরি দাও।
নির্ভয়ে চলিয়া যাও, ঢক্‌বে তরি বন্দরে॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

দেখরে মানব'দেখ, খুলিয়া নয়ন।
কোন চোর প্রবেশিল, তোমার ভবন॥
কেহ না দেখিতে পায়, কারেও না করে ভয়।
নিজ কার্য্যে রত হয়, সর্ব্বস্ব করে হরণ॥
কি আকার, কি বরণ, দেখে নাইক কোন জন।
প্রিয় কি অপ্রিয় জন, তার কাছে নাই কথন॥
সর্ব্বক্ষণ চুরি করে, কেহ না ধরিতে পারে।
জানিনা যে কে তাহারে, আনিল কর্ত্তে লুণ্ঠন॥
প্রথমেতে বৃদ্ধি করে, ধন এনে দেয় তারে।
ক্রমে আবার চুরি করে, শেষে হ'রে লয় জীবন॥
দেখ না সন্ধান ক'রে, কে মালিক পাঠায় তারে।
কারে দেয় চুরি ক'রে, জীবের অমূল্য রতন॥

কালাংড়া—খেমটা।

কি উদ্দেশে, এ বিদেশে, করেছিলে আগমন।
ঘুরে ঘুরে, দেশ বিদেশে, করিলে কি উপার্জ্জন॥
যদি মাণিক পাব ব'লে, সাজ-গোজ ক'রে এলে।
চাহিয়া তুমি না দেখিলে, কোথা আছে অমূল্য ধন॥

ডুবুরি হইতে হবে, সাগরে ডুবিয়া যাবে।
তলেতে যবে পৌঁছিবে, পাবে অমূল্য রতন॥
সাগরেতে নাহি গেলে, গা ভাসান দিয়ে রহিলে।
তাকে কি রতন মিলে, না হ'লে জলে মগন॥
অতএব বলি শুন, না ভেবে নিজ জীবন।
তলেতে হও রে মগন, নিশ্চয় পাবে রতন॥

খাম্বাজ—একতালা।

যেতে দিব না আর মনে উড়ে, রাখ্‌ব তায় ধ'রে।
শিকল পরাইয়া পায়, রাখ্‌ব হৃদ পিঞ্জরে পূরে॥
জানি না তার কত পাখা, কোথা বা রয়েছে গাঁথা।
যায় সে যে যথা তথা, পারে না কেউ রাখ্‌তে ধ'রে॥
ঊর্দ্ধে যবে যায় উঠে, সর্ব্বত্রেতে দৃষ্টি রাখে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল দেখে, ইচ্ছা মাত্র সব ঘোরে॥
বাসনা করিলে ক্ষয়, তবে সে যে শান্ত হয়।
চিত্তেরে করিয়া লয়, ফেল তুমি তাঁরে ধ'রে॥
সতত অভ্যাস কর, রাখ সদা প্রত্যাহার।
তত্ত্বজ্ঞান হ'লে তার, ক্রমে লবে স্থির ক'রে॥
ব্রহ্মেতে করিয়া লয়, যদি পার মিশ্‌তে তায়।
তবে স্থির হ'য়ে রয়, বেড়াবে না আর উড়ে॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

কি ক'রে তোমারে আমি, বুঝাইব মন।
বাসনারে টেনে এনে, পিছে হও ধাবমান॥

করিছ কত কল্পনা, যা হবার নয়, হবে না।
তার জন্য পাও যাতনা, অস্থির যে সর্ব্বক্ষণ॥
অনিত্য লোভেতে প'ড়ে, বেড়াইছ ঘুরে ঘুরে।
যদি আশা নাহি পূরে, জ্বলে বিষাদ হুতাশন॥
তখন ভাব যে মনে, কি ফল রেখে জীবনে।
এখন তুমি প্রাণপণে, বাসনা কর পূরণ॥
নিত্যানিত্য নাহি চেন, পাত কর নিজ প্রাণ।
পাইতে অনিত্য ধন সতত হও যত্নবান॥
কভু নাহি মনে কর, আছেন যে বিশ্বাধার।
হবে না যেন উদ্ধার, না লইলে তাঁর শরণ॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

দেহ রাজ, প'রে সাজ, বসে ক'রে আসন।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আসে, বৃত্তি সৈন্য অগণন॥
হৃদয় সমরাঙ্গন, চলে যে রণ ভীষণ।
ল'য়ে মায়া দূরবীক্ষণ, রাজা দেখেন অনুক্ষণ॥
ল'য়ে কামিনী কাঞ্চন, ভুলাতে রাজার মন।
প্রবৃত্তি করে আগমন, ভোলে তায় রাজার মন॥
রাগ দ্বেষ এসে মিশে, রাজার যে জ্ঞান নাশে।
পড়িলে রাজা হতাশে, ঘেরে অবিদ্যা অজ্ঞান॥
বিবেক বৈরাগ্য ল'য়ে, নিবৃত্তি প্রবেশে গৃহে।
রাজারে আশ্বাস দিয়ে, সংজ্ঞা তাঁর আনে পুনঃ॥
রাজা যে অতি চঞ্চল, কেবল করে টলমল।
নাহি তার কালাকাল, ব্যস্ত সে যে সর্ব্বক্ষণ॥

ঈশ্বরের কৃপা পেলে, সঞ্চিত সম্বল থাকিলে।
তখন রাজা ভাগ্যবলে, আপনায় করে সংযম ॥
তখন আসে তত্ত্বজ্ঞান, কাটে তার অজ্ঞান তম।
দেখে তবে আত্মার আত্মন, আপনায় করে নির্ব্বাণ ॥

আশাবরি—আড়া।

তুমি যে ক্ষেত্রজ্ঞ নাথ, এই বিশ্ব চরাচরে।
দেহ ক্ষেত্র আছে প'ড়ে, লও না কর্ষণ ক'রে ॥
শম দম বলদ দ্বয়ে, বিবেক হালে লহ জুতিয়ে।
বৈরাগ্য শান্তিজল ল'য়ে, দাও না তাতে ছড়ায়ে ॥
রাগ দ্বেষ আগাছারে, দাও না তারে পোড়াইয়ে।
জ্ঞানবীজ দাও পুতিয়ে, সেই ক্ষেত্রের মাঝারে ॥
অহিংসা নিবৃত্তি সারে, লও ক্ষেত্র সার ক'রে।
পরমাত্ম যাবে ভ'রে, রাখ্‌বে তায় যত্ন ক'রে ॥
পাইবে মুক্তি ফসল, পাবে তায় চারি ফল।
হবে না কভু বিফল, যাবে জীব ভোগ ক'রে ॥

সিন্ধুড়া—চৌতাল।

এস এস প্রাণনাথ, মম হৃদয় কুটীরে।
আসন রেখেছি পেতে, আগমন আশা ক'রে ॥
ক্ষিতি অপ্ তেজ দিয়ে, বায়ু ব্যোম তার সাজায়ে।
অস্থি মাংস ত্বক্ ল'য়ে, বাঁধিয়াছি তাহে শিরে ॥
পাকস্থলী ফুস্‌ফুস্ পিলে, কার্য্য করিতেছে সকলে।
তাহে দেখ পঞ্চ অনিলে, কুটীর ঘেরে নবদ্বারে ॥

কুটীর ভিতর হের, মন বুদ্ধি অহঙ্কার।
মহত্তত্ত্ব চিত্ত আর, চৈতন্য আছে বিস্তারে॥
দ্বারে রাখি শম দম, করিবারে আহ্বান।
করিতে পথ প্রদর্শন, বিবেকে রেখেছি ধ'রে॥
ভক্তি প্রেম বারি ল'য়ে, আনন্দ আছে দাঁড়াইয়ে।
দিবে চরণে ঢালিয়ে, বসায়ে হৃদয় পুরে॥
সরোজে তুলিয়া লব, সিংহাসন সাজাইব।
অর্ঘ্য ল'য়ে দাঁড়াইব, থাকবে অন্তর আলো ক'রে॥
কুটীরের মালিক হ'য়ে, থাক হৃদয়ে বসিয়ে।
দাও মোর আঁখি খুলিয়ে, থাকি আমি তোমায় হেরে॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

জীবন তপন বুঝি, অস্তাচলে করে গমন।
অনন্ত সাগর বক্ষে, হইল ক্রমে মগন॥
সে যে জলে কোথা গেল, কেহ আর না দেখিল
তিমিরে জগৎ ঘেরিল, মুদিল এ দু নয়ন॥
সপ্ত ধাতু সপ্তস্তর, সপ্ত ঋষি সপ্তসাগর।
হইলে ষড় বিকার, শেষেতে গেল চেতন॥
সাগরের নাহিক কূল, নাহি ব্যাল নাহি তল।
তিমিরাচ্ছন্ন কেবল, পায় না কেহ সন্ধান॥
ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে, যে যেমন সম্বল করেছে।
যায় তেমন আগে পিছে, করে গিয়ে যে ভ্রমণ॥
সাগরের অভ্যন্তরে, রয়েছে ভরে প্রস্তরে।
যদি না লয় পথ ক'রে, আবর্ত্তে করে ভ্রমণ॥

বালুকা আসক্তি চরে, জীব গিয়ে তাহে পড়ে
তাহে তার বল হরে, থাকে না তার উত্থান।

পরজ—ঝাঁপতাল।

কি ক'রে সমাধি হবে, পাব আত্মা দরশন।
কেহ ত দেয় না ব'লে, আমার ত নাহি জ্ঞান॥
কেহ বলে জ্ঞান যাবে, অজ্ঞান হইয়া রবে।
তবে স্বরূপ জানিবে, উঠিবে রে আত্মজ্ঞান॥
কেহ বলে ধ্যান কর, যখন হইবে গাঢ়।
থাক্‌বে না আমি আমার, দেখ্‌বে তারে এক প্রাণ
দ্বৈতাদ্বৈত না রহিবে, কারণে মিশিয়া যাবে।
ব্রহ্মময় জগৎ দেখিবে, রবে সে পরমাত্মন॥
ক্ষর অক্ষর জ্যোতি, পর অপরোক্ষ অনুভূতি।
হৃদয়ে হইবে ভাতি, উঠিবে আনন্দ ঘন॥
হৃদয় প্রস্তুত কর, বীজেতে হবে অঙ্কুর।
তবে পাবে দিব্য কর, ভরিয়া যাবে কিরণ॥
অধিকারী হ'লে পরে, দেখাইয়া দিবে তোমারে।
তখন হৃদয়ে তাঁরে, দেখ খুলে জ্ঞাননয়ন॥

গৌরী—ঝাঁপতাল।

কাল সুদর্শন দেখ, ঘুরিতেছে রাত্রদিন।
ক্ষুরধারে, নাশিতেছে, জগতের প্রাণিগণ॥
মহাচক্রীর চক্র, হ'য়ে, রহে তাঁর হস্তে গিয়ে।
জীবের প্রাণ নাশিয়ে, ঘুরে আসে পুনঃ পুনঃ॥

কোথা হ'তে চক্র এল, কিসে বা নির্ম্মিত হ'ল।
তীক্ষ্ণ ধার কেবা দিল, কাহার নাহিক জ্ঞান॥
এক ছিদ্র আছে তায়, যদি জীব দেখে লয়।
ভিতর দিয়ে পলায়, পড়ে না হ'য়ে অজ্ঞান॥
সে চক্রের ঘর্ষণে, আনে, নাশে জীবগণে।
অব্যাহতি কোন ক্রমে, নাহি পায় কোন জন॥
যিনি চক্র আছেন ধ'রে, যে তাঁহারে ধর্ত্তে পারে।
পড়ে না চক্র ভিতরে, পেয়ে যায় পরিত্রাণ॥
স্থাবর জঙ্গম যত, আর জীব শত শত।
হতেছে চক্রেতে হত, সমবেগ সর্ব্বক্ষণ॥

মিশ্র রামকেলি—তেওরা।

এ দেহে কেন এত যতন, ভাব কি রহিবে চিরদিন।
ক্ষণিক পীড়াতে তুমি, হ'য়ে পড়িছ যে অজ্ঞান॥
যবে মাতৃগর্ভে এলে, ক্রমে অবয়ব দিলে।
সময়ে ভূমিষ্ঠ হ'লে, করিলে তবে স্তনপান॥
শিশু বাল্য আর যৌবন, করে কালে আগমন।
সময়ে করে প্রস্থান, আসে বার্দ্ধক্য জরাজীর্ণ॥
যার অবয়ব আছে, বিকার থাকে তার পিছে।
আসিতেছে যাইতেছে, দেখনারে সর্ব্বক্ষণ॥
এ হেন দেহ কারণ, হারাইলে তত্ত্বজ্ঞান।
না কর আত্মায় ধারণ, নাহি কর কভু ধ্যান॥
কেন এ দেহেরই তরে, পরমার্থ নষ্ট করে।
ঐহিক সুখ পাবার তরে, ভাব না হবে মরণ॥

বেহাগ—ঢিমা।

তুই বুঝলি না রে মন,
সতত চঞ্চল হ'য়ে, ভ্রমিতেছ ত্রিভুবন ॥
বাসনারে কোলে ল'য়ে, সদাই যাইছ ধেয়ে।
মুহূর্ত্তে এস ঘুরিয়ে, এ চতুর্দ্দশ ভুবন ॥
প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে, রাখিতে না পারি ধ'রে।
অনিত্যেরে নিত্য ক'রে, কর হস্ত প্রসারণ ॥
ব'সে হৃদয় সিংহাসনে, পাঠাও ইন্দ্রিয়গণে।
বাহ্য হ'তে যাহা আনে, তাহাই কর গ্রহণ ॥
প্রথমে সকলে ল'য়ে, বুদ্ধিরে দাও পাঠাইয়ে।
সে তখন বিচারিয়ে চৈতন্যে করে অর্পণ ॥
তখন জীব জানিতে পারে, কি আছে বাহ্য অন্তরে।
তবে সে মনন করে, ধরে যে নিদিধ্যাসন ॥
সুবুদ্ধি জীবেরে দিয়ে, স্বর্গে তুমি যাও ল'য়ে।
নিরয়ে দাও ফেলিয়ে, সকলই তব অধীন ॥
যদি তুমি স্থির হ'য়ে, চিন্তা কর পরাৎপরে।
জীব মুক্তি পায় করে, যায় সে কৈবল্য ধাম ॥

ভৈরব—কাওয়ালী।

তামস রজনী ঘোর, পোহাল না এখন।
ভাঙল না ঘুমের ঘোর, দেখি কেবল স্বপন ॥
যাই চক্ষু খুলিবারে, কে যেন চাপিয়া ধরে।
থাকি প'ড়ে অন্ধকারে, হ'য়ে থাকি অচেতন ॥
কভু হেরি রাজবেশে, অমাত্য লইয়া পাশে।

সিংহাসনে আছি ব'সে, করিতেছি রাজ্য শাসন॥
কখন সন্ন্যাসী হ'য়ে, বাঘছাল বিছাইয়ে।
আছি বৃক্ষমূলে বসিয়ে, জ্বালিয়ে হোম আগুন॥
কখন বৈরাগী হ'য়ে, ঘুরে বেড়াই দ্বারে দ্বারে।
উদর ভরি ভিক্ষা ক'রে, আছি হ'য়ে গৃহশূন্য॥
আবার হেরি কখন, বসেছি ল'য়ে আসন।
আছি যেন ধ'রে ধ্যান, সমাধিতে হ'য়ে মগ্ন॥
সকলই যে ব্রহ্মময়, সঙ্কল্পেতে সৃষ্টি হয়।
যখন ঘুম ভেঙে যায়, থাকে না মনের ভ্রম॥

ভৈরব—একতালা।

জানি না কি করি ল'য়ে এ দুর্জ্জয় মন।
অতিশয় বলবান চঞ্চল যে সর্ব্বক্ষণ॥
ছলে বলে কৌশলে, তাহারে ডেকে আনিলে।
তাহারে করে ধরিলে, ছুড়ে ফেলে করে গমন॥
বোধাবোধ নাই তার, কথা না শুনে কাহার।
আছে তার অহংকার, থাকে বুদ্ধি সন্নিধান॥
আছে তার অসীম বল, দৌড়াইয়া ধরে সকল।
যদি পার কর্ত্তে কৌশল, ক'রে অসাধ্য সাধন॥
হইলে সে কভু স্থির, আনতে পারে পরাৎপর।
ধ্যানেতে হ'য়ে তৎপর, যেতে পারে স্বর্গধাম॥
সুপথে তাহারে চাল, জানে সে কর্ম্ম কৌশল।
প্রকাশিয়া যোগবল, স্বর্গে মর্ত্ত্যে করে গমন॥

সংযত যদ্যপি হয়, পরমেশে হয় লয়।
নিজ সত্তা নাহি রয়, ব্রহ্মেতে হয় নির্ব্বাণ॥

খাম্বাজ—একতালা।

আমার মন থাকেনা ঘরে, যায় কেবল তাঁরে ধরিবারে।
সন্ধান তাঁর নাহি পেয়ে, আসে কেবল ফিরে ফিরে॥
তড়িতের অগ্রে ধায়, তবু তাঁরে যে নাহি পায়।
আছেন কিন্তু বিশ্বময়, থাকেন তিনি বিশ্ব ধ'রে॥
যদি এসে নিজ ঘরে, মন প্রাণ স্থির ক'রে।
থাকে সে ধ্যানে ধ'রে, অনুভূতি কর্ত্তে পারে॥
তবে সে আনন্দ পেয়ে, আহ্লাদে যায় মাতিয়ে।
ইন্দ্রিয় সুখ ফেলে দিয়ে, তাঁরে ল'য়ে রাখে অন্তরে॥
সে যে কৃপা নাহি পেলে, পারে না সব দিতে ফেলে।
পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্ম ফলে, চালনা করিছে তারে॥
যদি হয় কর্ম্ম ক্ষয়, মন হ'য়ে যায় লয়।
জ্ঞানময়ে মিশে রয়, থাকে না আর ভিন্নাকারে॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

অকূল ভব সাগর, দুস্তর ভয়ঙ্কর।
ভাসায়ে এ জীর্ণ তরি, কি ক'রে হইব পার॥
বহে বাসনা পবন, বৃত্তি ব্যাল উঠে ঘন।
বুঝি তরি হয় মগ্ন, কাঁপে প্রাণ থরথর॥
হৃদি ঘেরে মায়া মেঘে, ঢাকিল যে জ্ঞান সূর্য্যে।
আমি আমার বজ্ররবে, করিছে প্রাণ অস্থির॥

অনিত্য যে সুখ আশে, ক্ষণপ্রভা সম ভাসে।
লুপ্ত হ'য়ে যায় শেষে, করে সব অন্ধকার ॥
কু-আশা কোয়াসা এসে, দৃষ্টিহীন ক'রে বসে।
তরি পড়ে অনন্ত ক্লেশে, ডুবিবার হয় ডর ॥
সংশয় বজ্র জোরে পড়ে, বিশ্বাস দাঁড় নাশ করে।
বিবেক কর্ণ ফেলে ফেঁড়ে, ইন্দ্রিয় স্রোত বয় খর ॥
আর ছ'টা স্থলচরে, তরিরে ফেলেছে ঘেরে।
বৈরাগ্য পাল ফেলে ছিঁড়ে আসক্তি দেয় তায় ভর
এখন তরি ডুবে যায়, বাঁচাবার এক উপায়।
করেন কৃপা দয়াময়, হ'য়ে তরির কর্ণধার ॥

বাহার—একতালা।

কুসুমে রয়েছে কীট, মৃণালে কণ্টক দেখ।
জগতে কোথায় পাবে, বল বিমল সুখ ॥
ক্ষীরোদ মন্থন হ'ল, অমৃত তাহে উঠিল।
আর উঠিল গরল, ভয়ে ব্যস্ত ত্রিলোক ॥
চন্দ্রমা উঠিল গগনে, আলো দেয় ত্রিভুবনে।
স্নিগ্ধ করে জীবগণে, শশধ'রে রহে বুক ॥
গন্ধবহ গন্ধ বহে, পদ্মগন্ধ তাহে রহে।
ভ্রমর যে পড়ে গিয়ে, বদ্ধ হ'য়ে পায় দুখ ॥
খনিতে রয়েছে মণি, শোভে যথা দিনমণি।
নিতে গেলে দংশে ফণী, দেয় তারে বিষ ॥
ধন রত্ন পরিজন, ক্ষণে মুগ্ধ করে মন।
কিন্তু ক্ষণপ্রভা সম, লয় শেষে অভ্র বুক ॥

সংসারে কি ক'রে পাবে, বিমল সুখ নাহি হবে।
সুখেতে যে কীট রবে, মিশ্রিত রহিবে দুখ ॥

বাহার—ধামার।

কোথা পাবে বিমল সুখ, বল এ সংসারে।
সকলে নতশির দেখ দুঃখ ভারে ॥
সুখ দুখ আছে মিশ্রিত, একত্রে বহে যে স্রোত।
হৃদয়ে করে আঘাত, আসিয়া তরঙ্গাকারে ॥
শিশু যে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে, উঠে সে যে কাঁদিয়ে।
ভেবে জগৎ দুঃখময়ে, ফাটায় তার চীৎকারে ॥
কিন্তু দেখ পরক্ষণে, মহামায়ার আকর্ষণে।
ঘেরে মায়া আবরণে, আত্মজ্ঞান লয় হ'রে ॥
যথা শুদ্ধ সুখ আছে, যায় না জীব তাঁর কাছে।
ধায় না কেহ তার পিছে, দুখে সুখ মনে ক'রে ॥
ইন্দ্রিয় রাখে ভোলায়ে, নিত্যানিত্য না দেখায়ে।
দেখে না কেহ বিচারিয়ে, অনিত্যে ল'য়ে থাকে প'ড়ে।
অহং সাগরের ব্যাল, সুখ দুখ জেন সকল।
পাইলে মনের বল, যাবে তার পর পারে ॥
অতএব বলি শুন, লভিয়েরে তত্ত্বজ্ঞান।
ভুঞ্জরে সুখ পরম, দুখে ফেলে দিয়ে দূরে ॥

ভৈরবী—একতালা।

কেন সদা ব্যস্ত মন, কর্ত্তে ধন উপার্জ্জন।
কি উপায়ে পাবে ধন, ভাবিতেছ রাত্রদিন ॥

হ'লে তুমি নিদ্রাগত, কেবলই স্বপন দেখ।
হ'লে পরে জাগ্রত, পিছে হও ধাবমান॥
নাহি ভাব ধর্ম্মাধর্ম্ম, সতত করিছ কর্ম্ম।
যাহে হবে উপার্জ্জন, ধন হয় ধ্যান জ্ঞান॥
আপনারে নাহি দেখ, নাহি কর আত্মতত্ত্ব।
তৃষ্ণায় হ'য়ে তাড়িত, কর তুমি বিষপান॥
বিষয় না ভাব বিষ, অর্জ্জনে বিশেষ ক্লেশ।
না পেলে হয় যে রোষ, নষ্ট হ'লে হারাও জ্ঞান॥
ধন উপার্জ্জন তরে, হত্যা কর কত নরে।
ভাবনা কি হবে পরে, যখন যাবে জীবন॥
নিত্য ধন নাহি জান, কোথা পাবে নাই সন্ধান।
কর আত্ম বিসর্জ্জন, না খোঁজ পরম ধন॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

আসিয়া সাগরকূলে, শুক্তি শামুক কুড়াইলে।
ভিতরে যে রত্ন আছে, তাহা তুমি না খুঁজিলে॥
আস্বাদিয়ে বারি লবণ, ক'র না যেন পলায়ন।
প্রাণপণে ক'রে যতন, ডুব পয়োধি সলিলে॥
রত্ন সেথা প'ড়ে আছে, জ্যোতিতে আলো করেছে।
জগৎ তায় ভাসিছে, কিরণ সতত জ্বলে॥
পেতে হ'লে সে রতন, পাবে নানা বাধা বিঘ্ন।
সকলে করিলে ছিন্ন, একেবারে যাবে তলে॥
সাগরে তৃষ্ণা তিমি ভাসে, যাহা পায় তাহা গ্রাসে।
বদন ব্যাদানে ব'সে, প্রবেশে জীব সকলে॥

দাম উদর তার, কাহার নাহিক পার।
দেখিলে তার আকার, জ্ঞান বুদ্ধি যায় চ'লে॥
বিজ্ঞান পোষাক প'রে, ডুবিয়া যাও সাগরে।
যত্নে রত্নে লও ধ'রে, হৃদয়ে রাখ না তুলে॥

ভৈরব—ঢিমা।

আশ্বাসে বিশ্বাস ক'রে, দেহেতে রয়েছে প্রাণ।
অধিকারী না হইলে, দিবেননাক দরশন॥
অধিকারী হবার জন্যে, প্রবেশিব মহারণ্যে।
একাকী ব'সে নির্জ্জনে, সতত করিব ধ্যান॥
কঠোর তপস্যা ধ'রে থাক্‌ব উপবাস ক'রে।
কেবল মাত্র জল আহারে, রাখিব দেহে পরাণ।
চারিদিকে জেলে আগুন, উর্দ্ধেতে রেখে তপন
পঞ্চতপ ক'রে সাধন, বিশুদ্ধ করিব মন॥
একান্তেতে মন প্রাণ, দিয়া করিব সংযমণ।
ত্যজি' ধন পরিজন, মায়ারে করিব ছিন্ন॥
যবে অধিকারী হব, হৃদয়ে দেখিতে পাব।
শুদ্ধ আত্মা হ'য়ে রব, ভুঞ্জিব আনন্দ ঘন॥

হাম্বির—ঝাঁপতাল।

দুই প্রবাহ, ধ'রে ভিন্নাকার, বিশ্বে রহে চিরদিন।
ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়, একত্রে কভু মিশায়; উঠে
হ'তে এক স্থান॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নাম, উৎপত্তি হইতে মন।
দুখ সুখ পরিণাম, এক হ'তে উৎপন্ন ॥
জ্ঞান অজ্ঞান হয় জল, এক একটী হয় প্রবল।
তখন সে ভাসায়ে স্থল, সব দেয় এক টান ॥
অনুরাগ বিবেক ভাসে, একে বা অন্যে আসে।
তৃষ্ণা আর সন্তোষে, হ'য়ে ভিন্ন করে গমন ॥
ধৈর্য্য আর অধৈর্য্য, অসহিষ্ণু আর সহ্য।
ভীরু আর দেখ বীর্য্য, পায় গিয়ে এক স্থান ॥
বিপরীত আছে যত, ধরে এক.অন্য স্রোত।
ভ্রমিতেছে অবিরত, স্থির না হয় কখন ॥
যারা হয় ভাগ্যবান্, হ'য়ে তারা জাগরণ।
স্রোতের দেখিয়া টান, হৃদয়ে দেয় না স্থান ॥

ভৈরব—একতালা।

কেন সদা হেরি তোমার বিষণ্ণ বদন।
পেয়েছ মানব জন্ম, করিতে সাধন ॥
সাধনা করিবার তরে, রেখেছেন রক্ষা ক'রে।
রেখেছ দেহে প্রাণে ধ'রে, দেখি না কর্ত্তে ভজন ॥
ক্রমে দেহ হয় ক্ষয়, আয়ু তার সঙ্গে ধায়।
ধরিবার নাই উপায়, তবু তোমার না হয় জ্ঞান ॥
সংসারের রূপ রসে, সতত রহিলে ভেসে।
ভাব না যে অবশেষে, কাল করিবে নিধন ॥
এখন আছে সময়, বৃথা কর না রে ক্ষয়।
খুলে দাও তাঁর হৃদয়, মন প্রাণে কর স্মরণ ॥

থাকিতে মনের বল, ক'রে লও না সম্বল।
হয়ো না কভু দুর্ব্বল, পাবে না তাঁরে কখন॥
ভাবিতে ভাবিতে তাঁরে, দেখিয়া তাঁরে অন্তরে।
যদি জীব যেতে পারে, পায় তবে পরিত্রাণ॥

খাম্বাজ—ঢিমা।

সংসারে আসিয়া সুখের লাগিয়া সদা ব্যস্ত হেরি মন
যেখানেতে সুখ পাবে, কর না তার অন্বেষণ॥
ইন্দ্রিয় সুখেতে রত, চাকচিক্যে হও মোহিত।
করে তোমায় অভিভূত, নিত্য সুখের নাহি জ্ঞান॥
এ সুখ যে ক্ষণভঙ্গুর, তত্ত্ব নাহি কর তার।
ক্ষণ মাত্র স্থিতি তার, সদা হয় পরিবর্ত্তন॥
আনন্দ জীবের লক্ষ্য, তাহে তোমার নাহি লক্ষ্য।
খোঁজ বটে সদা সুখ, সুখ আশে হও অজ্ঞান॥
মানব যে উচ্চৈঃস্বরে, কেবল রোদন করে।
থাকে সদা অন্ধকারে, দুখ ভারে যায় জীবন॥
শোক দুখে অভিভূত, করে না স্বরূপ তত্ত্ব।
ইন্দ্রিয় সুখ ক্রমাগত, করিতেছে সন্ধান॥
যখন প'ড়ে অন্ধকারে, ডাকে তাঁরে কাতরে।
তখন তারে ধ'রে করে, করেন নিত্য সুখদান॥

বেহাগ—সুর ফাঁকতাল।

কি ভয়ঙ্কর এ সংসার অতল গহ্বর।
বারেক পড়িলে তায়, নাহিক উদ্ধার॥

হস্ত পদ বেঁধে রাখে, নড়ন সাধ্য নাহি থাকে।
কেবল সে পাঁক মাখে, নাহিক তার নিস্তার॥
জ্ঞান অসি ধ'রে করে, কাট্‌তে বন্ধন মনে করে।
অমনি যে দেয় ঘেরে, থাকেনাক বল আর॥
নির্জীব হইয়া পড়ে, থাকে সে যে অন্ধকারে।
বেড়ায় কেবল হাতাড়ে, আশ্রয় থাকে না তার॥
কাটিবারে সে বন্ধন, যদি কভু হয় মন।
আসক্তি ডোরে দেয় টান, থাকে না চেতনা আর॥
বাসনা তখন এসে, বেঁধে ফেলে তারে পাশে।
দেয় না ঘুর্‌তে আশে পাশে, থাকে তবে হ'য়ে স্থির
চৈতন্য হারায়ে ফেলে, ক্রমে ডুবে যায় তলে।
তখন কাতরে বলে, ধ'রে কর কর উদ্ধার॥

সিন্ধুড়া—ধামার।

এবার আমি মন পাখী উড়ায়ে দিব।
যদি আনতে পারে, ধ'রে তাঁরে॥
করেছি বাজ বৌরি, রেখেছি ক'রে শিকারি।
উড়ে গিয়ে ব্রহ্মপুরী, আনিবে তাঁরে টানিয়ে॥
একবার তাঁরে পেলে, হৃদপিঞ্জরে রাখ্‌ব পূরে।
দিব না যেতে বাহিরে, হৃদয়ে রাখ্‌ব বসায়ে॥
চারিফল খেতে দিব, প্রেমবারি পান করাব।
ভক্তি ডোরে ঘেরে লব, দিব না যেতে পলায়ে॥
পাখী যে অভ্যাস ভরে, সতত থাকিবে ধ'রে।
দুয়েরে দিবে জুড়ে, যাবে তবে এক হ'য়ে॥

মিশ্র ললিত—একতালা।

আমার মন ঘুড়ি উড়ে গেল গগনে।
সুবাতাস পেয়ে ঘুড়ি, উঠে গেল একটানে॥
গুরুউপদেশ্ বাতাসে, উঠ্‌ল ঘুড়ি আকাশে।
দেখলে না সে আশে পাশে, উঠে গেল আপন মনে॥
তখন আমি দেখি ফিরে, বাঁধা ঘুড়ি মায়া ডোরে।
ছিঁড়্‌তে না পাল্লে তারে, থাক্‌বে সে যে পিছনে॥
দেখি সে যে কান্নে খায়, সংসারেতে পড়ে যায়।
বিবেক কান্নে দিয়ে তায়, যদি পারে উঠ্‌তে টেনে॥
পরিজনে সবাই মিলে, লাটাই তারা হাতে নিলে।
মায়া সূতা তায় জড়ালে, তখন আমায় টেনে আনে॥
গোপ্তা খেয়ে প'ড়ে গেল, বাঁধন তার না রহিল।
সুবাতাস আর না পাইল, ফেঁসে গেল জোর টানে॥

খাম্বাজ—একতালা।

ভবারণ্য মাঝে জীব যূথ, করে বিচরণ।
মায়াতে জনম তার, আছে হ'য়ে মায়াচ্ছন্ন॥
বাসনা কল্পনা দন্ত, কখন না হয় শান্ত।
কেহ না পায় অন্ত, সতর্ক ভ্রাম্যমাণ॥
পঞ্চ কর্ম্ম ইন্দ্রিয় ল'য়ে, পুচ্ছপদ রাখে গড়ে।
ইচ্ছা শুণ্ড রয় তাহে, করে সব আকর্ষণ॥
সপ্তদশ ধাতু লয়ে, অহংমন বুদ্ধি দিয়ে।
পঞ্জর ফেলে গড়িয়ে, পঞ্চ বায়ু দেহ প্রাণ॥

জ্ঞান বিজ্ঞান দুটি আঁখি, অজ্ঞানে রেখেছে ঢাকি।
এক দিকে কেবল দৃষ্টি, আশে পাশে না করে ঈক্ষণ
মন গর্ব্বে বিচরণ, ঘুরিতেছে ত্রিভুবন।
ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান, সকলই করে চর্ব্বণ ॥
যদি করীর উঠে জ্ঞান, খুলে যায় জ্ঞান নয়ন।
পেয়ে দিব্য দরশন, অরণ্য হয় স্বর্গধাম ॥
যবে হয় মদস্খলন, থাকেনা হিতাহিত জ্ঞান।
কূপেতে হয় পতন, উঠে পড়ে পুনঃ পুনঃ ॥
জ্ঞানাঙ্কুশ করে ধ'রে, মার তার মস্তকোপরে।
মস্তক যাইবে চিরে, হবে ব্রহ্ম দরশন ॥

বেহাগ—একতালা।

কাঁপিয়া উঠে হৃদয়, যবে আমার পড়ে মনে।
সংসারেতে কি করিলাম, আসিলাম কি কারণে ॥
যখন হ'ল জনম, মনে ছিল করব পুণ্য।
ইন্দ্রিয় আর রিপুগণ, লইল মনেরে টেনে ॥
সৎ কর্ম্ম করিতে গেলে, ধাক্কা দিয়ে দেয় ফেলে।
তখন পড়িয়া গেলে, স্পন্দন থাকে না প্রাণে ॥
শুনেছি শাস্ত্রেতে কয়, সপ্তবিংশ নরক হয়।
তাহাতে ফেলিয়া দেয়, দহন হয় আগুনে ॥
নিরয়ে পড়িয়া রয়, শান্তি কভু নাহি হয়।
ত্রিতাপেতে দগ্ধ হয়, মায়ায় হয় হতজ্ঞান ॥

হতেছে কাতর প্রাণ, করেছি পাপ অগণন।
কিসে হবে পরিত্রাণ, কি হইবে যে অন্তিমে॥
এখন ভেবেছি মনে, পড়্‌ব গিয়ে তাঁর চরণে।
ত্যজিবেন না কভু স্মরণে, স্থান দিবেন চরমে

গৌরী—ঝাঁপতাল।

কাল নিশাচর ঘুরিতেছে রাত্রি দিন।
অগম্য তাহার জেন, নাহি কোন স্থান॥
চক্ষে তার নিদ্রা নাই, জাগ্রত রহে সদাই।
ফেরে ঘোরে সর্ব্বঠাঁই, নাহি তার কভু বিশ্রাম॥
কবে কোথা হতে এল, কোথা বা তার আলয়।
খর্ব্ব কিবা দীর্ঘকায়, দেখে না কেহ কখন॥
স্থাবর জঙ্গম যত, প্রসবিছে অবিরত।
কিছুকাল করে স্থিত, শেষেতে করে ভক্ষণ॥
জঠর জ্বলে দিবানিশি, পাহাড় পর্ব্বত ফেলে নাশি।
কিবা সূর্য্য কিবা শশী, খাইবারে ধাবমান॥
সকলই তাহারই ভক্ষ্য, সতত করে যে লক্ষ্য।
দিবানিশি লক্ষ লক্ষ, নাশিছে স্থাবর জঙ্গম॥
কার কথা নাহি শুনে, ক্রন্দন না ধরে কাণে।
চর্ব্বণ করে দশনে, একমাত্র নয় অধীন॥

খাম্বাজ—ঢিমা।

ভ্রমবশে পথিক এসে, প্রবেশে সংসার বন।
কুপথে এ দেহকূপে, তিমিরে হয় পতন॥
ব্যাধিরূপা জন্তুগণ, করে তারে আক্রমণ।
মায়া জালেতে বেষ্টন, ঘেরিয়া রেখেছে বিজন॥
বৃহৎকায় জরানারী, রয়েছে হস্ত প্রসারি।
এড়াতে সাধ্য নাই কাহারি, সবে করে আলিঙ্গন॥
লতা ঢাকা কূপজলে, পথিক ফলমত ঝোলে।
কিন্তু সে কূপের তলে, কালসর্প বিদ্যমান॥
দ্বাদশ পদ ছয় মুখ, কূপ মুখে দাঁড়ায়ে যূথ।
কৃষ্ণ শুক্ল দুই দাঁত, দিবা রাত্রি দুই নিরূপণ॥
সম্মুখে শাখাপরি, মধুক্রমে মধুঝরি।
পড়ে পথিক আস্যপরি, তৃষ্ণা না হয় নির্ব্বাণ॥
কাল ভুজঙ্গ মূষিক এসে, বৃক্ষমূল কাটিতে বসে।
কালবশে অবশেষে, বৃক্ষের হয় পতন॥
অজ্ঞানী পথিক হ'লে, পুনঃ পুনঃ গর্ভে ঘোরে।
আলো না পাইলে পরে, হয় না তার পরিত্রাণ॥

খাম্বাজ—একতালা।

দেহ শমনের রথ, রথী জেন জীবন।
পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চ অশ্ব, দেয় টান ঘন ঘন॥
বুদ্ধি বল্গা ধ'রে করে, অশ্বেরে চালনা করে।
সংযত রাখিলে পরে, কূপে পড়ে না কখন॥

স্থাবর জঙ্গম যত, সে পথে যায় অবিরত।
জীব হইলে বিশ্রান্ত, গর্ভেতে করে বিশ্রাম॥
জীবন আশালতা ঘেরে, কষ্টে কভু নাহি ছাড়ে।
বাঁচিবার সাধ করে, দুঃখ জীবন করে বহন॥
ক্রোধ লোভ যদি থাকে, ভাসে না কভু শান্তি সুখে।
কাটায় দিন শোকদুঃখে, বুঝেনা ধর্ম্মের মর্ম্ম॥
জ্ঞান হয় মহৌষধি, পান করিলে নিরবধি।
তাহলে মানস ব্যাধি, হতে হবে পরিত্রাণ।
শম দম অনবধান, ব্রহ্মার হয় অশ্ব তিন।
শীল রশ্মি ক'রে ধারণ, মনোরথ কর চালন॥
জীবেরে অভয় দাও, তবে ব্রহ্মলোকে যাও।
তা হ'লে মৃত্যু তোমায়, করবেনাক আক্রমণ॥

আশোয়ারী—আড়া।

দেখরে অবোধ জীব, কে আমি নাহি জান।
মম পরিচয় শুন, নাম ধরি শ্মশান॥
বিশ্ব মম রঙ্গভূমি, সৃষ্টি হ'তে আছি আমি।
পাঠালেন জগতস্বামী, জীবেরে দিতে বিশ্রাম॥
কাল আমার বড় সখা, সুবর্ণ চক্ষে উভে দেখা
যেন সহোদর ভ্রাতা, বিচ্ছেদ না হয় কখন॥
এ জগত সংসারে, কাল তাণ্ডব নৃত্য করে।
রাখে সবে সৃষ্টি ক'রে, আমি করি সবে ভক্ষণ
উদরে জ্বলে আগুন, কভু না হয় নির্ব্বাণ।
খাই স্থাবর জঙ্গম, ক্ষুধার্ত্ত যে সর্ব্বক্ষণ॥

কাহার নাহিক পার, ভিখারী বা মহীধর।
বীর কিম্বা ভীরু নর, উদরে করি গ্রহণ॥
গৌরবে স্ফীত যারা, ধরাকে দেখিছে সরা।
ধনমদে জ্ঞানহারা, তারেও করি চর্ব্বণ॥
কি ক্ষুদ্র, কিবা মহৎ, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত।
সকলই আমারই ভক্ষ্য, প্রবেশে মম বদন॥
কি সুন্দর কি কুৎসিত, কঠিন বা নবনীত।
কাল করে সবে হৃত, করিব যে আমি পরিবর্ত্তন॥
কেবল একজন আছে, যাইনাক তাঁর কাছে।
কালে আমায় পাঠায়েছে, সর্ব্ব পারে রেখে স্থান॥

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	গীত	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	১৮	ওরে মন ভৃঙ্গ	হইহু	হইলে
১১	১৬	সংসার আবর্ত্তে প'ড়ে	আকাব	আকর
২৮	১৫	কেন ভবে আসিয়াছ	মনে	মানে
৪৬	১	ওরে নয়ন কর	ছাড়াইবে	ছাড়িবে
৫০	২২	এবার জীবন ব্রত	পরিজনে	পরিজন
৫৪	৪	এবার আমার ভেল্কি	তার	তাঁর
৫৬	১৬	জনম মরণ কেবল	বিশ্ব	বিশ্বে
৬১	৮	আজি কি আলো	হর	হয়
৭৭	১১	মন স্থির ক'রে	ব্রহ্মজ্ঞাজ	ব্রহ্মজ্ঞান
৭৮	৬	মন স্থির করে	হবঁ	হবে
৭৮	২০	ওরে বিধাতা কেন	মা	না
৮০	১	সংসার পিঞ্জর মাঝে "যদি থাকে তার"—ইত্যাদি স্থলে "যদি থাকে তার বাসনা, করে তারে যে তাড়না" হইবে।		
৯৮	৪	আশারে মনেতে	জ্বরে	জ্বেরে
১০২	১১	চল চল জীব	ময়ের	মায়ের
১২৭	৩০	এ দেহ পুরী মাঝে	শেষে	শেষ
১৩৪	৫	এ দেহ ভাব	বাবে	ভাবি
১৩৪	৮	ওরে মন আর	যনি	জননী
১৩৮	১৪	জালে পুরে রেখেছ	বেড়ে	ছেড়ে